ঈশপের

শ্রেষ্ঠ গল্প

ঈশপের শ্রেষ্ঠগল্প

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সম্পাদিত

বইপড়া

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
সালমা বেগম
বই পড়া
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট তৃতীয় তলা
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৮৭৪

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
মাহবুব কামরান

বর্ণবিন্যাস
সোলার কম্পিউটার

মুদ্রণ
জমজম প্রিন্টার্স

দাম
১৭৫ টাকা মাত্র

I S B N 984 655 026 X

Eshuper Shrastru Golpo Edited by Mohammad Mizanur Rahman. Published by Salma Bagum Rahman of Boi Pora 38/4 Mannan Market 2nd Floor Banglabazar, Dhaka 1100. Price : Taka 175 only

একমাত্র পরিবেশক : শোভা প্রকাশ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

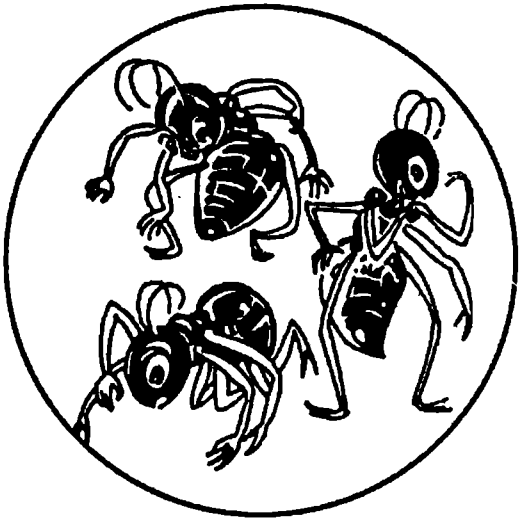

উৎসর্গ

তিষা, দীপ্ত ও তুষ্টিসহ
বাংলাদেশের সকল
সোনামণিদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিশ্ব জুড়ে নীতিকথামূলক গল্পের ক্ষেত্রে ঈশপ এক অনন্য নাম। গ্রিসদেশের এই গল্পকথক প্রকৃতই ছিলেন একজন কথাশিল্পী। জীবজন্তুদের গল্পের চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করে তিনি মানবজীবনের অনেক মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। জ্ঞানগর্ভ এবং নীতিগর্ভ সেইসব বক্তব্য পাঠকদের চেতনাকে আলোড়িত করে, গল্পগুলোর মাধ্যমে জীবনের কিছু গভীর পাঠ সম্পন্ন হয়। আবার এসব গল্পে বিনোদন এবং শিল্পিতারও কোন অভাব নেই। নীতিপ্রচার নিঃসন্দেহে ঈশপের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য গল্পের মধ্যে রসরিক্ত পরিণাম বরণ করে নি, বরং মনোরম কাহিনী বিন্যাসে এবং রসপরিচর্যায় গল্পগুলো আশ্চর্যভাবে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে।

ঈশপ ছিলেন গল্পকথক। গল্পের পর গল্প সাজিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতাদের শুনিয়েছেন এবং নীতিশিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে তাদের চেতনায় সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। সেদিক থেকে ঈশপ ছিলেন সুমহান লোকশিক্ষক। লোকশিক্ষার এই পাঠমালার মূল্য ও আবেদন কোনদিনই ফুরাবে না।

ঈশপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতভেদ রয়েছে। এমনকি একথাও বলা হয়েছে, ঈশপ নামে কোন সত্যিকারের ব্যক্তি ছিলেন না। এটি একটি কল্পিত নাম। তৎকালে গ্রিসদেশে প্রচলিত সব নীতিকথামূলক গল্পই নাকি এই কল্পিত কথকের নামে প্রচার করা হয়েছে। তবে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, খ্রিস্টজন্মের পাঁচশ বছর আগে তিনি গ্রিসদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস একথাও বলে, ঈশপ ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তবে ক্রীতদাস হয়েও অন্তর্গত চেতনায় তিনি ছিলেন একজন মুক্ত মানব। ন্যায় ও অন্যায়, আদর্শ ও বাস্তবতা, ছদ্মবেশ ও প্রকৃত অবয়ব সম্পর্কে যে শিক্ষা তিনি তাঁর গল্পগুলোর মাধ্যমে প্রদান করেছেন, তা তাঁকে অমরত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছে।

ঈশপের নামে প্রচলিত ও প্রচারিত গল্পসংখ্যা অনেক। সেসব গল্প থেকে কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি নকল তা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আসল-নকলের দুঃসাধ্য অনুসন্ধানপাঠ স্থগিত রেখে প্রচলিত সব গল্পকেই এই বইয়ে গ্রথিত করে দেওয়া হল। আশা করি, পাঠকদের ভাল লাগবে।

সম্পাদক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ ❖ চি ❖ প ❖ ত্র

৯ ❑ শেয়াল ও সিংহ
১০ ❑ সিংহের ছালে ঢাকা গাধা-২
১০ ❑ মোরগ ও বেড়াল
১২ ❑ আহম্মকের উল্লাস
১২ ❑ সিংহ, ভেড়া আর নেকড়ে
১৪ ❑ একটি ইঁদুর ও সাপ এবং নেউলের গল্প
১৫ ❑ সিংহ, ছাগল আর ষাঁড়ের গল্প
১৬ ❑ শিকারি কুকুর
১৬ ❑ ফেরিওয়ালা
১৭ ❑ বুঝতে পারিনি
১৮ ❑ কোকিল ডাকলেই বসন্ত আসে না
১৯ ❑ মধুর কলস ও মাছি
২০ ❑ আঙুরে লতা ও এক হরিণ
২১ ❑ ঘোড়ার ছায়া
২২ ❑ এক পাখি আর ব্যাধ
২৩ ❑ প্রকৃত বন্ধু
২৪ ❑ শকুনি, সিংহ ও শূকর
২৬ ❑ সাপ ও জিউস
২৭ ❑ দেখেশুনে লাফ
২৮ ❑ টেকোর দার্শনিকতা
৩২ ❑ ধৈর্যের ফল
৩৩ ❑ কাঠুরে বনাম শেয়াল
৩৪ ❑ সারস ও বাঘের গল্প
৩৫ ❑ শুশুক ও বানর
৩৬ ❑ বুদ্ধি বল
৩৭ ❑ স্বার্থপর চাষী
৩৮ ❑ নতি স্বীকার
৩৯ ❑ চোখের ডাক্তার
৪০ ❑ একতা
৪১ ❑ প্রমাণ
৪১ ❑ কাজ আর কথা
৪২ ❑ একটি বটগাছ এবং একটি পথিক
৪৩ ❑ বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী
৪৪ ❑ বুদ্ধিই বল
৪৫ ❑ উইল
৪৭ ❑ ভবিতব্য
৪৯ ❑ গোবর গণেশ
৪৯ ❑ ভাগ
৫০ ❑ এক চাষী ও তার ছেলেরা

সিংহের ছালে ঢাকা গাধা-১ ❑ ৯
এক শূকরী ও এক কুকুরী ❑ ১০
এক সিংহ ও এক চাষী ❑ ১১
সাপ ও বোলতা ❑ ১২
ইঁদুর ও নেউলের গল্প ❑ ১৩
একটি দাঁড়কাক ও অন্য কাকেরা ❑ ১৪
অভিজ্ঞতা ❑ ১৫
পিঁপড়ে কেন চুরি করে? ❑ ১৬
নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাতে গেলে ❑ ১৭
পশু ও মানুষ ❑ ১৮
উট ও মানুষ ❑ ১৯
ভেড়ার পাল ও নেকড়ে বাঘ ❑ ১৯
ইঁদুরের পরামর্শ ❑ ২০
ছাগল আর বাঘের গল্প ❑ ২১
পিছু লাগার ফল ❑ ২২
বিড়ালের বাচ্চা ❑ ২৩
এক বাঁদর ও জেলের দল ❑ ২৫
সাপ ও উখো ❑ ২৬
ষাঁড় আর ব্যাঙ ❑ ২৭
বুড়ো সিংহ আর সাকরেদ খেঁকশিয়াল ❑ ২৯
সিংহের ভালবাসা ❑ ৩২
নেপোয় মারে দই ❑ ৩৩
নেকড়ে, ভেড়া আর রাখাল ❑ ৩৪
বিশ্বাসঘাতকদের মরাই ভাল ❑ ৩৬
একমনে কাজ করতে হয় ❑ ৩৭
প্রতিফল ❑ ৩৮
ভাবিয়া করিয়ো কাজ ❑ ৩৮
দোষ গুণ ❑ ৪০
অভ্যেসে সব হয় ❑ ৪১
কাপুরুষ ❑ ৪২
শুধু স্পর্শ ❑ ৪৩
ভড়ং ❑ ৪৪
আত্মপ্রবঞ্চনা ❑ ৪৫
কুকুরে কামড়ানো মানুষ ❑ ৪৭
অভিযোগ ❑ ৪৮
বিপদে পড়লে ❑ ৪৯
ঢিবি থেকে ❑ ৫০
নিজে নিজে চেষ্টা করতে হয় ❑ ৫১

www.pathagar.com

৫২ ❑ অন্যায়ের প্রশ্রয়
৫২ ❑ ঠগ
৫৩ ❑ পেট আর পায়ের দ্বন্দ্ব
৫৪ ❑ মাছ ধরতে জল ঘোলা
৫৪ ❑ ধনবৃদ্ধি
৫৫ ❑ মিথ্যা
৫৬ ❑ জ্যোতিষী
৫৭ ❑ খুঁত ধরা
৫৮ ❑ সূর্য ও পবন
৫৯ ❑ গলায় বেড়ি
৬০ ❑ ঈর্ষা
৬১ ❑ সৎ পরামর্শ
৬২ ❑ প্রার্থনা
৬৩ ❑ এক ব্যাঙ ও এক সিংহ
৬৪ ❑ ষড়যন্ত্র
৬৫ ❑ সহিস ও তার ঘোড়া
৬৬ ❑ মূল্যায়ন
৬৭ ❑ সমগোত্রীয়
৬৯ ❑ খেলা
৬৯ ❑ এক মহিষ আর এক সিংহ
৭১ ❑ আগে আমাকে তোলো
৭২ ❑ নেকড়ে বাঘ ও রাখাল
৭২ ❑ জাবনার পাত্রে কুকুর
৭৩ ❑ বুড়ির মুরগি পোষা
৭৪ ❑ বার্ধক্যগ্রস্ত সিংহ
৭৫ ❑ এক সৈনিক ও একটি ঘোড়া
৭৬ ❑ আত্মগৌরব
৭৭ ❑ মোরগ ও চোর
৭৮ ❑ এক ব্যাধ ও পোষা পায়রা
৭৯ ❑ স্বজাতির গুণ
৮০ ❑ বড়াই
৮১ ❑ গাধা আর ঘোড়া
৮২ ❑ গাছ ও কুড়াল
৮৩ ❑ এক ছিল গাধা আর ছিল বলদ

ব্যাধি ❑ ৫২
ডিম -খেকো কুকুর ❑ ৫৩
ভাগ্যের বশে দুর্গতি ❑ ৫৩
মাটির ও কাঁসার কলসী ❑ ৫৪
আশা ❑ ৫৫
বিধাতার কারিগরি ❑ ৫৬
পাটোয়ারি বুদ্ধি ❑ ৫৬
প্রতিকার ❑ ৫৭
আদর ❑ ৫৯
মুখোস ❑ ৬০
প্রতিশ্রুতি ❑ ৬০
বাদুড় ও খাঁচার পাখি ❑ ৬১
গৃহস্থের একদিন ❑ ৬২
শূকর আর শেয়ালের গল্প ❑ ৬৩
একচক্ষু হরিণ ❑ ৬৪
সিংহভাগ ❑ ৬৬
ঠেকে শেখা ❑ ৬৭
নেকড়ে বদ্যি ❑ ৬৭
বসে খাওয়া ❑ ৬৮
জ্যোতির্বিদ ❑ ৬৯
অস্থির চিন্তা ❑ ৭০
ভেড়া ও নেকড়ে বাঘ ❑ ৭১
মিথ্যা ❑ ৭২
সন্তানগর্ব ❑ ৭৩
স্তোক বাক্য ❑ ৭৪
অসন্তোষ ❑ ৭৪
কু-পরামর্শ ❑ ৭৫
নেকড়ে বাঘ ও ভেড়ার বাচ্চা ❑ ৭৬
স্বার্থপর ঘোড়া ❑ ৭৭
কাঁটার ঝোপে শেয়াল ❑ ৭৮
ভাইবোন ❑ ৭৯
পেট ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ❑ ৮০
গরুর গাড়ির চাকা ❑ ৮১
রক্তচোষা ❑ ৮৩
একটা বাচ্চা শূকর ও ভেড়ার পাল ❑ ৮৬

www.pathagar.com

শেয়াল ও সিংহ

পশুদের রাজা সিংহ। যেমনি বিরাট তার চেহারা তেমনি তার গর্জন। তাকে দেখলে তো বটেই, দূর থেকে তার গর্জন শুনলেই বনের পশুরা ভিরমি খেতো, প্রায় আধমরা হয়ে যেত।

এক শেয়াল এমন এক বনে বাস করতো যেখানে কোনো সিংহ ছিল না।

একদিন ক্ষিধের জ্বালায় অস্থির হয়ে শেয়াল ঘুরতে ঘুরতে এমন এক বনে এসে পড়লো, যে বনে পশুরাজ সিংহ বাস করতো। শেয়াল তখন খাবারের খোঁজে ঐ বনে ঘুরছিল। এমন সময় একটু দূরে সিংহ ডেকে উঠল। সেই ডাক শোনামাত্র শেয়াল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লো। একটু পরে সিংহ যখন তার সামনে হাজির তখন শেয়াল তার ভয়ংকর চেহারা দেখে ভয়ে অজ্ঞানই হয়ে গেল।

এরপর শেয়াল আর একদিন সেই বনে এসে আবার সিংহের দেখা পেল। এবার ভয় যে তার না করলো তা নয়, তবে আগের বারের মত অজ্ঞান আর হল না। বরং কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল—হ্যাঁ, বিরাট চেহারাই বটে, তবে আমারই মত পশু ছাড়া এ আর কিছুই তো নয়। আমায় তো সেদিন খেয়ে ফেলেনি এই ভেবে শেয়াল তাকে দেখে আর পালালো না।

এর পরের বার বনে এসে সিংহের সঙ্গে যখন তার দেখা হল—তখন তাকে দেখে ভয় যে তার একেবারেই করলো না তা নয়—তবু বাইরে ভয়ের কিছু না দেখিয়ে তার সামনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে গেল।

এরপর অবশেষে এমন একদিনও এল, যখন সে সিংহকে দেখে তাকে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে তার সামনে গিয়ে বললো, কি গো বন্ধু, ভাল আছো তো?

■ *উপদেশ : দূর থেকে অনেক কিছু ভাবা উচিত নয়।*

সিংহের ছালে ঢাকা গাধা-১

একদা এক বনে এক গাধা বাস করত। হঠাৎ একদিন তার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি গজাল। সে কোথা থেকে যেন একটা সিংহের ছাল যোগাড় করে সেটা দিয়ে নিজের সারা শরীর ঢেকে সিংহ সেজে বনের পশুদের ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল। এইরকম করতে করতে একদিন তার সামনে পড়ল এক হিংস্র খেঁকশিয়াল। ছদ্মবেশী সিংহ তাকেও অমনি করে ভয় দেখাতে যাচ্ছিল, তখন খেঁকশিয়ালটি একটু আগেই এই ছদ্মবেশীকে গাধার মত ডাকতে শুনেছিল—তাই বলে বসল—আমি তোমায় দেখে ভয় পেতাম দাদা, যদি না একটু আগেই তোমায় গাধার ডাক ডাকতে শুনতান।

■ *উপদেশ : মূর্খ মুখ না খোলা পর্যন্ত বিজ্ঞ সাজতে পারে।*

www.pathagar.com

সিংহের ছালে ঢাকা গাধা-২

অন্য একটা দূরের বনে আর একটা গাধা ছিল। তার মনেও একদিন দুষ্টু বুদ্ধি গজালো। আর কোত্থেকে একটা সিংহের ছাল জোগাড় করে সেটা গায়ে পরে গাধাটা বনের পশুদের ভয় দেখাচ্ছিল। তাকে দেখে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুরাও পড়িমরি করে ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু এক দমকা বাতাসে তার ছদ্মবেশ খুলে গেল। তখন সবাই তার স্বরূপ জেনে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে সবাই মিলে মুগুর আর লাঠির ঘা মারতে মারতে শেষ পর্যন্ত গাধাটাকে মেরে ফেলল।

■ *উপদেশ : চিরকাল কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না।*

এক শূকরী ও এক কুকুরী

একদা এক কুকুরী ও এক শূকরীর মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি চলছিল। তর্কটা হচ্ছিল এই নিয়ে যে কার বাচ্চা সহজেই ভূমিষ্ঠ হয়। কুকুরীটি বলল, শুনে রাখো—যত চারপেয়ে জন্তু আছে তাদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি সহজে এবং জলদি আমার পেট থেকে বাচ্চা বেরোয়।

শূকরীটিও সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। সেও চুপ করে থাকতে পারল না। সে আরও এক ধাপ গলা চড়িয়ে বলল, তা বেশ তো, ভাল কথা, কিন্তু একথা তুমি অস্বীকার করতে পার না, তোমাদের বাচ্চাদের তখন চোখ ফোটে না, কিছুই দেখতে পায় না তারা। ঐ বাচ্চাদের বড়ই কষ্ট হয়। আর তোমার সব বাচ্চাগুলো বাঁচেও না। তাই তাড়াতাড়ি এরকম বাচ্চার জন্ম দিয়ে কী লাভ হয় তোমার?

■ *উপদেশ : হেলাফেলার কাজ নিখুঁত হয় না।*

মোরগ ও বেড়াল

একদা গ্রামে এক বেড়াল ছিল। সে গৃহস্থের বাড়িতে এটা ওটা চুরি করে খেতো। একবার বেড়ালটা এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটা মোরগ ধরে নিয়ে এল। এখন সে মোরগটাকে মেরে খেতে চাইল। কিন্তু শুধু শুধু তো একজনকে মারা যায় না। একটা অজুহাত থাকা চাই তো! সে তখন মোরগটাকে বললো, তুই মারাত্মক একটা আপদ, রাতে ডেকে মানুষকে স্বস্তিতে ঘুমোতে দিস্ না। মোরগটি উত্তরে বলল, এ তো আমি ভাল উদ্দেশ্যেই করি। রাত্রি শেষে আমার ডাকে ঘুম ভাঙলে মানুষরা সকাল সকাল তাদের দিনের কাজ শুরু করতে পারে।

www.pathagar.com

বেড়াল তখন ভাবল—মোরগ কথাটা ঠিকই বলেছে। তাই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে অন্য একটা দোষ ধরে বলল, তুই তোর মা-বোনেদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করিস্। অত্যাচার করিস্।

মোরগ তখন শান্ত স্বরে উত্তর দিল—এতেই আমার মালিক খুশি হয়, বুঝে দেখো কথাটা, মালিকের সম্পদ বাড়ে।

বেড়াল তখন বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—নাঃ তোর সঙ্গে মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করার সময় আমার নেই। কিন্তু তাই বলে আমার যে খিদে পুষে রাখতে হবে পেটে, তারও কোনো মানে নেই—তোকে আমি খাবোই। এই বলে বেড়াল মোরগটার টুঁটি চেপে ধরে মেরে খেয়ে ফেলল।

■ *উপদেশ : দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।*

এক সিংহ ও এক চাষী

এক যে ছিল চাষী। তার গোয়াল ঘরে অনেকগুলি গরু ছিল। চাষীটি চাষবাস করে আর গোরুর দুধ বিক্রি করে বেশ ভালভাবেই সংসার চালাতো। একদিন হয়েছে কি চাষীর গোয়াল ঘরে এক সিংহ ঢুকে পড়েছিল। চাষী সিংহটাকে ধরবার জন্যে গোয়াল ঘরের দরোজায় শিকল তুলে দিল। এদিকে সিংহটি যখন দেখল বন্ধ ঘর থেকে তার পালাবার কোনো উপায় নেই, তখন সে ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে গোয়ালের গোরুগুলির প্রাণসংহার করতে শুরু করল। চাষী যখন বুঝল সিংহকে সে ধরতে পারছে না, আর মাঝখান থেকে শুধু তার গরুগুলি মারা পড়ছে তখন সে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটি ছুটে বেরিয়ে গেল।

চাষী বউ এবার চাষীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি, এত গোলমাল কীসের? চাষী সব ব্যাপারটা তার বউকে খুলে বলল। চাষীর বউ অমনি বলে উঠল—যেমন তোমার বুদ্ধি, যে জন্তুকে দূরে দেখলে লোকে ভয়ে পালায়, দিশে হারায়, আর তুমি কিনা তাকে ধরবে মনে করে দরোজায় শিকল দিয়েছিলে? এখন গরুগুলো সব মারা গেল। দরোজা খোলা থাকলে একটা গরু যেত। যেমন বুদ্ধি তেমনই শিক্ষা হয়েছে তোমার।

■ *উপদেশ : নিজের ওজন বুঝে কাজ করতে হয়।*

www.pathagar.com

আহাম্মকের উল্লাস

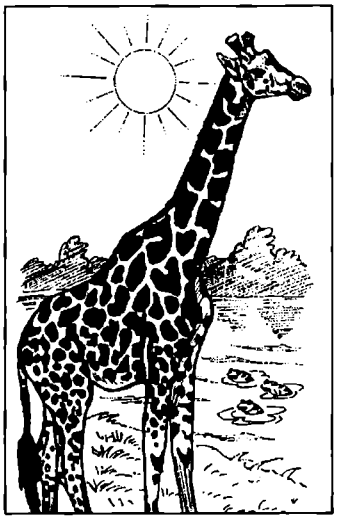

অবশেষে বসন্তকাল এল। চারিদিকে ফুল ফুটে উঠল। প্রকৃতি নতুন সাজে সেজে উঠল। চারদিকে ঝলমলে রৌদ্রে। সে বড় সুখের সময়।

সূর্যের বিয়ে হবে। চারিদিকে খবরটা রটে গেল। সকল জীবজন্তুরা আনন্দে মেতে উঠল। চারিদিকে যেন আনন্দের হাট বসে গেল। সকল জীবজন্তুদের সঙ্গে ব্যাঙেরাও আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। নেচে কুঁদে বেড়াতে লাগলো। এই সব দেখে জিরাফ আর চুপ্ করে থাকতে পারল না। সে ব্যাঙেদের সম্বোধন করে বললো—দূর দূর বোকা আর আহাম্মকের দল কোথাকার! সূর্যের বিয়েতে তোদের নাচন-কোঁদন করতে লজ্জা করছে না! এক সূর্যই গরমকালে খানা ডোবার জল শুকিয়ে সেগুলো কাঠ করে দেয়—তার বিয়ে হলে তার বউয়ের যদি ঐরকম একটা বাচ্চা হয় তাহলে তোদের দশা কী হবে একবার ভেবে দেখেছিস্? তোদের সবাইকে জলের অভাবে ধনেপ্রাণে মরতে হবে। আর জীবজন্তুরাও রেহাই পাবে না। প্রাণিকুল জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব সূর্যের বিয়েতে আনন্দ করার কিছুই নেই।

এইসব শুনে ব্যাঙেরা হকচকিয়ে গিয়ে নাচন-কোঁদন ত্যাগ করে ভাবতে বসলো। তাই তো জিরাফ তো ঠিকই বলেছে।

■ *উপদেশ : মগজে বস্তু না থাকলে যাতে আনন্দ করবার কিছু নেই, তাই নিয়েও লোকে আনন্দ করে থাকে।*

সাপ ও বোলতা

একদা এক বোলতা এক সাপের মাথার ওপর বসে অনবরত তাকে হুল ফোটাচ্ছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সাপটা কেবলই ভাবছিল, কী করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। কামড়াতে তো একে পারছি না। শেষে একটা গাড়ি আসতে দেখে বোলতাকে মারবার জন্যে রেগেমেগে সে নিজের মাথাটা এগিয়ে দিল গাড়ির চাকার নিচে। আর গাড়ির চাকার চাপে সাপের মাথা একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল। বোলতা উড়ে গেল!

■ *উপদেশ : ক্রোধে বুদ্ধিভ্রম হয়।*

সিংহ, ভেড়া আর নেকড়ে

একদা এক বনে এক নেকড়ে বাস করত। সে কোনোমতেই পশুরাজ সিংহের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। তবে বনের অন্যান্য দুর্বল প্রাণীদের ওপর প্রায়ই অত্যাচার চালাতো। সেই নেকড়েটি একদিন বেড়ার পাল থেকে একটা বড়সড় ভেড়া ধরে মেরে নিয়ে যাচ্ছিল তার ডেরায়। হঠাৎ পথে পশুরাজ সিংহের মুখোমুখি হয়ে গেল। সিংহটি নেকড়ের কাছ থেকে ভেড়াটা ছিনিয়ে নিল। নেকড়ে তখন কিছু করতে না

www.pathagar.com

পেরে দূর থেকে বেশ চেঁচিয়ে বলল—আমার জিনিস এমনি করে কেড়ে নেবার তোমার অধিকার নেই। সিংহ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল—তোমার জিনিস? তা কোনো বন্ধুর কাছ থেকে তুমি এটা উপহার পেয়েছো নিশ্চয়ই, তাই না? এই না বলে, সিংহ নেকড়ের সামনেই ভেড়াটার সদ্‌গতি করতে লাগলো।

■ *উপদেশ : বাটপাররাই চোরকে দোষ দেয়।*

ইঁদুর ও নেউলের গল্প

একদা এক দেশে একদল নেউল বাস করতো। সেই দেশেই একদল ইঁদুরও বাস করতো। কিন্তু ওদের মধ্যে শান্তি ছিল না। সবসময় ওদের মধ্যে কলহ আর মারামারি লেগেই থাকতো। মারামারিতে প্রায়ই ইঁদুরের দল নেউলদের দলের কাছে হেরে ভূত হতো।

ইঁদুরের দল এই পরাজয়ের কারণ খুঁজে বার করার জন্যে এক জরুরি সভা ডাক্‌লো। সেই সভায় ছোট বড়, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সব ইঁদুরই উপস্থিত ছিল। অবশেষে সভায় স্থির সিদ্ধান্ত হল, তাদের দলে কোনো সর্দার নেই বলে তাদের বার বার হেরে যেতে হচ্ছে।

এই সভাতেই কয়েকজন জোয়ান তাগড়া ইঁদুরকে তাদের দলকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে সেই সেই ভাগের সর্দার নির্বাচন করা হল। কিন্তু সব ইঁদুরই তো একরকম দেখতে! তাই দলের সর্দারকে সাধারণ ইঁদুররা চিনবে কি করে?

অনেক ভেবে-চিন্তে কিছু কিছু শিং তৈরি করা হল। আর সেই শিংগুলি এঁটে দেওয়া হল সর্দারদের মাথায়।

এরপর আবার যখন নেউলদের সঙ্গে ইঁদুরদের খুব বড় একটা লড়াই বেধে গেল তখন সেই লড়াইয়েও নেউলদের তাড়া খেয়ে বহু ইঁদুর হতাহত হয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। অন্যসব ইঁদুর চটপট করে তাদের গর্তে ঢুকে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ফেলল। কিন্তু যেসব সর্দার ইঁদুরদের মাথায় শিং লাগানো ছিল তারা ঐ শিং-এর জন্যে গর্তে ঢুকতে পারলো না। ফলে নেউলরা এসে তাদের অনায়াসে হত্যা করল।

■ *উপদেশ : নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতি উচ্চধারণা বিপদ ডেকে আনে।*

www.pathagar.com

একটি ইঁদুর ও সাপ এবং নেউলের গল্প

একদা এক গর্তে একটি ইঁদুর থাকতো। একদিন এক নেউল সেই গর্তের সামনে হাজির হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে যেন একটি সাপও সেখানে হাজির হ'লো। তারা দু'জনেই ইঁদুরের সন্ধানে এসেছিল। কিন্তু দেখা গেল সাপে আর নেউলে লড়াই বেধে গেল। তাদের কাররই আর ইঁদুরকে মারার কথা মনে রইল না। গর্তের ইঁদুর এদের যুদ্ধে ব্যস্ত দেখে তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এল। অমনি সাপ আর নেউল লড়াই থামিয়ে নিজেদের ঝগড়া ভুলে দু'জনেই ইঁদুরটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও এরকমটা প্রায়ই দেখা যায়। বিরোধরত দুইদল যখন দেখে তাদের সাধারণ বিপক্ষ কোনও দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন তারা নিজেদের বিবাদ ভুলে ঐ বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করে।

■ *উপদেশ : জাতশত্রুরাও স্বার্থের জন্যে পরস্পরে জোট বাঁধে।*

একটি দাঁড়কাক ও অন্য কাকেরা

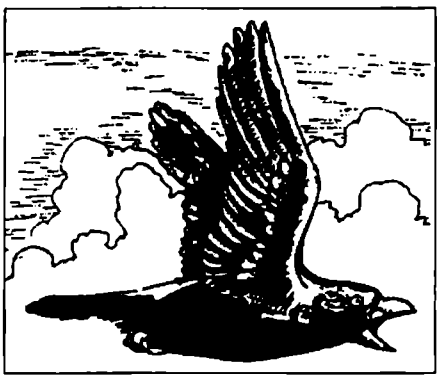

এক ছিল দাঁড়কাক। নিজের জাতভাইদের চেয়ে সে ছিল বেশ জমকালো আর বড়সড় দেখতে। তাই সে একদিন জাতভাইদের অবহেলা করে বড় কাকদের কাছে গেল। গিয়ে বললো—ভাই আমি তোমাদেরই একজন, আমাকে তোমাদের দলে নাও।

কাকের দল দেখল তাদের সঙ্গে এর কোন কিছুতেই মিল নেই, না চেহারায়, না গলার স্বরে। অতএব কাকের দল, দাঁড়কাককে বলল—যাও যাও, দূর হও এখান থেকে—মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ না করে এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়।

কাকের দলের কাছে আঘাত পেয়ে দাঁড়কাকটা যখন তার জাতভাইদের কাছে ফিরে এল, তখন তারাও তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। জাতভাইরা বলল, তুমি আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, ঘৃণা করে ত্যাগ করে গিয়েছিলে আবার আমাদের কাছে এসেছ, তোমার লজ্জা করছে না? দূর হয়ে যাও আমাদের সামনে থেকে!

■ *উপদেশ : নিজের বংশ পরিচয় দিতে কোনো সঙ্কোচ করতে নেই।*

www.pathagar.com

সিংহ, ছাগল আর ষাঁড়ের গল্প

এক ছিল ষাঁড়। তার গায়ে ছিল প্রচুর জোর। ইচ্ছেমত যত্রতত্র সে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। সেই বনে থাকত এক সিংহ। সে একদিন ষাঁড়টাকে দূর থেকে দেখে আক্রমণ করল। তখন ষাঁড়টা প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। ছুটতে ছুটতে একটা গুহার মধ্যে ষাঁড়টা ঢুকে পড়ল। কিন্তু তাহলে কি হবে! সেই গুহার মধ্যে অনেকগুলি বুনো রামছাগল ছিল। ষাঁড় গুহার ভেতরে ঢুকতেই ঐ বুনো রামছাগলরা ষাঁড়টাকে শিং দিয়ে গুঁতোতে লাগল।

ষাঁড় তখন বাধ্য হয়ে বলল—তোমরা যেন মনে কোর না, তোমাদের ভয়ে আমি তোমাদের শিং-এর গুঁতো সহ্য করছি। আসলে একটা বিরাট সিংহ গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে ধরবে বলে। সে যে কোন মুহূর্তে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে!

■ *উপদেশ : অধিকতর বলশালীর ভয়ে ভীত ব্যক্তিকে অনেক সময় দুর্বলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে হয়।*

অভিজ্ঞতা

একদা এক মাঠের পাশে একটা খাবার বাড়ি ছিল। খাবার বাড়ির সামনে একটা কুকুর ঘুমাচ্ছিল। তাকে ঐরকমভাবে ঘুমোতে দেখে পা টিপে টিপে এক নেকড়ে এগিয়ে এল তাকে ধরে খাওয়ার জন্য। কুকুরটা ততোক্ষণে জেগে গেছে। নেকড়েটা সবে তার গায়ে কামড় বসাতে যাচ্ছে এমন সময় কুকুরটা একলাফে তার থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে বলল—শোন একটা ভাল কথা তোমাকে বলি। আমাকে এখন খেয়ে তোমার তেমন সুবিধে হবে না! আমি বড্ড রোগা হয়ে গেছি। পেটে বহু দিন ভালমন্দ পড়েনি। তাই আমাকে খেয়ে তোমার পেটও ভরবে না। আমার মালিকের বাড়িতে আজ মহাভোজ হবে, আর সেই ভোজের খাবার খেয়ে একটু মোটাসোটা হয়ে নিই আমি। তারপর এসে আমাকে খেও, তাতে মজা পাবে, পেটও বেশ ভরবে তোমার। কুকুরের এই কথা শুনে নেকড়ে তখন আর তাকে না খেয়ে চলে গেল।

পরদিন কুকুরের ভোজ খাওয়া হয়ে গেছে ভেবে আবার সেই নেকড়ে এল। এসে দেখল কুকুরটা খামার বাড়ির ছাদের ওপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে তখন কুকুরটাকে ডেকে বলল—আমি এসে গেছি, এবার তুমি নেমে এস। আমাদের চুক্তিমত কাজ কর।

কুকুরটা তখন হাসতে হাসতে বলল, নিচে মাটিতে ঘুমন্ত অবস্থায় যদি আমাকে আবার কোনোদিন খেতে আস তাহলে আমার ভোজ খাওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে যেও না।

■ *উপদেশ : অভিজ্ঞ লোকেরা বিপদে পড়ে বুদ্ধির জোরে রক্ষা পায়।*

www.pathagar.com

শিকারী কুকুর

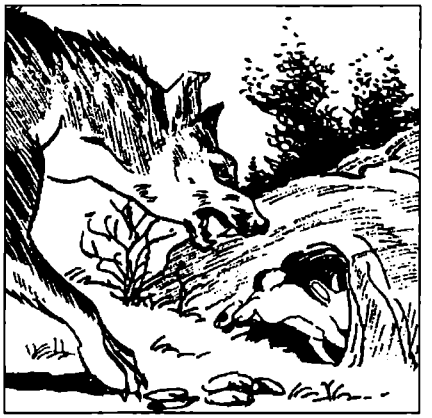

এক রাখালের এক শিকারী কুকুর ছিল। একদিন রাখাল কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিল। হঠাৎ শিকারী কুকুরটা একটা খরগোশকে পাশের একটা ঝোপের মধ্যে দেখতে পেল। আর দেখামাত্রই শিকারী কুকুরটা তাকে তাড়া করল। এবং খরগোশও কুকুরকে দেখতে পেয়েই দিল ছুট্। কুকুরও ছটছে, খরগোশও ছুটছে। খরগোশও ছুটছে আর কুকুরও ছুটছে। কিন্তু ছুটলে হবে কী! খরগোশ চোখের নিমেষে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

রাখালটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ সব দেখছিল। কুকুরটা খরগোশটাকে ধরতে পারল না দেখে সে তাকে ব্যঙ্গ করে বলল—খুব বাহাদুর, অমনি একটা ক্ষুদ্র জীব খরগোশ, তার সঙ্গেও ছুটে এঁটে উঠতে পারলে না তুমি?

কুকুরটি এই ঠাট্টা হজম করে হেসে উত্তর দিল, ভায়া বুঝলে না তো—খরগোশটা ছুটেছিল প্রাণের দায়ে আর আমি ছুটেছিলাম শিকার করতে। তাই এই দুরকম ছোটায় বড় তফাৎ।

■ *উপদেশ : শিকারের প্রয়োজনের চেয়ে প্রাণরক্ষার প্রয়োজন অনেক বেশি।*

পিঁপড়ে কেন চুরি করে?

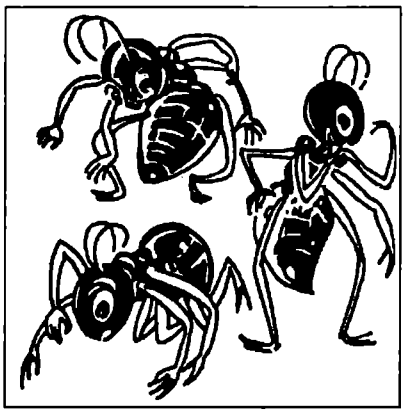

পিঁপড়েরা আগে এমন চোর ছিল না। প্রথম দিকটায় তারা মানুষের মতই ব্যবহার করতো। মানুষের মতই চাষবাস করত এবং সৎ জীবন-যাপন করত। কিন্তু তারা নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ জিনিসে সন্তুষ্ট না থেকে লোভে পড়ে অপরের দ্রব্য চুরি করতে শুরু করল।

দেবতা জিউস তাদের এই মতিগতি দেখে তাদেরকে—আমরা এখন যে ছোট ছোট পিঁপড়ে দেখি সেই কীট-এ পরিণত করলেন।

পিঁপড়েদের দেহ পাল্টে গেল। তবুও তাদের স্বভাব পাল্টালো না—এদিকে ওদিকে ঘুরে ফিরে এখনও তারা সেই আগের স্বভাব মতই অপরের শ্রমলব্ধ যব-গমের দানা, চিনি, গুড় সব চুরি করে নিজের বাসায় নিয়ে যায়।

■ *উপদেশ : শাস্তি পেলেও দুর্জনদের স্বভাব বদলায় না।*

ফেরিওয়ালা

একবার একটা লোক একদিন দেবতা হারমিসের একটা কাঠের মূর্তি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে এল। কিন্তু কেউই কিনল না সেটা, ফলে মূর্তিটা বিক্রি হল না। লোকটি তখন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশ জোর গলায় বলতে

www.pathagar.com

শুরু করল—বন্ধুগণ! আজ আমি যে দেবতার মূর্তি বিক্রি করতে এসেছি, তিনি সর্বকালের সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করেন। সকলের দুঃখ কষ্ট দূর করেন। সমৃদ্ধি এনে দেন। তাঁকে আপনারা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে ঘরে প্রতিষ্ঠা করুন। তাতে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল ও মঙ্গল হবে।

হঠাৎ পথ চলতি একটি লোক এইসব শুনে বলে উঠল—তাই যদি হয় তাহলে তুমি এই মূর্তি বিক্রি করতে এনেছো কেন? বিক্রি না করে ঘরে রাখলেই তো বুদ্ধির কাজ করতে। এই মূর্তির সাহায্যে তোমার অনেক লাভ হতো, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হতো!

বিক্রেতা লোকটা উত্তর দিল—আমার যে নগদ অর্থের দরকার তাই, আর তা জোগাড় করে দিতে এর অনেক সময় লাগে।

■ *উপদেশ : আগে অর্থ না হলে ধর্ম হয় না।*

নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাতে গেলে

একদা এক দেশে এক ডাকাত ছিল। সে একবার একটা লোককে খুন করে ফেলল। আশেপাশের লোকেরা ডাকাতটাকে ধরতে গেলে সে ছুটে পালিয়ে গেল। পথে যে সব লোক ডাকাতটার সামনে পড়ল তারা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার হাতে ঐ লাল লাল দাগ কীসের?

ডাকাতটি চপপট উত্তর দিল—ও, কিছু না! এইমাত্র আমি তুঁতগাছ থেকে নেমে এলাম কিনা তাই!

যে লোকগুলো তার পিছু পিছু ধাওয়া করে আসছিল তারা ততোক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেল। অতএব ডাকাতটা আর পালাতে পারল না। তারা তার দেহে একটা ধারাল গোঁজ পুঁতে তাকে তুঁতগাছ ঝুলিয়ে দিল!

তুঁতগাছটি তখন মৃত্যু পথযাত্রী ডাকাতকে বলল—তোমাকে মৃত্যু দণ্ড দিতে সাহায্য করার জন্যে আমার কিছুমাত্র আফসোস নেই, কারণ নিজে খুন করে হাতের রক্ত তুমি আমার গায়ের রক্ত হিসেবেই চালাতে চেয়েছিলে।

■ *উপদেশ : ভাল লোকের গায়ে কাদা ছিটোতে গেলে সেও তোমায় ছেড়ে কথা বলবে না।*

বুঝতে পারিনি

একদা এক ডাঁশ ছিল। সে একদিন উড়ে এসে বসল এক ষাঁড়ের শিং-এর উপর। কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকবার পর ডাঁশটি ষাঁড়কে বলল—ভাই, তোমার শিং-এ আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? আমি কি এখন উড়ে চলে যাব?

www.pathagar.com

ষাঁড়টি তখন গম্ভীর স্বরে বলল—কে তুমি? আর কখনই বা তুমি আমার শিং-এর ওপরে এসে বসেছো? টের পাইনি তো!

■ *উপদেশ : তুচ্ছ ব্যক্তিদের থাকা না থাকায় কিছুই যায় আসে না।*

পশু ও মানুষ

দেবতা জিউসের আদেশে প্রমিথিউস পৃথিবীতে পশু ও মানুষ দুই-ই সৃষ্টি করলেন। কিন্তু পশুর সংখ্যা বেড়ে গেল। দেবতা জিউস তখন প্রমিথিউসকে বললেন—পশুর সংখ্যা বড় বেশি হয়ে গেছে! এদের কিছু সংখ্যককে তুমি মানুষে পরিণত কর।

দেবতা জিউসের কথামত প্রমিথিউস কিছু পশুকে মানুষ করে দিলেন। ফলে পশু থেকে মানুষ হল। আর তাদের চেহারা মানুষের মত হলেও প্রকৃতি ও আচার-আচরণ তাদের পশুর মতই রয়ে গেল।

ফলে সেই সব পশু স্বভাবের মানুষ পৃথিবীতে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

■ *উপদেশ : পশু স্বভাবের মানুষের থেকে মানুষকে দূরে থাকতে হয়।*

কোকিল ডাকলেই বসন্ত আসে না

একদা এক দেশে এক তরুণ বাস করত। তার নাম ছিল প্লুকোস। সে ছিল ভবঘুরে আর উড়নচন্ডী। সে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি কিছু পেয়েছিল। কিন্তু সে সব ফুঁকে উড়িয়ে দিয়েছিল অল্পদিনের মধ্যেই। অবশেষে তার ওড়াতে বাকী ছিল পরনের শুধুমাত্র একটা জামা।

একবার একটা সোয়ালো পাখি কি করে যেন বসন্তকাল আসার আগেই তার নজরে এল। তাকে দেখে উড়নচন্ডী তরুণটি মনে করল এই তো গরম কাল এসে গেল, আর জামার দরকার কি? এই ভেবে সে জামাটাও বেঁচে দিল।

এরপর যথারীতি শীত জেঁকে বসল। চারিদিক অমনি বরফে ছেয়ে গেল। তরুণটি পথে যেতে যেতে দেখল সেই সোয়ালোটা ঠাণ্ডায় জমে মরে পড়ে রয়েছে। তরুণটি তাকে ঐ অবস্থায় দেখেই বলে উঠল হতভাগা, তুইও মরলি, আর আমাকেও মেরে গেলি!

■ *উপদেশ : সময় বুঝে সব কাজ করতে হয়। না হ'লে পদে পদে বিপদে পড়তে হয়।*

www.pathagar.com

উট ও মানুষ

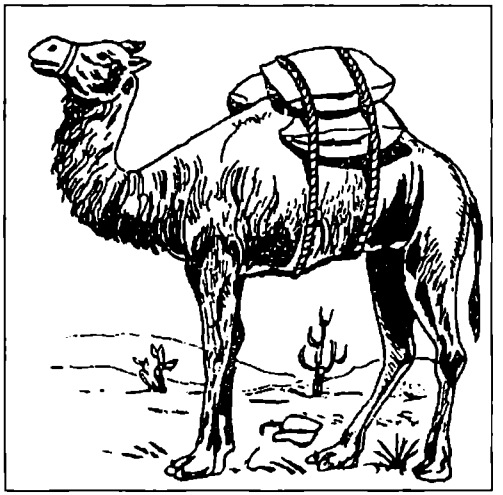

মানুষ যখন প্রথম উট দেখল তখন আঁৎকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। উটের বিরাট বড় দেহ দেখে তাদের কি ভয়টাই না হয়েছিল। ভয়ে তারা তার কাছ থেকে দৌড়ে পালাল। পরে যখন মানুষ বুঝল একে দেখে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, বড় নিরীহ প্রাণী, তখন তারা নির্ভয়ে উটের কাছে এগিয়ে এল। ক্রমে মানুষ আরও বুঝতে পারল এই প্রাণীটির রাগটাগ বলেও কিছু নেই। তখন তারা একে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, এর নাকে দড়ি লাগিয়ে পিঠে জিন চড়িয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের তার ওপর বসিয়ে ঘুরে বেড়াতে পাঠাল।

■ *উপদেশ : অন্তরঙ্গতা ভয় দূর করে।*

মধুর কলস ও মাছি

একজন দোকানদার বিক্রি করবার জন্যে একটা কলসীতে মধু রেখেছিল। কি করে কখন যেন মধুর কলসীটা উল্টে গেল। আর সব মধুটাই গড়িয়ে, ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মধুর গন্ধ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে সেই মধু খাওয়া শুরু করল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, নড়বার নাম নেই। পেট ভরে মাছিরা মধু খেতে লাগল। আর শেষ ফোঁটা যখন খাওয়া হয়ে গেল তখন উড়তে গিয়ে আর উড়তে পারল না তারা। কারণ অনেকক্ষণ মধুর ওপর বসে থাকায় তাদের পা মধুতে আটকে গেছে! এবার কী দশা তাদের হবে তা বুঝতে পেরে তারা আফসোস করতে লাগল, কী মূর্খ আমরা, মধু খাবার লোভে শেষে প্রাণ হারালাম!

■ *উপদেশ : ক্ষণিক সুখে মত্ত হলে পরিণাম ভয়াবহ হয়।*

ভেড়ার পাল ও নেকড়ে বাঘ

একদা এক মাঠে অনেকগুলি ভেড়া চরে বেড়াত। আর সেই ভেড়াদের পাহারা দিত কয়েকটা তেজী কুকুর। নেকড়েরা দূর থেকে দেখে কুকুরের ভয়ে আর তাদের কাছে আসতে সাহস পেত না। মনে মনে বড় ক্ষোভ তাদের। একদিন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—ঐ কুকুর ক'টাই আমাদের শত্রু, কোনোরকমে ওদের সরাতে পারলেই ব্যাস, আমাদের কেল্লা ফতে। কিন্তু কি করে সরানো যায়? সব সময়েই যে তারা ভেড়াগুলোর কাছে কাছে থাকে!

নেকড়েদের যখন এইরকম মনের অবস্থা তখন কয়েকটা ভেড়াকে একান্তে পেয়ে বলল—ভাইরা, তোমরা আমাদের থেকে অমন দূরে দূরে থাক কেন বল তো? আমরা তো তোমাদের সঙ্গে ভাব করতেই চাই! পারি না, কেবল ঐ শত্রু কুকুর

www.pathagar.com

ক'টার জন্যে। ওরা আমাদের দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে। আর তা শুনলেই আমাদের দারুণ রাগ হয়ে যায়। ওদের বিদায় করে দাও ভাইরা, তাহলেই দেখবে তোমাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। ভেবে দেখো, কাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব রাখা লাভের—ওরা আর কয়টি! ভাল করে দেখো, আমাদের দল কতো বড়। আমাদের অনুরোধ তোমাদের জাত ভাইদের কাছে গিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে বলো—দেখবে, বললেই তারা বুঝবে।

বোকা ভেড়াগুলো, নেকড়েদের কথায় ভুলে কুকুরগুলোকে বিদায় করে দিল।

এবার! এবার নেকড়েদের রাস্তা পরিষ্কার। নেকড়েরা ভেড়াগুলোকে এবার রক্ষকহীন অবস্থায় পেয়ে নিজেদের খুশিমত এক এক করে খেয়ে ফেলল।

■ *উপদেশ : শত্রুর কথায় ভুলে বন্ধুদের বিদায় করতে নেই।*

আঙুরলতা ও এক হরিণ

এক বনে একদা এক হরিণ থাকতো। সে একদিন এক ব্যাধের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে পাশের এক আঙুরের ক্ষেত পেয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। হরিণ ভাবল—লতা-পাতার আড়ালে তাকে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাধও তাকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে না। এইরকম ভেবে সে নিশ্চিন্ত মনে আঙুর লতা খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে ব্যাধটি ঐ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পাতা খাওয়ার শব্দ শুনে সেই দিকে তীর ছুঁড়ল। সেই তীরের ঘায়েই হরিণ মারা গেল। মরবার সময় হরিণ আফসোস করে বলল—যারা আমায় আশ্রয় দিয়েছিল—লুকিয়ে রেখেছিল—আমি কিনা এমনই অকৃতজ্ঞ যে তাদেরই ক্ষতি করতে শুরু করেছিলাম, আর তাই তো হাতে হাতেই প্রতিফল পেয়ে গেলাম।

■ *উপদেশ : আশ্রয়দাতার অপকার করতে গেলে নিজেরই ক্ষতি হয়।*

ইঁদুরের পরামর্শ

এক জায়গায় একদল ইঁদুর বাস করতো। আর সেখানে থাকত একটি হুলো বেড়াল। বিড়ালের অত্যাচারে ইঁদুরেরা একসময় খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। একটা কিছু উপায় না করলে এবার বুঝি তাদের ঝাড়ে বংশে নির্মূল হতে হয়। এখন কি করা যায়—তাই ঠিক করতে এক সভা বসল ইঁদুরদের। সে সভায় উপায় বাতলাতে যার যা মনে এল সে তাই বলে গেল, কিন্তু কার প্রস্তাবই তেমন মনঃপূত হল না। অবশেষে এক বিজ্ঞ ইঁদুর বলল, আমি বলি কি—ঐ বিড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হোক—তাহলে ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই আমরা সাবধান হয়ে যাব।

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবে সকল ইঁদুরই রাজি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এতোক্ষণ এক বৃদ্ধ ইঁদুর চুপ করে বসে বসে সব শুনছিল। কিন্তু এবার আর সে চুপ করে থাকতে পারল না। বৃদ্ধ ইঁদুরটি বলল—আমার প্রবীণ বিজ্ঞ বন্ধু যা বললেন—সে খুবই বুদ্ধির কথা বটে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিতে পারলে আমাদের ইষ্ট সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে—ঐ ঘণ্টাটা বিড়ালের গলায় কে বাঁধতে যাবে?

বৃদ্ধ ইঁদুরটির কথা শুনে ইঁদুররা আর কোনো উত্তর দিতে না পেরে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

■ *উপদেশ : কোনো বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়ার চেয়ে বিষয়টাকে বাস্তবে রূপায়িত করা বেশি কঠিন।*

ঘোড়ার ছায়া

এক দেশে এক ব্যক্তির একটা ঘোড়া ছিল। লোকটি ঐ ঘোড়া ভাড়া দিয়ে সংসার চালাত। গ্রীষ্মকালে একদিন একটা লোক পথ চলতে চলতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঐ ঘোড়াটা ভাড়া করল। ঘোড়া তো ভাড়া করল এবং তার উপরে কিছুক্ষণ চড়ে প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ সহ্য করতে না পেরে ঘোড়া থেকে নেমে তার ছায়ায় বসল।

এই দেখে যার ঘোড়া সে এগিয়ে এসে বলল, এ কী, তুমি আমার ঘোড়ার ছায়ায় বসছো কেন, সরো, সরো, এ আমার ঘোড়া-এর ছায়ায় আমি বসবো।

যে ঘোড়া ভাড়া নিয়েছিল সে বলল—বাঃ রে, সারা দিনের জন্যে আমি তোমার ঘোড়া ভাড়া নিয়েছি আমি বসবো না তো ছায়ায় তুমি বসবে?

যার ঘোড়া সে বলল—ঘোড়া তোমায় ভাড়া দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু তার ছায়া তো ভাড়া দিইনি। এমনি দু'জন কথা কাটাকাটি করতে করতে শেষে মারামারি শুরু করলো। আর সেই ফাঁকে ঘোড়া সেখান থেকে দিল ছুট। এরপর অনেক খুঁজেও ঘোড়াটার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

■ *উপদেশ : অনেক তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে প্রচুর ক্ষতি হয়ে যায়।*

ছাগল আর বাঘের গল্প

এক যে ছিল বাঘ। বাঘটা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে দেখল ঐ পাহাড়ের ওপরে এক উঁচু জায়গায় একটা ছাগল চলছে। বাঘের পক্ষে অতো উঁচুতে উঠে ছাগলটাকে ধরা সম্ভব ছিল না। বাঘ মনে মনে এক কৌশল অবলম্বন করল। বাঘটা নিচে থেকে মিষ্টি স্বরে বলল—ও ভাই, ভাই ছাগল, তুমি অতো উঁচুতে উঠেছো কেন ভাই, যদি পড়ে যাও মারা পড়বে। তাছাড়া ওখানকার ঘাসও

www.pathagar.com

তো ভাল নয়, এই এখানে, মানে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি—এখানের ঘাসগুলো যেমন নরম আর তেমন মিষ্টি। আর এখানে তো পড়ে যাওয়ার ভয় নেই ভাই। তাই বলছি—তোমার ভালর জন্যই বলছি, তুমি নিচে নেমে এসো।

ছাগলটি সবিনয়ে বলল—মাফ্ কর দাদা, আমি নিচে যেতে পারব না। আমার বুঝতে বাকি নেই—আমার আহারের জন্যে নয়, তোমার নিজের আহারের জন্যেই আমায় নিচে নেমে আসতে বলছ।

■ *উপদেশ : দুর্বৃত্তের কপট আচরণও ধরা পড়ে যায় সেয়ানার কাছে।*

এক পাখি আর ব্যাধ

একবার এক ব্যাধের ফাঁদে এক পাখি ধরা পড়ল। ধরা পড়ার পর পাখিটা ব্যাধকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগল, ভাই, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমার অনেক কাজ আছে। আমি শপথ করে বলছি, তুমি যদি আজ আমায় ছেড়ে দাও তাহ'লে আমি আরও অনেক পাখিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে তোমার ফাঁদে ফেলবো। ভেবে দেখো বন্ধু, এতে তোমার কত লাভ—একটি পাখির বদলে তুমি কত পাখি পেয়ে যাবে!

ব্যাধ উত্তরে বলল হুঁ, তোমার কথা শুনলাম। শুধু এই জন্যেই তোমায় আমি ছাড়ব না। যে নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সর্বনাশ করতে পারে তার মৃত্যু হলেই জগতের মঙ্গল।

■ *উপদেশ : নিজের তুচ্ছ প্রাণের জন্যে অন্য দশজনের প্রাণ বলি দেবার কথা যে বলে তার দোষ ক্ষমার অযোগ্য।*

পিছু লাগার ফল

একদা এক শিকারী কুকুর ছিল। শিকারী কুকুরটি এক সিংহের পেছন পেছন যাচ্ছিল, কিন্তু সিংহটা তার দিকে ফিরে যেই গর্জন করে উঠল অমনি সে ভয় পেয়ে সরে পড়ল। এক খেঁকশিয়াল তাই না দেখে কুকুরটাকে বলল—অপদার্থ, তুমি সিংহের পিছনে লাগতে যাচ্ছিলে, কিন্তু তার গর্জন সইতে পারলে না?

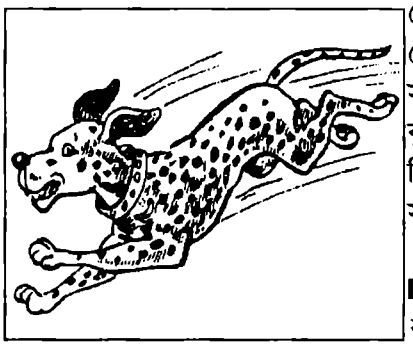

■ *উপদেশ : নিজের ক্ষমতার বাইরে কাজ করতে গেলে বিপদই ডেকে আনা হয়।*

www.pathagar.com

প্রকৃত বন্ধু

দুই বন্ধু ছিল। দু'জনেরই গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তারা বেড়াতে বেরিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে তারা এক জঙ্গলের কাছে এসে পড়ল আর দুই বন্ধুকে দেখে একটা ভালুক সেই জঙ্গলটা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল। দুইবন্ধু ভালুকটাকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। দু'জনের মধ্যে একজন চট্‌পট একটা গাছে উঠে লুকিয়ে পড়ল। অপর বন্ধুটি গাছে ওঠা জানতো না। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। তার বন্ধুটি তার কথা না ভেবে নিজের প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠে পড়েছিল। এখন তাকে নির্ঘাৎ ভালুকের হাতে প্রাণ হারাতে হবে। অগত্যা তার আর কোনো উপায় নেই দেখে মরার ভাণ করে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল। কারণ সে শুনেছিল ভালুকরা না কি মরা মানুষ ছোঁয় না। ভালুক এবার মাটিতে শোওয়া লোকটির কাছে এসে গেল। লোকটি তখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে মরার মত সেখানে পড়ে রইল। ভালুকটি কিছুক্ষণ শোঁকার পর লোকটাকে মরা মনে করে সেখান থেকে চলে গেল।

ভালুকটা চলে যেতেই যে বন্ধুটি গাছে উঠে লুকিয়েছিল সে গাছ থেকে নেমে এসে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলে, ভালুকটা তোমার কানে কানে কী যেন বলে গেল,—কী বললো ভাই?

বন্ধুটি চট্‌পট্ উত্তর দিল, ও বলে গেল, যে বন্ধু তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে পালায়, তাকে আর কোনোদিন বিশ্বাস কোরো না। তার সঙ্গে বেড়াতে বেরিও না।

■ *উপদেশ : বিপদেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।*

বিড়ালের বাচ্চা

একদা এক ধনী ভদ্রলোক ছিল। তাঁর যেমন ধন-সম্পত্তি ছিল ঠিক তেমনি তিনি জনসাধারণের বিনোদনের জন্যে প্রচুর অর্থ খরচ করতেন। প্রতি বৎসরই তিনি নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।

একদিন সেই ধনী ব্যক্তিটি লোক দিয়ে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে—এবার তিনি এমন সব তাজ্জব ও অদ্ভুত জিনিস দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন যে যা এর আগে কেউ দেখেনি। আর এই অদ্ভুত মজার অনুষ্ঠানে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যে সবচেয়ে অদ্ভুত ও মজার কিছু দেখাতে পারবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

এই ঘোষণা শুনে দেশের নানা প্রান্ত থেকে অপেশাদার ও পেশাদার প্রচুর মানুষ এল। তাদের ইচ্ছে অপরকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে নাম কিনবে।

একজন বিখ্যাত হাস্যকৌতুককারী হরবোলাও এল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। সে এসে বলল, এমন খেলা সে দেখাবে যে সেরকমটা এর আগে আর কেউ কখনও দেখেনি।

প্রতিযোগিতা শুরু হল। সেই অনুষ্ঠানে এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে তিল ধারণেরও জায়গা ছিল না। অনুষ্ঠান শুরু হতেই চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

সেই হাস্যকৌতুককারী হরবোলাটি হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে উঠে তার মাথাটা নিচু করে উপরকার জামার ভাঁজের মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে এমন শব্দ করতে লাগল যে শুনে সকলেরই মনে হল ঠিক যেন একটা বিড়াল বাচ্চা মিঁউ মিঁউ করছে।

সকলেই তখন এক বাক্যে বলে উঠল, এটা ওর চালাকি। ও নিশ্চয়ই ওর পোশাকের মধ্যে বিড়াল বাচ্চা লুকিয়ে রেখেছে—এ যে সত্যিকারের বিড়াল বাচ্চার ডাক। অতএব দর্শকদের অনুরোধে তারা সারা শরীরে তল্লাশি চালানো হল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পাওয়া গেল না তার পোশাকের ভেতর থেকে।

দর্শকদের মধ্যে একটি চালাক লোক ছিল। সে অমনি বলে উঠল, এ আর কি, এর চেয়ে আমি আরও অনেক ভাল পারি। আপনারা অনুমতি দিলে কালই—উনিও আসুন, আমিও প্রস্তুত হয়ে আসবো। দেখবেন কার ডাক আসল বিড়াল ছানার মত।

অতএব তাই-ই স্থির হল।

পরদিন একেবারে ভেঙে পড়ল লোক। যথাসময়ে দুই প্রতিযোগীই মঞ্চে হাজির। সেই হরবোলাটিই প্রথম বাচ্চা বিড়ালের ডাক শোনাল। আর চারদিক তখন করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

এরপর সেই চালাক লোকটির পালা। মঞ্চের সামনে সে এগিয়ে এসে তার হাত দু'টো জামার ওপর এমনভাবে ধরল যে দেখে মনে হল জামার তলায় বুঝি সে কোনো বিড়াল ছানা লুকিয়ে রেখেছে। আগের দিন ঐ হরবোলা ভদ্রলোকটির জামাকাপড় খুঁজে যখন কিছু পাওয়া যায় নি তখন দর্শকরা মনে করল—এ লোকটারও এটা স্রেফ ভাঁওতা।

সে কিন্তু সত্যি সত্যিই জামার তলায় বিড়াল বাচ্চা লুকিয়ে এনেছিল। বাচ্চাটার পেটে চাপ দিতেই বিড়াল ছানাটা যন্ত্রণায় মিঁউ মিঁউ করে ডেকে উঠল মৃদু শব্দে। কিন্তু দর্শকরা হাততালি দিল না। সবাই বলতে লাগল এর চেয়ে হাস্যকৌতুককারীর ডাকই যেন বেশি আসলের মত শোনাল।

এই শুনে চালাক অথচ বুদ্ধু লোকটা আর রাগ সামলাতে পারল না। সে রেগেমেগে জামার তলা থেকে বিড়াল ছানাটিকে বার করে সবাইকে দেখিয়ে বলল, এই দেখো,—তবুও বলছ তোমরা ওর ডাক আসলের মত?

■ *উপদেশ : বদ্ধমূল ধারণা বদলানো কঠিন।*

শকুনি, সিংহ ও শূকর

একদা এক বনে এক সিংহ ছিল। সেই বনে অন্যান্য প্রাণীরাও সুখে বসবাস করত। গ্রীষ্মকাল এল। প্রচণ্ড গরম পড়ল। চারিদিকে কোথাও জল নেই। জঙ্গলের গাছপালারা সব শুকিয়ে যেতে লাগল। কোথাও কোথাও মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। চারিদিকে গরম হাওয়া বইছিল।

বনের প্রাণীরা খাবার জলের সন্ধানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জঙ্গল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট ঝরণা ছিল। একটি শূকর একদিন সেই ঝরণাটির সন্ধান পেল। অতএব তৃষ্ণার্ত শূকরটি মহা আনন্দে সেই ছোট্ট ঝরণার দিকে

www.pathagar.com

এগোতে থাকল। আর যেই না ঝরণার জলে সে মুখ দিতে গেল, হঠাৎই সে লক্ষ্য করল ঝরণার জল যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এবং সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার বিপরীত দিক থেকে একটি সিংহ এই ঝরনাতেই জল খেতে আসছে। ক্রমে সে আরও কাছে এল। সিংহের খুব রাগ হল। সে হল বনের রাজা। তার আগে শূকরটা জল খাবে! কিছুতেই না। তাকে সে কিছুতেই এই ঝরণার জল খেতে দেবে না। তাছাড়া বনের রাজা সে। রাজার সঙ্গে একই জল কেউ খেতে পারে না। অতএব জল খাওয়া নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে দস্তুর মত লড়াই বেধে গেল। সে এক মারাত্মক লড়াই। অনেকক্ষণ ধরে সে লড়াই চলল। কেউই কাউকে হারাতে পারছিল না। তবে লড়াই করতে করতে দু'জনেই হাঁফিয়ে পড়ছিল। তাই একটু হাঁফ ছেড়ে নিতে গিয়ে উভয়েই লক্ষ্য করল যে, কোন্ ফাঁকে এক শকুনি তাদের থেকে একটু দূরে বসে অপেক্ষা করছে। কে আগে মরে। মরলেই তার মাংস খাবে। এই দেখে সিংহ আর শূকর একটু থম্‌কে গেল। শকুনির পেটে যাওয়ার চেয়ে ঝগড়া বন্ধ করাই ভাল। ঝগড়া করে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ হবে না। মাঝখান থেকে শকুনের লাভ হবে। তারা একটু থেমে কি যেন ভাবতে লাগল। শকুনিকে দেখে ওদের দু'জনেরই মনে শুভ বুদ্ধির উদয় হল। তারা স্থির করলো আর নয়। অতএব সিংহ শূকরকে প্রস্তাব দিল ভাই, আমরা আর ঝগড়া বিবাদ করব না। মারামারি করে আমাদের মধ্যে যে কেউ মরলে ঐ শকুনেরই লাভ হবে। আমাদের সে তখন মজা করে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাবে। সেটি আমরা হতে দেব না। তার চেয়ে, ভাই শূকর, এসো আমরা বিবাদ মিটিয়ে নিই। তুমি তো আগে ঝরনার জল খেতে এসেছ, তাই তুমি ভাই, আগে জল পান কর। আমি পরে এসেছি, তাই পরে জল পান করব। শূকরটি সিংহকে বলল, আপনি রাজার মতই আচরণ করলেন। তাই আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আপনি বনের রাজা। রাজাকে সম্মান জানাতে হয়। তাই আমার অনুরোধ রাজা হিসেবে আপনি প্রথম জলপান করুন, তারপর আমি আপনার প্রসাদ গ্রহণ করব। শূকরটি এইভাবে বনের রাজাকে যখন বলছিল তখন শকুনটি সব শুনে ভাবল, আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই, আজ তার কপাল মন্দ। এই ভেবে আর সেখানে সময় নষ্ট না করে শকুনিটি উড়ে চলে গেল।

■ *উপদেশ : দু'জনের কলহে তৃতীয় জনের লাভ হয়।*

এক বাঁদর ও জেলের দল

এক দল জেলে একটা বিরাট নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। অনেকক্ষণ ধরে তারা মাছ ধরবার পর ক্লান্ত হয়ে নদীর পাড়ে বিশ্রাম করতে লাগল। তারপর তারা নদীর ধারেই জাল-টাল রেখে একটু দূরে কিছু খেয়ে নিতে গেল।

www.pathagar.com

একটা বাঁদর এতক্ষণ একটা গাছের ডালে বসে এসব কিছু লক্ষ্য রাখছিল। বাঁদরটা মনে মনে নানারকম ফন্দি আঁটছিল। তারপর জেলেরা দূরে চলে যেতেই বাঁদরটা ঝুপ্ করে গাছের ডাল থেকে নেমে একেবারে জালটার কাছে চলে এল। জালটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল বাঁদরটা। তারপর তার হঠাৎ বুদ্ধি গজাল, সেও ঐ জেলেদের মত জাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরবে। অতএব যা ভাবা তাই কাজ। বাঁদরটা জাল নিয়ে জেলেদের নকল করে জাল ফেলতে যেতেই জালটা গেল তার সারা শরীরে জড়িয়ে। সে যতই ছাড়াতে চেষ্টা করল ততোই জাল জড়িয়ে যেতে লাগল আরও বেশি করে। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে এই বুঝি সে জাল শুদ্ধ জলে পড়ে ডুবে যায়। ফ্যাসাদে পড়া আর কাকে বলে! বাঁদরটি, তখন ক্ষোভে দুঃখে মনে মনে বলতে লাগল, ঠিক হয়েছে, উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার। জাল দিয়ে মাছ ধরা কি আমার কাজ! জাল ফেলা ভাল করে কখনও তো আমি শিখিনি! তাই আনাড়ীর মত জাল ফেলতে গিয়েই আমার এই শাস্তি হয়েছে।

ততোক্ষণে সেখানে জেলেরা এসে পড়ল।

■ *উপদেশ : যার কাজ তারই সাজে।*

সাপ ও জিউস

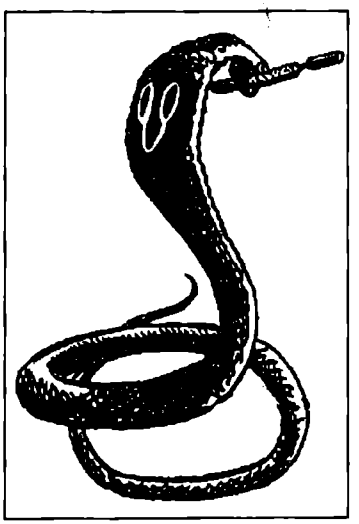

জীবজন্তুদের রাজা ছিলেন জিউস। খুব তাঁর নাম ডাক ছিল। একদা জিউস-এর বিয়ে ঠিক হল। চারদিকে যেন হৈ হৈ আর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। জিউস ও অন্যান্য সব দেবতারা বিয়ের উৎসবে মেতে রইলেন। এদিকে জিউস তার বিয়ে উপলক্ষে নানাদিক থেকে বিভিন্ন রকমের সব উপহার পেতে লাগলেন। সকল জীবজন্তুরাই জিউসকে সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়েছিল। বাকি রইল সাপের। সাপ ভাবল, তাই তো, তারও তো রাজাকে কিছু উপহার দেওয়া উচিত,—তাঁর এই শুভ ও আনন্দমুখর উৎসব উপলক্ষে। যা ভাবা তাই কাজ। কিন্তু কি দেবে সে উপহার? অবশেষে সাপ একটা গোলাপ ফুল মুখে করে গেল স্বর্গে জিউসকে উপহার দিতে। কিন্তু তা হ'লে কী হবে? সাপকে দেখেই জিউস বলে উঠলেন, না না, তোমার মুখ থেকে আমি কোনো কিছু নিতে পারব না।

■ *উপদেশ : দুষ্কৃতকারীর উপহারও বিষবৎ ত্যাগ করতে হয়।*

সাপ ও উখো

এক যে ছিল সাপ। সে ছিল খুব বোকা। একদা সে খাদ্য শিকার করতে বেরিয়েছিল। ক'দিন ধরে তার পেটে কিছু পড়েনি। আজ তাকে কিছু না কিছু শিকার করে খেতেই হবে। তার পেটটা ক্ষিধের জ্বালায় চোঁ চোঁ করছিল।

খাবার খুঁজতে খুঁজতে সে হয়রান হয়ে গেল। হঠাৎ তার একটি কামারশালের দিকে নজর পড়ল। সে ভাবল ঐখানেই তার ক্ষুধা মেটাবার জন্য খাবার পাওয়া

www.pathagar.com

যাবে। তাই সে কামারশালে ঢুকে কি খাওয়া যায়, কি খাওয়া যায়, খুঁজতে খুঁজতে একটা উখোতে কামড় দিল। উখো অমনি তাকে বলে উঠল, উজবুক, বোকা, আহাম্মক কোথাকার আমাকে কামড়াতে এসেছ তুমি! কামড়াবার আর লোক পেলে না! গর্দভ কোথাকার। আমি যে যত সব লোহার জিনিসে দাঁত বসাই। আমাকে কামড়ালে আমার কিছুই হবে না। পরন্তু তোমারই আঘাত লাগবে।

■ *উপদেশ : পাথরে কিল মারলে হাতে লাগবেই।*

দেখেশুনে লাফ

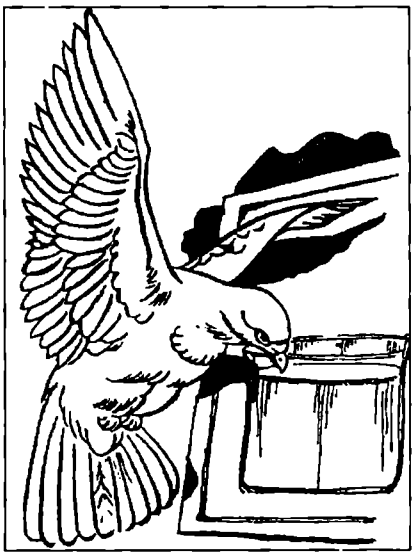

একটা দারুণ ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিটার বিষয়বস্তু ছিল—একটা কাঁচের পাত্রে জল। ছবি দেখে সকলেরই মনে হবে যে সত্যি সত্যিই কাঁচের পাত্রে জল রাখা হয়েছে। আঁকা ছবি প্রথমটায় মনেই হবে না।

এক ঘুঘু পাখি ছিল। একদিন ঘুঘুটির ভীষণ তেষ্টা পেল। সে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে চারিদিকে জল খুঁজছিল। হঠাৎ তার ঐ কাঁচের পাত্রে রাখা জলের দিকে নজর পড়ল। সে আড়াতাড়ি উড়ে গিয়ে পড়ল তা একেবারে ছবিটির ওপর এবং ছবিতে ধাক্কা খেয়ে ডানা মেলা অবস্থায় গড়িয়ে পড়ল সে মাটিতে। এতে সে দারুণভাবে জখম হল। সে আর উঠতে পারছিল না।

সহসা সেই রাস্তা দিয়ে এক পথিক যাচ্ছিল। সে মুমূর্ষু অবস্থায় ঐ ঘুঘুপাখিকে দেখতে পেল এবং সে ঐ অবস্থায় তাকে ধরে নিয়ে বাড়ি গেল।

■ *উপদেশ : লাফ দেওয়ার আগে, ভাল করে দেখে শুনে লাফ দিতে হয়।*

ষাঁড় আর ব্যাঙ

এক জলার ধারে এক ব্যাঙ পরিবার বাস করত। সেই ব্যাঙ পরিবারে অনেক বাচ্চা ছিল। একদিন একটি ব্যাঙের বাচ্চা জলার পাশে স্যাঁতসেঁতে মাঠে ঘুরতে গেছিল। সেই মাঠে তখন একটা ষাঁড় চলছিল। বিশাল ষাঁড়টাকে দেখে বাচ্চা ব্যাঙটি প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেল। পরে সাহস করে দূর থেকে তাকে ভাল করে দেখতে লাগল। আর যতই দেখতে লাগল ততোই অবাক হয়ে গেল। তারপর এক সময় সে ঘরে ফিরে এল।

ফিরে এসে ব্যাঙের বাচ্চাটি তার মাকে বলল,

www.pathagar.com

মা, মা, আজকে মাঠে আমি এক পেল্লায় জানোয়ার দেখে এলাম। সে যে কতো বড় আর কতো মোটা তা না দেখলে বিশ্বাসই হবে না তোমার।

ব্যাঙ বাচ্চাটির মা তখন একটু অহঙ্কারের স্বরে বলল—এ্যাঁ, কী বললি?—সে আমার চেয়েও বড়?

বাচ্চাটি একটু ব্যঙ্গ করে বলল—আরে, কি বলছ, মা, তুমি! সে তোমার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড়।

মা-ব্যাঙটি তখন তার পেটটা ফুলিয়ে বলল, এই এ্যাত বড়?

বাচ্চা ব্যাঙটি হো হো করে তাচ্ছিল্যের স্বরে হেসে বলল—হাসালে তুমি, মা, এ তার একশ ভাগের এক ভাগও না। মা-ব্যাঙটি তখন তার পেটটা আরও ফুলিয়ে বলল—চেয়ে দ্যাখ্ এবার, এত বড় নিশ্চয়ই নয়! বাচ্চা ব্যাঙটি তখন হাসতে হাসতে বলল—মা, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও তার মত বিরাট হতে পারবে না।

ব্যাঙ-বাচ্চাটির এই কথা শুনে মা-ব্যাঙ রেগেমেগে তার পেটটা আরও বড়, আরও বড় করে ফুলাতে যেতেই হঠাৎ ফটাস্ করে ফেটে গেল। আর পেট ফেটে যেতে মা ব্যাঙের সব নাড়িভুঁড়ি আর রক্তে জায়গায়টা ভরে গেল। মা-ব্যাঙটি মারা গেল।

■ উপদেশ : অহঙ্কার ও অনুকরণ অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে।

টেকোর দার্শনিকতা

একদা এক গ্রামে একজন ধনী লোক ছিল। তার ছিল প্রচুর ধনসম্পত্তি আর তার মাথায় ছিল মস্তবড় টাক। চুল-টুল একদম ছিল না। ফলে টাক মাথায় তার বাইরে বেরোতে খুবই লজ্জা লাগত। কিন্তু শুধুই ঘরে বসে থাকলে তো চলে না। তাই সে পরচুলা দিয়ে মাথা ঢাকা দিয়ে রাস্তায় বেরোতে লাগল। একদিন হয়েছে কি, ঘোড়ায় চড়ে সে যখন শহরের দিকে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় পরচুলোটা তার খসে পড়ল। আর তার মস্ত বড় টাকটা বেরিয়ে পড়ল।

আর সেখান দিয়ে তখন কয়েকজন লোক যাচ্ছিল। তারা ধনী লোকটির ঐ অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে উঠল।

ধনী লোকটি বুদ্ধিমান ছিল। এতে সে একটুও চটল না। না চটে সে ইচ্ছে করে নিজেই মুখ বিকৃত করে হাসতে হাসতে বলল—আমার নিজের মাথার চুলই আমি ধরে রাখতে পারি না, তা পরের মাথার চুল রাখবো কি করে বলো?

এই কথা শুনে পথচারীদের হাসি থেমে গেল। তারা ধনী ব্যক্তিটির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

■ *উপদেশ : লজ্জার ব্যাপার-স্যাপার হেসে উড়িয়ে দিতে হয়।*

www.pathagar.com

বুড়ো সিংহ আর সাকরেদ খেঁকশিয়াল

একদা এক বনে এক সিংহ ছিল। সিংহর অনেক বয়েস হয়েছিল, সে অসুস্থও ছিল। গুহা থেকে বেরোবার তার ক্ষমতা ছিল না। একদিন তার প্রিয় সাকরেদ খেঁকশিয়ালকে বলল—ভায়া, তুমি যদি আমায় বাঁচিয়ে রাখতে চাও তাহলে একটা উপায় বার কর। আর হ্যাঁ, এখনই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। শোন মন দিয়ে—এই বনে যে বড় হরিণটা আছে, নানা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিয়ে আসবে আমার একেবারে কাছে। বড় খিদে পেয়েছে আমার, তার মাংস আর কলজে খেতে পেলে, আমার জানটা বাঁচে। অগত্যা সিংহের কথায় শিয়াল বেরিয়ে পড়ল। সেই বড় হরিণটাকে খুঁজতে খুঁজতে অনেকক্ষণ পরে তার দেখাও পেয়ে গেল। সে তখন হরিণকে বলল—শোন ভাই, জবর এক সুখবর এনেছি তোমার জন্যে। হ্যাঁগো, আমি—আমি তোমার বন্ধু শিয়াল। চিন্‌তে পারছ না আমাকে! তুমি তো জানোই আমাদের এ বনের রাজা যে সিংহ, তার গুহার কাছাকাছি থাকি আমি। আমাদের রাজার ভারি অসুখ। বেশি দিন হয়ত বাঁচবেনও না। এক্কেবারে মরো মরো অবস্থা। এখন তার ভাবনা হয়েছে, তিনি চোখ বুঝলে এ বনের রাজা হবে কে? কাকে তিনি তাঁর এ রাজত্বটা দিয়ে যাবেন। তিনি অনেক ভেবে দেখেছেন, না—শূয়োরকে দেওয়া যায় না, ওর মাথায় গোবর পোরা, ভালুক! না না ব্যাটা একেবারে কুঁড়ের বাদশা। আর চিতা? ওর যা তিরিক্ষি মেজাজ! বাঘ, বাঘটা বেজায় ভবঘুরে। সুতরাং এদের কাউকেই বনের রাজা করা যায় না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে বিচার-বিবেচনা করে অবশেষে রাজামশাই তোমাকেই বনের রাজা করে যাবেন ঠিক করেছেন—এই বলে খেঁকশিয়াল একবার ঢোঁক গিলে নিয়ে বলল, এর কারণ হচ্ছে—রাজামশাই বলেছেন, তোমার মত উঁচু লম্বা, জমকালো চেহারার আর সুন্দর জন্তু এই বনে একটাও নেই। তাছাড়া তোমার মস্ত বড় শিং দেখে সবাই ভয়েই পালাবে। তাই বলছিলাম কি, এই সুযোগ হাতছাড়া করলে পরে তোমাকে পস্তাতে হবে। গোপনে বলি, একবার খেঁকশিয়াল চারিদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—তোমাকেই তিনি বনের রাজা করে দিয়ে তবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

তারপর হাসি হাসি মুখ করে একটু থেমে শিয়াল বলল—শুনলে তো সব, এখন এই সুখবরের জন্যে আমায় কী দেবে বলো? একটু তাড়াতাড়ি বলো, কারণ ফিরতে হবে আমায় এখনই। মহারাজ আমার পথ চেয়ে বসে আছেন, সব কাজেই আমার পরামর্শ নেওয়া দরকার বোধ করেন তিনি। হ্যাঁ, আর একটা কথা এই বুড়ো শেয়ালের যুক্তি নেওয়া যদি ভাল মনে কর, তাহ'লে বলছি, তুমি এখনই আমার সঙ্গে হল। রাজা না মরা পর্যন্ত তুমি তাঁর কাছেই থাক।

খেঁকশিয়ালের মুখে এইসব ভাল ভাল কথা শুনে হরিণের বুকটা আনন্দে আর গর্বে ভরে উঠল। তার মনে কোনো সন্দেহ বা ইতস্তত ভাব রইল না। ফলে সে

www.pathagar.com

তখনই সেই খেঁকশিয়ালের সঙ্গে চলল এবং হাজির হল সেই মহারাজ সিংহের একেবারে গুহার সামনে। আর হরিণকে কাছে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ এক থাবা বসাল বটে, কিন্তু সেই থাবাটা গিয়ে লাগল হরিণের বাঁদিকের কানে। হরিণ পড়ি মরি করে ছুটে পালাল।

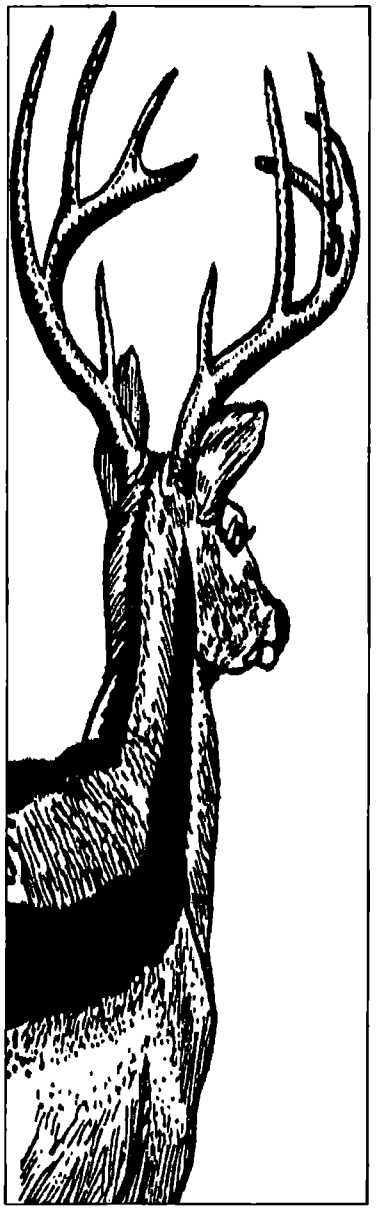

এত সব চেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে খেঁকশিয়াল একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়ল। মহারাজ হাতে পেয়েও হরিণটাকে খেতে পারল না। তাই ক্ষোভে দুঃখে, রাগে আর ক্ষিধের জ্বালায় অদ্ভুত সব গর্জন করতে লাগলেন মহারাজ সিংহ।

একটু পরেই মহারাজ ক্ষিধের জ্বালায় (হরিণের ছোঁয়া পেয়ে সিংহের ক্ষিধে চতুর্গুণ বেড়ে গেছিল) অস্থির হয়ে খেঁকশিয়ালকে বলল—ভাই সাকরেদ, তুমি আর একবার যাও না হে, আর একটিবার চেষ্টা করে দেখো, পটিয়ে পাটিয়ে হরিণটাকে আর একবার আমার কাছে আনতে পার কি না।

খেঁকশিয়াল বলল, মহারাজ এতবড় কঠিন কাজের ভার দিচ্ছেন আমায়। অসম্ভব; ও আর এ মুখো হবেই না। একটু চিন্তা করে খেঁকশিয়াল বলল, তবু যখন বলছেন—তখন দেখি একবার চেষ্টা করে। তবে কথা দিতে পারছি না আপনাকে।

এই বলে খেঁকশিয়াল আবার চলল লেজ নেড়ে। হরিণের খোঁজ করতে করতে, পথে একজন রাখাল বালককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—এ পথে একটা হরিণকে যেতে দেখেছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা হরিণ যার কান দিয়ে রক্ত ঝরছে!

রাখাল বালকটি বলল—হ্যাঁ, দেখেছি, এই বনের দিকেই গেছে।

অতএব খেঁকশিয়াল আবার চলতে লাগল। এবং ঐ বনে যেতেই সে হরিণের দেখা পেয়ে গেল। খেঁকশিয়ালকে দেখেই হরিণ রাগে জ্বলে উঠল। তার গায়ের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে উঠল। হরিণ চিৎকার করে বলল—শয়তান, বজ্জাত বেঈমান, আবার তুই আমায় ধরতে এসেছিস্? দূর হ' আমার সামনে থেকে। খেঁকশিয়াল হরিণের সামনে কয়েক পা এগোতেই হরিণ কর্কশ স্বরে বলল, সাবধান! আর এক পা তুই আমার দিকে এগোবি না, কাছে এলেই শিং দিয়ে গুঁতিয়ে পেট ফুটো করে শেষ করে দেব। রাজা বানিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে বজ্জাতি করবি তো অন্য কার কাছে যা। বেরো, বলছি আমার চোখের সামনে থেকে, দূর হ!

খেঁকশিয়াল মুচকি হেসে গোঁফে তা দিয়ে বলল—ভাই হরিণ, তুমি শুধু শুধু রাগ করছো ভাই! তাহ'লে বলেই ফেলি কেমন! তুমি যে এমন কাপুরুষ সে কথা ভাই, আমার তো আগে জানা ছিল না। তাহ'লে কখনওই তোমার কাছে আসতাম না। আর তাছাড়া আমরা যারা তোমার ভাল চাই বন্ধু, তাদের তুমি এমন সন্দেহের চোখে দেখো, তাও জানতাম না। জানলে—যাক্ সে, কথা। আসল কথাটা তাহ'লে বলেই ফেলি কেমন? তারপর একটু চিন্তা করে বলল—তোমায় বলেই বা কি লাভ!

www.pathagar.com

না বলাই ভাল। কারণ তাতে আবার তুমি আমায় সন্দেহ করতে পার, যেচে অপমান সহ্য করব কেন?

হরিণকে চুপ করে থাকতে দেখে খেঁকশিয়াল দুলকি চালে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, না, বলেই ফেলি। তাতে তুমি যা-ই মনে কর না কেন? মহারাজ তোমার কান ধরেছিল কেন জানো? কান ধরেছিল মরবার আগে তোমায় কিছু উপদেশ দিতে, রাজ্যচালনার গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে। তা তুমি যে এমন ভীতু তা স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি। তুমি কিনা একটা রুগ্ন অথর্ব, বুড়ো সিংহের একটা নখের আঁচড়ে পালিয়ে গেলে? আবার তোমার রাগ হল। তোমার চেয়ে বেশি রাগ তো তাঁরই হ'বার কথা। রেগে গেছেন বেজায় তিনি। রেগেমেগে বলেছেন আর নয়, নেকড়েকেই এ বনের রাজা করে দিচ্ছি। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে অনেক করেই শান্ত করেছি। বলো ভাই, যদি নেকড়ে একবার এই বনের রাজা হয় তাহ'লে আমাদের কী দশা হবে? তাই বলছি কোনো ভয় না করে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো। বিন্দুমাত্র ভয় নেই তোমার। বনের গাছপাতা, ঝরনা ফুল আর নদীর জলের দিব্যি গেলে বলছি, সিংহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। জামিন আমি থাকলাম। আমি শুধু চাই তুমি এই বনের রাজা হও। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি এই বনের রাজা হিসেবে ভাবতেই পারি না।

খেঁকশিয়ালের এইসব মুখরোচক কথা শোনবার পর বেচারা হরিণের মন গলে জল হয়ে গেল। হরিণ খেঁকশিয়ালকে তার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু বলে মনে করল। মনে মনে রাজা হবার লোভ আবার তাকে পেয়ে বসল। খেঁকশিয়ালের সঙ্গে পুনরায় চলল সিংহের গুহার দিকে এবং একসময়ে সিংহের গুহার সামনে এসে হাজির হল।

সিংহ প্রস্তুত হয়েই ছিল। হরিণটা সামনে যেতেই সে এবার তাকে মেরে তার হাড় মাংস মজ্জা বেশ মজা করেই খেতে লাগল। হরিণের কলজেটা তার দেহ থেকে একদিকে ছিটকে পড়ল। চতুর খেঁকশিয়াল এক ফাঁকে টপ করে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিল। তার মনে হল এটা তার হকের পাওনা, তার পুরস্কার। সিংহ এসব দেখতেই পেল না।

আস্ত হরিণটা খাওয়া শেষ করে মহারাজ সিংহ যখন হরিণের কলজেটা খোঁজ করছিল, তখন খেঁকশিয়াল মুচকি হেসে বললো মহারাজ, শুধু শুধুই খুঁজে মরছেন আপনি। ওর কোনো কলজে ছিল না। যে প্রাণী শুধু একবার নয়, দু'বার সিংহের থাবার কাছে আসে, তার কি কোনো কলজে থাকতে পারে? কলজে থাকলে সে কখনওই দু'বার একই ভুল করতে পারত না।

■ *উপদেশ : গৌরবের মোহে বুদ্ধিনাশ হয়।*

www.pathagar.com

ধৈর্যের ফল

একদা এক গ্রামে এক পাতিশিয়াল বাস করতো। কিছুদিন খাবার না পেয়ে পেয়ে শেয়ালের পেটটা এক্কেবারে চুপসে গেল। একদিন সে বাধ্য হয়ে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। পথে যেতে যেতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ওক গাছের খোড়লে বেশ কিছু রুটি আর মাংস রাখা আছে। রাখাল বালকদের কেউ হয়ত পরে খাবে বলে রেখে দিয়েছে। পাতিশেয়ালটা ঐ খাবার দেখেই খোড়লের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর গপ গপ করে খাবারগুলো সব চেটেপুটে খেয়ে নিল। ফলে তার চোপ্‌সানো পেটটা হয়ে উঠল দারুণ মোটা। এবার সে আর খোড়ল থেকে বেরোতে পারল না। অনেক চেষ্টা করেও বেরোতে না পেরে সে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে লাগল।

পথ দিয়ে তখন আর একটা শেয়াল যাচ্ছিল। যেতে যেতে খোড়লে পড়া শেয়ালকে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে দেখে বলল—কি হল ভাই, তোমার? তুমি কেঁউ কেঁউ করছ কেন?

খোড়লে আটকে পড়া পাতিশেয়ালটা তখন তার মুশকিলের কথা তাকে খুলে বলল। তখন পথচারী শেয়ালটা বলল, ওঃ তাই বুঝি! তা একটু সবুর কর, পেট তোমার আবার আগেকার মত শুক্‌নো হয়ে যাবে। তখন অনায়াসে তুমি ঐ খোড়ল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

■ *উপদেশ : ধৈর্য ধরে থেকে সমস্যার সমাধান করতে হয়।*

সিংহের ভালবাসা

এক গ্রামে এক চাষী বাস করত। তার সঙ্গে থাকত তার একমাত্র সুন্দরী মেয়ে। একদিন এক বনের সিংহ মেয়েটিকে দেখে সরাসরি চাষীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিল, তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর।

সিংহের এই প্রস্তাব শুনে চাষীর মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। চাষী বড় চিন্তায় পড়ে গেল। সিংহের মত জন্তুকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান তার সাহসে কুলোলো না। অথচ একটা বনের হিংস্র জন্তুর সঙ্গে তার আদরের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে জেনে বুকটা ফেটে যেতে লাগল। চাষী চুপ করে আছে দেখে সিংহ গর্জন করে বলল, কী হল? চট্‌পট্ কাজে লেগে পড়।

চাষী প্রথমটায় হক্‌চকিয়ে গেলেও শেষে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে সিংহকে বলল—তা তো বটে, তা তো বটে, তোমার মত বনের রাজা আমার জামাই হবে, সে তো আমারই সৌভাগ্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাজি। তবে কিনা—

সিংহটি বলল, তবে কী? চুপ করে থেকো না বলে ফেল। চাষীটি তখন আমতা আমতা করে বলল, আমার মেয়ের যে আবার তোমার নখ আর দাঁতের জন্যে বড় ভয়, তুমি তোমার দাঁতগুলি ভেঙে এবং নখগুলি কেটে এসো তা হলেই আমি আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি কেমন।

www.pathagar.com

চাষীর মুখে এই কথা শুনে সিংহ খুশিতে ডগমগ হয়ে তার দাঁত ভেঙে, নখ কেটে এসে হাজির হল চাষীর বাড়িতে।

চাষী তখন লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিংহের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সিংহ আসতেই চাষী ও তারা লোকজনরা চারিদিক দিয়ে সিংহকে আক্রমণ করে মেরে ফেলল।

■ *উপদেশ : অন্যের কথায় অভিভূত হয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।*

কাঠুরে বনাম শেয়াল

একবার এক খেঁকশিয়াল শিকারীদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে সামনে এক কাঠুরেকে দেখতে পেয়ে বলল, ভাই, আমায় একটু লুকোনোর জায়গা দেবে?

কাঠুরে তার কুঁড়ে ঘরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তুমি ঐ ঘরটার ভেতরে ঢুকে পড়, কেউ বুঝতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরেই শিকারীর দল সেখানে এসে হাজির হল। ঠাকুরেকে দেখতে পেয়ে শিকারীরা জিজ্ঞাসা করলে এই পথ দিয়ে একটা খেঁকশিয়ালকে যেতে দেখেছ?

উত্তরে কাঠুরে বলল, কই না তো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইশারা করে শিকারীদের সেই কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে দিল। শিকারীর দল কাঠুরের ইশারা বুঝতে পারল না। তারা অন্যদিকে শেয়ালকে খুঁজতে চলে গেল।

শিকারীরা চলে যেতেই শিয়াল কাঠুরের সেই কুঁড়ে ঘর থেকে কোনো কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিল, কাঠুরে তখন শিয়ালকে ডেকে বলল—তুমি তো আচ্ছা বেঈমান, আমার জন্যে তুমি প্রাণে বেঁচে গেলে, অথচ যাবার আগে আমাকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে যাবার প্রয়োজন মনে করলে না?

শিয়াল বলল—আর মুখ নেড়ে কথা বোলো না তুমি। তোমার মুখের কথার সঙ্গে কাজের কোনো মিল নেই।

■ *উপদেশ : কাজেই মানুষের সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়।*

নেপোয় মারে দই

একটা হরিণের দখল নিয়ে এক সিংহ আর ভালুকের মধ্যে জোর লড়াই হল। লড়াই করতে করতে দু'জনেই রীতিমত জখম হয়ে পড়ল এবং তাদের নড়বার শক্তি পর্যন্ত রইল না, মৃতপ্রায় হয়ে তারা রাস্তায় পড়ে রইল।

www.pathagar.com

এক খেঁকশিয়াল সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে দুই মহাবীরের ঐ অবস্থা দেখে এবং একটা মৃত হরিণকে দুইজনের মাঝে পড়ে থাকতে দেখে সে সেটা কামড়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

উত্থান শক্তি রহিত সিংহ ও ভালুক তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল ভাগ্য আর কাকে বলে? হরিণটার জন্যে আমরা লড়াই করে মরলাম, আর কিছু না করে পেয়ে গেল সেটা একটা বজ্জাত খেঁকশিয়াল!

■ *উপদেশ : নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোলে অপরের সুবিধা হয়।*

সারস ও বাঘের গল্প

একদা এক বাঘের গলায় এক টুকরো হাড় ফুটেছিল। অনেকদিন ধরে বাঘটি মাংস খেয়ে আসছে, তবে এবারের মত তার গলায় কখনও হাড় ফোটে নি, দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছিল বাঘের। নিজে অনেক চেষ্টা করল হাড়টাকে বার করবার কিন্তু কিছুতেই হাড় বার করতে পারল না। তাই বাঘ মনে মনে বলতে লাগল—উঃ, এমন যদি কাউকে পেতাম যে হাড়টা টেনে বের করে দিতে পারে...

এমন সময় হঠাৎ সেই পথ দিয়ে এক সারস যাচ্ছিল। সারস পাখিকে যেতে দেখে বাঘ অতিকষ্টে বলল—ভাই, আমার একটা উপকার করতে পারবে? আমার গলায় হাড় ফুটেছে, এই হাড়টা যদি তুমি বার করে দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে পুরস্কার দেব।

বাঘের কথায় সারস গলে জল হয়ে গেল। বাঘের মত প্রাণী তাকে উপকার করবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে। মনে মনে একটু তার যেন গর্বও হল। অতএব সারস বাঘের গলার ভেতর নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে ঠোঁটে করে অনায়াসে সেই ফুটে থাকা হাড়টা বার করে দিল। বাঘের প্রতিশ্রুতিমত সে বলল—হাড় তো বের করে দিলাম, এবার আমার পুরস্কার দিন।

বাঘ ক্রুর হাসি হেসে বলল—বাঘের মুখের ভেতর থেকে তোর মাথাটা আস্ত বের করে নিতে পেরেছিস, সেইটেই তো তোর পুরস্কার রে! এরপরও আবার পুরস্কার চাইছিস্? ভাগ হতভাগা এখান থেকে। টু শব্দটি করলে...

■ *উপদেশ : দুর্জনের উপকার করে প্রতিদান চাইতে নেই।*

নেকড়ে, ভেড়া আর রাখাল

একদা এক ভেড়ার পালের পিছু পিছু চলছিল এক নেকড়ে। রাখাল অর্থাৎ যে ভেড়ার পাল দেখাশোনা করে, সে ভাবল, নেকড়ে তো ভেড়ার শত্রু অতএব

www.pathagar.com

নেকড়েকে চোখে চোখে রাখাই ভাল। কিছু পথ চলার পর যখন রাখাল বুঝল যে নেকড়ের খারাপ কোনো উদ্দেশ্য নেই, ভেড়ার পালের সে কোনো ক্ষতিই করল না, তখন রাখাল নিশ্চিত হল নেকড়ের কোনো বদ মতলব নেই—ও তাহলে কুকুরের মত আমার বেড়াগুলি পাহারা দিতে পারে।

একদিন রাখালের কী একটা কাজে শহরে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সে তখন ঐ নেকড়ের ওপরেই তার ভেড়াগুলো দেখাশোনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে শহরে চলে গেল।

এদিকে নেকড়ে দেখল—এই হল সুযোগ! একে একে বেশ কয়েকটা ভেড়া তার পেটে গেল। কয়েকদিন পরে রাখাল ফিরে এসে দেখে তার বেড়ার পালের অনেক ভেড়াই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু দূরে যখন ভেড়ার ছাল, লোম, শিং পড়ে থাকতে দেখল তখন রাখালের আর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে এসব নেকড়েরই কাণ্ড! কী বোকা আমি। নেকড়েকে যেমন আমি ভেড়া পাহারার ভার দিয়ে গিয়েছিলাম, তারই ফল—এই ভেবে আফসোস করতে লাগল রাখাল।

■ *উপদেশ : অপাত্রে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।*

শুশুক ও বানর

সমুদ্র যাত্রা বড়ই একঘেয়ে। তাই জাহাজে সময় কাটানোর জন্যে যাত্রীরা সমুদ্র যাত্রার সময় কোনো কুকুর বা বানর সঙ্গে নিয়ে যায়। একজন সমুদ্রযাত্রী একবার একটা বাঁদর নিয়ে জাহাজে উঠেছিল। জাহাজটা আফ্রিকার উপকূলে সুনিয়াস অন্তরীপের কাছাকাছি এসে ডুবে যায়। ফলে যাত্রীরা সব লাফিয়ে পড়ল জলে এবং সাঁতার কাটতে শুরু করল। সেই সঙ্গে বাঁদরটাও সাঁতার দিচ্ছিল।

একটা শুশুক বাঁদরটাকে মানুষ মনে করে তাকে পিঠে করে নিয়ে সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠল। এথেন্সের বন্দর পিরাইউসে এসে সে বাঁদরটাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এথেন্সের লোক?

বাঁদরটি বলল, তা তো বটেই, তাছাড়া আমার বাপ-মা এথেন্সের নামকরা লোক।

শুশুক বলল, পিরাইউসের নাম শুনেছো তুমি?

বাঁদর ভাবল, পিরাউস বোধহয় কোনো লোকের নামই হবে, তাই সে অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, কি বলছ তুমি নাম শুনবো না? সে যে আমার প্রাণের বন্ধু!

এই ডাহা মিথ্যে কথাটা শুনে শুশুক ভীষণ রেগে গেল এবং বাঁদরটাকে দূরে গভীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, যাতে সে সেখানে ডুবে মারা যায়।

■ *উপদেশ : মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত বাঁচা যায় না।*

www.pathagar.com

বিশ্বাস ঘাতকদের মরাই ভাল

এক ছিল পাখি শিকারী। পাখি শিকারীটির বাড়িতে একদিন এক অতিথি এল। অতিথিকে খেতে দেবার মত সেদিন পাখি শিকারীর বাড়িতে কোনো পাখি অবশিষ্ট ছিল না। সে তার পোষা তিতির পাখিটাকেই তাই জবাই করার জন্যে নিয়ে এল। তিতিরটা তখন তাকে তিরস্কার করে বলল—তুমি এত বড় নিমকহারাম আগে তা জানতাম না। এতদিন অন্যসব পাখিদের ভুলিয়ে ভালিয়ে তোমার ফাঁদে এনে ফেলতাম আর তুমি কি না আজ আমাকেই জবাই করতে যাচ্ছো?

পাখি শিকারী লোকটি উত্তর দিল, এই জন্যে তো, মানে স্রেফ এই কারণেই তো তোমার শাস্তি হওয়া উচিত। কারণ, তোমার জাত-ভাইদের ওপরেও তোমার কোনও মায়া-দয়া নেই।

■ *উপদেশ : নিমকহারামেরা সকলের কাছেই ঘৃণ্য হয়।*

বুদ্ধিবল

এক যে ছিল কুকুর। আর ছিল এক মোরগ। দুইজনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল। দুই বন্ধু একসঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিল। পথে যেতে যেতে রাত্রি হয়ে গেল। আর রাত হতেই তখন মোরগটা এক গাছের ওপরে একটা ভাল ডাল বেছে নিয়ে ঘুমোতে গেল। আর কুকুরটা? কুকুরটা রইল ঐ গাছেরই গোড়ায় এক বড়সড় গর্তে। দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে ভোর হয়ে আসছে। মোরগ তার অভ্যাস মত কোঁকর কোঁক করে ডেকে উঠল। সেই ডাক শুনে এক খেঁকশিয়ালীর বড় লোভ হল। একটু দূরেই সে তার ছানাপোনা নিয়ে বাস করতো। মোরগের ডাক শুনে সে এগিয়ে এল সেই গাছের তলায়। তারপর খেঁকশিয়ালী গাছের ডালের দিকে চেয়ে মোরগকে মিষ্টি করে বলল, সত্যিই কি সুন্দর গলা তোমার, শুনে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, নেমে এসো, আমি তোমায় আলিঙ্গন করি।

এই কথা শুনে মোরগটিও মিষ্টি করে বলল, এই গাছের নিচে আমার দারোয়ান ঘুমোচ্ছে, তাকে আগে জাগাও, সে উঠে দরজা খুলে দিক, তখন আমি নিচে নামতে পারব।

খেঁকশিয়ালী তখন কেবলই খুঁজছিল, কোথায় সেই দারোয়ান, কাকে দরোজা খোলার কথা বলতে হবে, অমনি কুকুর উঠে এক লাফে খেঁকশিয়ালীর ঘাড় চেপে ধরল। তারপর তাকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

■ *উপদেশ : দুর্বলেরা সবলের সাহায্য নিয়ে অতি সহজেই শত্রু দমন করতে পারে।*

www.pathagar.com

একমনে কাজ করতে হয়

একদা এক মাঠে একদল ভেড়া চরে বেড়াচ্ছিল। ভেড়ার পাল বিকেল হতেই বাড়ি ফেরার জন্যে এগিয়ে চলছিল। বেড়ার পাল অনেকটা এগিয়ে গেল কিন্তু একটি ভেড়ার ছানা দলের অনেক পেছনে পড়ে গেল। একটা নেকড়ে বাঘ এই অবস্থায় ভেড়ার ছানাটিকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে তার পিছু নিল। বাচ্চা ভেড়াটা নেকড়েটাকে দেখতে পেল। সে বলল—বুঝেছি তুমি আমাকে ধরে খেতে চাও, এই তো? কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার। মরবার আগে আমি বাঁশির সুরের সঙ্গে নাচতে চাই। তাই আমার অনুরোধ, তুমি বাঁশি বাজাও আমি তালে তালে নাচি। তারপর—

নেকড়ে ভেড়ার ছানার এই কথা শুনে বাঁশি বাজাতে লাগল আর তার সঙ্গে চললো বাচ্চা ভেড়াটার নাচ।

আর সেই বাজনা আর নাচের আওয়াজ শুনে সেখানে একদল কুকুর এসে জুটল। নেকড়েকে দেখেই তারা তার দিকে ধাওয়া করল। নেকড়ে ছুটতে ছুটতে কোনোমতে কুকুরদের হাত থেকে বাঁহল। তারপর অনেক দূরে যখন কুকুরদের নাগালের বাইরে চলে এল তখন এক জায়গায় বসে বিশ্রাম করতে করতে ভাবতে লাগল, খুব শিক্ষা হল আমার, কেমন বুদ্ধুর মত আমি শিকার করতে এসে বাঁশি বাজাতে গেছিলাম।

■ *উপদেশ : একমনে কাজ না করলে কাজ পণ্ড হয়। বিপদও হতে পারে।*

স্বার্থপর চাষী

এক ছিল চাষী। সে নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। চাষী ছিল খুবই স্বার্থপর। একবার, খুবই দুর্যোগ শুরু হল। এই দুর্যোগে বাড়ির বাইরে বেরোনো কিছুতেই সম্ভব হল না। চাল, ডাল সব ফুরিয়ে গেল চাষীর। বাড়ির লোকজন তো কম নয়। অথচ এই ঘোর দুর্যোগ চলতেই থাকল। বাইরে থেকে খাবার সংগ্রহ করতে না পেরে সে তার ভেড়া মেরে মেরে পরিবারকে খাওয়াতে লাগল। বেশি ভেড়াও তার ছিল না। অল্প কয়েকটি ভেড়া শেষ হয়ে গেল, তবুও দুর্যোগ থামল না। এরপর চাষীটি আর কি করবে? অবশেষে বাধ্য হয়ে সে তার চাষের বলদের গলাতেই ছুরি বসিয়ে দিল।

চাষীটার এই কাণ্ড দেখে বাড়ির কুকুর দুটো নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসল। দেখো কাণ্ড, আমাদের স্বার্থপর মনিবটি এবার চাষের বলদকেও যখন

www.pathagar.com

রেহাই দিচ্ছে না, তখন আমাদেরই যে রেহাই দেবে, তাই বা আমরা ভাবি কি করে? তার চেয়ে মানে মানে আগে থেকে কেটে পড়াই ভাল।

■ *উপদেশ : স্বার্থপরদের থেকে দূরে থাকাই ভাল।*

প্রতিফল

মৌমাছি মধুকে একমাত্র নিজেদের সম্পদ বলে মনে করে। কিন্তু সেই মধু মানুষ জোর করে কেড়ে নেয় বলে, মৌমাছিরা একদিন স্বর্গের দেবতা জিউসের কাছে গিয়ে বলল—প্রভু, আমরা একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। প্রার্থনাটা হচ্ছে, যখন কেউ আমাদের চাকের মধু নিতে আসবে তখন যেন আমরা তার গায়ে হুল ফুটিয়ে তাকে মেরে ফেলতে পারি এমন হুল দিন আমাদের।

দেবতা জিউস এতে ভীষণ রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে বললেন—ঠিক আছে, দিচ্ছি আমি তোমাদের এ হুল, কিন্তু এ হুল কার গায়ে ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে খসে যাবে আর যে হুল ফোটাবে তারও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে।

■ *উপদেশ : অপরকে জব্দ করতে গেলে নিজেই জব্দ হতে হয়।*

নতি স্বীকার

একদা এক বনে জলপাই গাছ আর নলখাগড়ার গাছ ছিল। একদিন ওদের মধ্যে খুব তর্ক শুরু হল। তর্কের বিষয় ছিল কার শক্তি এবং সহ্যগুণ বেশি তাই নিয়ে। জলপাইগাছ নলখাগড়াকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলছিল—তুই আর মুখ নেড়ে কথা বলিস না। তোর গায়ের জোর আমার খুব জানা আছে। একটু বাতাস বইলেই তো তুই নুয়ে পড়িস। নলখাগড়া গাছ এ কথার কোনো জবাব দিল না।

একটু পরেই উঠল প্রচণ্ড ঝড়। নলখাগড়া নুয়ে পড়ে পড়ে, ঝড়ের ঝাপটা এড়িয়ে যেতে লাগল। আর জলপাই গাছ দাঁড়িয়ে ঝড় রুখতে গিয়ে তার দাপটে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

■ *উপদেশ : শক্তিশালীর কাছে নতি স্বীকার দোষের নয়।*

ভাবিয়া করিও কাজ

এক যে ছিল রাখাল। রাখালের একবার একটা বাছুর হারিয়ে গেল। বাছুরটাকে কোথাও খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাখাল দেবতা জিউসের কাছে মানত করল। "হে ঠাকুর! আমার বাছুর যে চুরি করেছে তাকে যদি পাই তাহলে তোমার কাছে একটা পাঁঠা বলি দেব। একটু পরেই রাখাল দেখতে পেল বনের ভিতর একটা সিংহ তার বাছুরটা মেরে খাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে রাখাল তার দুই হাত আকাশের দিকে তুলে বলে উঠল—দোহাই প্রভু জিউস, আমার বাছুর চোর

www.pathagar.com

ধরবো বলে, আগে তোমার কাছে একটা পাঁঠা মানত করেছিলাম। সে চোরের দেখা মিলল আমার, এবার তুমি আমায় ঐ চোরের থাবা থেকে বাঁচাও। তোমার বেদীতে আমি একটা ষাঁড় বলি দেব।

■ *উপদেশ : ভেবেচিন্তে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।*

চোখের ডাক্তার

এক যে ছিল বুড়ি। তার চোখ খারাপ হয়েছিল। তিনি এক চোখের ডাক্তারকে চোখ দেখাতে এলেন। ডাক্তারবাবুকে বললেন—ডাক্তার বাবু, দয়া করে আমার চোখ সারিয়ে দিন। আমার চোখ সেরে গেলে আপনাকে আমি একটি খুব দামি উপহার দেব। আর হ্যাঁ, আমাকে আমার বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

ডাক্তারটি বললেন ঠিক আছে। আপনি আজ বাড়ি চলে যান। কাল থেকে আমি আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার চোখের অসুখের চিকিৎসা করব। অতএব পরদিন ডাক্তার বাবু যথাসময়ে বুড়ির বাড়িতে এসে দেখলেন বুড়ির ঘরে নানা মূল্যবান জিনিসে ভর্তি। ঘরে আর কেউ থাকে না। বুড়ি একা। এইসব ভেবে ডাক্তারের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধি গজিয়ে উঠল। ডাক্তারের বেশ লোভ হল।

এরপর থেকে তিনি প্রায় রোজই আসতে লাগলেন—এসে বৃদ্ধার চোখে একটা মলম লাগিয়ে বলতে লাগলেন—এবার আপনাকে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে এবং সেই ফাঁকে ডাক্তার একে একে প্রতিদিনই বুড়ির মূল্যবান জিনিসগুলি সব সরাতে লাগলেন।

দিনের পর দিন এমনি করেই বুড়ির মূল্যবান জিনিসগুলি সব যখন ডাক্তারের নেওয়া হয়ে গেল, তখন তিনি বুড়িটিকে বললেন—আপনার চোখ এবার সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। এবার আমার বকশিসটা দিয়ে দিন।

বুড়িটি বখশিস দিল না এবং কোনো উত্তরও দিল না।

ডাক্তার এবার আদালতে বুড়িটির নামে নালিশ করল। এবং আদালতে বুড়িটিকে হাজির করালো।

বিচারক বুড়িটিকে বললেন—চোখ সারলে ডাক্তারকে বকশিস্ দেবেন বলেছিলেন, এখনো তা দেননি কেন?

বুড়িটি বলল—হুজুর, চোখ তো আমার সারে নি হুজুর। বরং আগের চেয়ে চোখ আমার বেশি খারাপ হয়েছে।

বিচারক বললেন—কী করে তা বুঝলেন?

বুড়িটি বলল—ডাক্তারবাবু চিকিৎসা শুরু করবার আগে আমার চোখের অবস্থা এমন ছিল যে আমার ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি বেশ ভালই দেখতে পেতাম। এখন আমি সেগুলির একটিও আর দেখতে পাই না।

বিচারক সব বুঝতে পেরে ডাক্তারকে কঠিন শাস্তি দিলেন।

■ *উপদেশ : অপরাধী সব সময় তার অপরাধের প্রমাণ রেখে যায়।*

www.pathagar.com

একতা

এক যে ছিল চাষী। তার অনেকগুলি ছেলে ছিল। আর ছেলেরা সকল সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। এতে চাষীর মনে খুব দুঃখ হতো। চাষী এ ব্যাপারে ছেলেদের অনেক বোঝাতো এবং মাঝে মাঝে বকাঝকাও করত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কোনো পরিবর্তন হল না ছেলেদের। এদিকে চাষী একদিন বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হল। চাষী তখন একদিন অনেক ভেবেচিন্তে ছেলেদেরকে বলল—তোরা যে কয়জন আছিস সবাই মিলে এক একটা কঞ্চি এনে তাই দিয়ে একটা আঁটি বেঁধে আন্ তো আমার কাছে।

বাবার কথায় ছেলেরা প্রত্যেকেই কঞ্চি যোগাড় করে তাই দিয়ে একটা আঁটি বেঁধে আন্‌লো।

এবার চাষীটি তার ছেলেদের বলল—এখন তোরা প্রত্যেকে এককভাবে এই আঁটিটা ভাঙতে চেষ্টা কর দেখি। কে পারিস আগে?

বাবার কথায় ছেলেরা একে একে সেই কঞ্চির আঁটিটা ভাঙতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেউই আঁটি ভাঙতে পারল না।

বাবা এবার ছেলেদের বলল—এবার খুলে ফেলতো আঁটিটা। আর প্রত্যেকেই এক-একটি কঞ্চি হাতে নে।

বাবার কথায় এবার ছেলেরা আঁটি খুলে প্রত্যেকেই একটি করে কঞ্চি বার করে নিল।

চাষীটি এবার বলল—এখন নিজের নিজের হাতের কঞ্চিটা ভেঙে ফেলত।

এই কথা শোনা মাত্রই ছেলেরা প্রত্যেকে নিজের নিজের হাতের কঞ্চি পটাপট করে ভেঙে ফেলল।

চাষী এবার তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল—দেখলি তো! তোরা যদি এমন মিলে-মিশে একজোট হয়ে থাকিস তাহলে কোনো শত্রুই তোদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তোরা পরস্পর কেবলই ঝগড়া-বিবাদ করিস, আলাদা হয়ে থাকিস, একের বিপদে অন্য সবাই তাকে সাহায্য না করিস, তাহ'লে এবার বুঝতেই তো পারছিস্ কেমন করে শত্রুর দল তোদের ঘায়েল করে দেবে!

■ *উপদেশ : ঐক্যবদ্ধাবস্থায় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।*

দোষ গুণ

অনেক অনেকদিন আগের কথা। প্রমিথিউস মানুষ সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেকের গলায় দু'টো করে থলি ঝুলিয়ে রাখলেন—একটি সামনে আর অপরটি পেছনে। সামনের থলিতে রাখলেন অপর লোকের দোষ-ত্রুটি আর পেছনেরটায় রাখলেন নিজের দোষ-ত্রুটি। তাই এখনও পর্যন্ত মানুষ নিজের দোষ দেখতে পায় না, শুধু দোষ দেখে অপরের। আর অপরের দোষ অনেক দূর থেকেও মানুষ দেখে ফেলে। অথচ তার নিজের দোষটি চোখেও পড়ে না।

■ *উপদেশ : সকল সময় নিজের দোষ দেখে আত্মবিশ্লেষণ করতে হয়।*

www.pathagar.com

প্রমাণ

এক ছিল বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ্। কসরৎ দেখানোই তার নেশা ও পেশা ছিল। কিন্তু তা হ'লে কি হবে। তার বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করে বলতো—ল্যাক প্যাক সিং। শুনে শুনে সে বিরক্ত হয়ে গেল। সে মনের দুঃখে চলে গেল বিদেশে। এবং এক সময় বিদেশ থেকে ফিরেও এল। ফিরে এসে সে গর্ব করে বলতে লাগল—কতো দেশ-বিদেশে আমি খেলা দেখিয়ে এলাম। কতো রকমের লাফ ঝাঁপ আমাকে দিতে হয়েছে। তেমনি লাফ পৃথিবীতে কেউই দিতে পারবে না। যারা সে সময় সেখানে হাজির ছিল তাদের কেউ যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকতো তাহ'লে তারাই আমার কৃতিত্বের সাক্ষী দিতো!

এইসব শুনে পাশ থেকে একজন ঠোঁটকাটা লোক ফস্ করে বলে বসল—বাইরের সাক্ষীর প্রয়োজন কী? তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে এখানেই একবার লাফ দিয়ে দেখাও না!

■ *উপদেশ : মুখে বলার চেয়ে কাজ দেখিয়ে প্রমাণ করতে হয়।*

অভ্যেসে সব হয়

একদা এক দেশে এক চর্মকার ছিল। তার ছিল একটা চর্মশালা। একদা এক বিরাট ধনী সেই চর্মশালার কাছে এসে বিরাট বাড়ি তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু, চামড়ার দুর্গন্ধ তাকে অস্থির করে তুলতে লাগল।

কিছুতেই তিনি চামড়ার দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছিলেন না। তখন বাধ্য হয়ে তিনি চর্মকারকে একদিন ডেকে বললেন—ওহে, তুমি তোমার চর্মশালাটাকে এখান থেকে দূরে উঠিয়ে নিয়ে যাও।

চর্মকার উত্তরে কেবলই বলতে লাগল—হচ্ছে, হবে, দু'দিন সবুর করুন, নেবো, আমি আমার চর্মশালা সরিয়ে নেবো!

কিছুদিন এমনি চলবার পর আর তাদের এ নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা বলতে শোনা যায় নি।

ভদ্রলোকের এর মধ্যেই চামড়ার গন্ধ সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গেছে।

■ *উপদেশ : অভ্যাসে অনেক অপ্রীতিকর জিনিসই গা-সওয়া হয়ে যায়।*

কাজ আর কথা

সক্রেটিস একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তাঁর জন্যে একটা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। বাড়িটা ছিল যেমনি ছোট, তেমনি নিরাভরণ, আর বাড়িটায় আসবাব ও জিনিসপত্রও কিছু ছিল না। অতো বড় নামকরা লোকের একটা তুচ্ছ বাড়ি দেখে

www.pathagar.com

একটা লোক আর চুপ করে থাকতে না পেরে সক্রেটিসের সামনেই মন্তব্য করল—আপনার মত এমন পৃথিবী বিখ্যাত লোকের কিনা এইরকম একটা বাড়ি? ছিঃ ছিঃ।

সক্রেটিস হেসে বললেন—তাতে কী হয়েছে—আমার সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরাই তো এটাকে সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে বাসযোগ্য করে তুলতে পারেন।

■ *উপদেশ : মুখে নয়, কাজেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়।*

কাপুরুষ

একদা দুই জন সৈনিক এক সঙ্গে পথে চলছিল। যেতে যেতে তাদের সামনে পড়ল এক বিখ্যাত ডাকাত। ডাকাতকে দেখামাত্র একটা সৈনিক পালিয়ে গেল। আর একজন ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে যখন তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল, তখন সে সৈনিকটি পালিয়ে গেছিল। সে এগিয়ে এসে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বললো—দাঁড়াও, আমি ওকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি। ও জানে না কাদের সঙ্গে লাগতে এসেছে।

এই কথা শুনে যে লড়াই করছিল সে বলল, তুমি যা বলছ তা তোমার আগে বলা উচিত ছিল। আগে শুনতে পেলে, তুমি খাঁটি কথা বলছ মনে করে আমি মনে আরও জোর পেতাম। এখন তুমি তোমার মুখ বন্ধ করে তোমার তলোয়ারটা খাপে ঢোকাও। ও দু'টো! কোনোটারই আর প্রয়োজন নেই। যারা তোমায় চেনে না, জানে না তুমি বরং তাদের কাছে নিয়ে বীরত্ব ফলাও। ডাকাত দেখে যে বিক্রম নিয়ে তুমি পালিয়ে গেছিলে তা দেখেই তোমার বীরত্ব আমি বুঝে নিয়েছি।

■ *উপদেশ : যারা বড় বড় কথা বলে, কাজের সময় পগার পার হয়ে যায়।*

একটিবট গাছ এবং একজন পথিক

সময়টা গ্রীষ্মকাল। দারুণ গরম পড়েছে। চারিদিকে জলাশয়গুলি শুকিয়ে খট্‌খটে হয়ে গেছে। মাটিও ফেটে চৌচির। এই ঠা-ঠা রৌদ্রে কয়েকজন পথিক পথ চলতে গিয়ে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পা যেন আর তাদের চলতে চাইছিল না। এমন সময় পথের ধারে একটা বটগাছ দেখতে পেয়ে, পথিকরা গাছের শীতল ছায়ায় গিয়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর তাদের শরীর বেশ ঠাণ্ডা হল ক্লান্তিও দূর হল। এরপর তারা নিজেদের মধ্যে নানারকম আলোচনা আর গল্প করতে লাগল। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন গাছটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে উঠল—কি গাছরে বাবা, না আছে এতে কোনো ভাল ফুল, না আছে কোনো

www.pathagar.com

ভাল ফল। আর ফলগুলির দিকে একবার চেয়ে দেখো—এত বড় গাছ, তার নাকি এমন ক্ষুদে ক্ষুদে ফল। মানুষের কোনো কাজে আসে না এ গাছ!

বটগাছটি পথিকটির কথা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। বলে উঠল—বুঝলাম, মানুষের মত এমন অকৃতজ্ঞ জীব আর দুনিয়াতে নেই। রোদে পুড়ে এসে আমার ছায়ায় বসে তোমরা গা জুড়ালে, ঠান্ডা হলে, সুস্থ হলে, এখনও আর একটু আরাম করবার জন্যে বসে রয়েছো—আর অকৃতজ্ঞের মত এখনো বলে চলেছো—আমি তোমাদের কাজে লাগি না।

হঠাৎ টুপ্ করে একটা বটের ফল, নিন্দা করা লোকটার মাথার ওপর পড়ল। বটগাছটা তখন তাকে বলে উঠল—আমার ফল ক্ষুদে ক্ষুদে বলে একটু আগে নাক সিঁটকাচ্ছিলে, যেটা পড়ল সেটা যদি নারকোল বা কাঁঠালের মত হতো—তাহলে কি তুমি এতক্ষণ কথা বলতে পারতে?

■ *উপদেশ : আশ্রয়ে থেকে উপকার পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ অকৃতজ্ঞভাবে উপকারীর দোষগুলি বলে থাকে।*

শুধু স্পর্শ

এক গ্রামে এক অন্ধ বাস করত। অন্ধ ব্যক্তিটির কাছে কোনো জীবিত প্রাণী এনে দিলে সে অনায়াসেই তা বলে দিতে পারত। একবার একটা লোক একটা নেকড়ের বাচ্চা তার হাতে দিয়ে বলল—বলতে পার এটা কোন্ প্রাণী?

অন্ধ ব্যক্তিটি প্রাণীটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে পরখ করে কিছুক্ষণ বাদে অবশেষে বলল—ঠিক বুঝতে পারছি না এটা নেকড়ের বাচ্চা, না শেয়ালের বাচ্চা, না অন্য কোনো প্রাণীর? তবে এটা ঠিক বুঝেছি—যে ভেড়ার পালের ভিতর এটা রাখলে তাদের বড় সুবিধা হবে না।

■ *উপদেশ : দেহের লক্ষণ দেখেই লোকের প্রকৃতি বুঝে নিতে হয়।*

বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী

একদা এক ব্যবসায়ী ছিল। তার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। আর ছিল অনেক লোকজন, ঝি-চাকর, গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি। তার একটা বড় এথেন্সের কুকুর ছিল। কুকুরটা ছিল খুবই প্রভুভক্ত। সে মনিবের সব লোকজনদের পাহারা দিত। কেউ কাজে ফাঁকি দিলে, জিনিসপত্র ভেঙে ফেললে বা জিনিসপত্তর চুরি করলে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠে মনিবকে জানিয়ে দিত। ফলে লোকজনদের আর বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা চলত না। উঠে পড়তে হতো সকাল না হতেই। আর উঠেই মনিবের কাজে লেগে যেতে হতো।

অত সকালে উঠে—শীত নেই, বর্ষা নেই, কাজ করা—ব্যবসায়ীটির লোকলস্করদের আর সইছিল না। তারা মতলব আঁটছিল কি করা যায়? অনেক

www.pathagar.com

ভেবেচিন্তে শেষে তারা কুকুরটিকে একদিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল। যাক এবার বাঁচা গেল, রাত ভোর হবার আগে আর আমাদের উঠতে হবে না।

কিন্তু এতে ফল হল উল্টো। মনিব বেজায় চটে গেলেন। তিনি ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলেন। তারপর এক কড়া ব্যবস্থা নিলেন। রাত দ্বিতীয় প্রহর থেকেই তিনি তার লোকজনদের উঠিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতেন। মিষ্টি করে মুখে বলতেন—ওরে তোরা ওঠ, রাত আর নেই। উঠে পড়। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।

■ *উপদেশ : আমাদের দুর্গতির জন্যে আমরাই দায়ী।*

ভড়ং

এক যে ছিল মুচি। সে ঠিকমত জুতো সেলাই করতেও শেখেনি। তাই তার নিজের গ্রামে অন্ন জুটছিল না। সে তখন নিজের গ্রাম ছেড়ে অনেক দূর দেশে চলে এল। সেই দেশে এসে নিজেকে সে ডাক্তার পরিচয় দিল। এবং ওষুধের মত দেখতে কতকগুলি বড়িকে বিষের ওষুধ বলে প্রচার করতে লাগল। তার প্রচারের গুণে এবং বোলচালে ভুলে লোকে তা প্রায়ই কিনতে লাগল। ক্রমে তার ওষুধের ব্যবসা জমে উঠল। বেশ পয়সা হয়ে গেল তার। বরং তার খুব খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

একবার ওই দেশের রাজার এক পেয়ারের চাকরের খুব অসুখ হল। রাজা মুচিকে (ডাক্তারকে) ডেকে পাঠালেন। যথাসময়ে মুচি রাজদরবারে হাজির হল। রাজা ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাই চাকরের চিকিৎসার ভার দেবার আগে লোকটিকে তিনি একবার যাচাই করে নিতে চাইলেন। রাজা এক গ্লাস জল রেখে তাতে যেন কিছু বিষ মিশিয়ে দিচ্ছেন এমন ভাণ করে বললেন—এখন কি ওষুধ আছে তোমার—তা এতে দিয়ে তুমি এই জলটা খেয়ে ফেল দেখি—অনেক বক্‌শিস্ দেব তোমাকে।

মুচির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অগত্যা সে নিজের দোষ স্বীকার করে বলল—ওষুধ-টষুধ তার কিছুই জানা নেই। তার বোলচালে মুগ্ধ হয়ে এখানকার লোকেরা তাকে একজন দক্ষ চিকিৎসক বলে মনে করেছে। শুধু তাই নয়, মুচি এখন তার এখানে আসার কারণ পর্যন্ত একে একে সব স্বীকার করল।

রাজা তখন সব প্রজাদের ডেকে মুচির সত্যিকারের পরিচয় সকলের সামনে ফাঁস করে দিয়ে বললেন—অপদার্থ যে মুচির হাতে তার গাঁয়ের লোক তাদের জুতো মেরামত করতে দিতে সাহস পায় না, তোমরা এমন মূর্খ যে, না জেনেশুনে তারই হাতে তোমাদের জীবন রক্ষার ভার সঁপে দিয়েছিলে?

■ *উপদেশ : মূর্খ লোকদের জন্যেই জোচ্চোররা জোচ্চুরি করে চলে।*

বুদ্ধিই বল

এক যে ছিল কাক। কাকের একবার খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। সেই সকাল থেকে রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল সে। গ্রীষ্মকাল। চারিদিকে কোথাও জল

www.pathagar.com

নেই। মাটি ফেটে চৌচির। জলাশয়গুলি সব শুকিয়ে গেছিল। হঠাৎ কাক দেখল দূরে একটা জলের কলসি। সেখানে কোনোমতে উড়ে গিয়ে জল খেতে কলসির ভিতর ঠোঁট ঢোকাল। কিন্তু জলের নাগাল পেল না। কলসীতে অল্প জল, তা একেবারে তলায় পড়ে রয়েছে।

কি করা যায় ভাবতে লাগল কাক। এদিকে তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে দেখতে পেল কলসীর আশেপাশে অনেকগুলি নুড়ি পড়ে আছে। সে তখন একটা একটা করে নুড়ি এনে ফেলতে লাগল সেই কলসির ভেতর! অনেকগুলো নুড়ি ফেলা হতেই কলসীর জল উপরে উঠে এলে। সে তখন অনায়াসে সেই জল খেয়ে তেষ্টা দূর করলো। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে খুশি মনে সেখান থেকে উড়ে গেল।

■ *উপদেশ : কৌশলে অনেক কিছুই হয়।*

আত্মপ্রবঞ্চনা

একজন দাম্ভিক লোক গাইয়ে হবে বলে একটা পলস্তারা করা ঘরে তানপুরা নিয়ে সারাদিন গলা সাধতো। দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে তার কণ্ঠস্বর তখন আসল কণ্ঠস্বরের চাইতে অনেক জোরালো শোনাতো। সে ভাবতো, আঃ কী সুরেলা গলা আমার, এখন তো ফাংশানে নামলেই হয়। এক্কেবারে কেল্লাফতে করে দেব।

এই অহংকার নিয়ে সে একদিন মঞ্চে নেমে যখন গান গাইতে শুরু করল, তখন শ্রোতারা তার বদখত গলা শুনে তাকে কিলিয়ে মঞ্চ থেকে মেরে তাড়ালো।

■ *উপদেশ : মিথ্যা দম্ভের পতন অনিবার্য।*

উইল

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। এক ভদ্রলোক তিনটি মেয়ে রেখে মারা গেছিলেন। ভদ্রলোকের তিনটি মেয়ে তিন রকমের ছিল। একটি খুব সুন্দরী আর বিলাসিনী, আর একটি ছিল মিতব্যয়ী আর কঠোর পরিশ্রমী। ক্ষেত খামার নিয়েই সে মাথা ঘামায় তাছাড়া ভাল সুতোও কাটে। তৃতীয় মেয়েটি ছিল বিকলাঙ্গ এবং কুরূপা।

ভদ্রলোক মারা যাবার আগে একটা উইল করে গেছিলেন। সে উইলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ট্রাস্টি নিযুক্ত করে তাঁর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তিন মেয়েকেই সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বলে গেলেন। কিন্তু উইলে একটা শর্ত ছিল। যে ধনসম্পদ তারা পাবে তা কিন্তু তারা কেউই ভোগ করতে পারবে না। শুধু তাইই নয় ভোগ না করলে আবার প্রত্যেককেই এক হাজার পাউণ্ড করে দিতে হবে তাদের মাকে।

www.pathagar.com

এই অদ্ভুত উইলের খবর সারা এথেন্সে ছড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোকের স্ত্রী ছুটলেন বড় বড় আইনজীবীদের কাছে উইলের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। তাঁরা অনেক মাথা ঘামিয়েও বের করতে পারলেন না যে এ কি করে সম্ভব? মেয়েরা সম্পত্তির যে ভাগ পাবে, তা তারা ভোগ করতে পারবে না! অথচ আবার এই না ভোগ করতে পারার জন্যে এক হাজার পাউন্ড দিতে হবে। আর এই অর্থই বা তাদের তখন আসবে কোত্থেকে?

বহুদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও যখন এ ব্যাপারের কোনো কূল কিনারা মিললো না তখন ভদ্রলোকের বিধবা স্ত্রী আইনের ধার না ধেরে নিজের বিবেক বুদ্ধি মত সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা তিনি নিজেই ঠিক করলেন। তিনি ঠিক করলেন—সুন্দরী বিলাসিনী মেয়েটাকে ভাল পোশাক আশাক, গয়নাপত্র, সৌখিন জিনিস যা আছে সে সবই দেবেন, তার সঙ্গে দেবেন বান্দা, আর বাঁদী। খাটিয়ে মেয়েটাকে দেবেন তিনি ক্ষেত-খামার, গোলাবাড়ি, পশুপাল, আর চাষ-বাসের জন্যে যা কিছু লাগে,—কলি-কামিন-মজুর ইত্যাদি। আর বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে দেবেন তিনি থাকবার জন্যে একটা সুন্দর বাড়ি। তার সঙ্গে লাগোয়া চমৎকার একটা বাগান। আর দেবেন বড়সড় একটা ভাঁড়ার ঘর যেখানে ভাল ভাল খাবার জিনিস আর মদ সাজানো থাকবে।

এইরকম ভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করে একদিন বিধবা স্ত্রী লোকজন ডেকে তাদের সামনে তিন মেয়েকে যখন এইসব দিতে যাচ্ছেন আর লোকজনও সব তার বাটোয়ারার তারিফ করছে তখন কোত্থেকে খবর পেয়ে সেখানে হঠাৎ ঈশপ হাজির হল। তিনি সবকিছু শুনে বললেন—এই মেয়ে তিনটির বাবা যদি জানতেন যে এথেন্সের লোকগুলির মাথায় এমনই গোবর পোরা যে তারা কেউই তাঁর উইল-এর মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না, তাহলে তিনি বিরক্ত হয়ে তাঁর কবরের ভিতরেই পাশ ফিরতেন।

ঈশপের এই কথা শুনে সকলেই তখন তাঁকে ধরে বসল, তাহ'লে আপনিই বলুন, কি করে এই উইলের সমস্যার সমাধান হয়।

ঈশপ তখন বললেন—শুনুন কি করে এর সমাধান হয়। আসবাবপত্র সমেত ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি ঐ খাটিয়ে মেয়েটাকে দেওয়া হোক্। ভাল জামাকাপড় মণিমুক্তো, বিলাস দ্রব্য আর বান্দা বাঁদি দেওয়া হোক ঐ বিকলাঙ্গটিকে, আর চাষের জমি-জমা যন্ত্রপাতি, পশুর পাল, রাখাল, মজুর ইত্যাদি দেওয়া হোক সুন্দরী বিলাসিনী মেয়েকে। এই ব্যবস্থা হলে কেউই তার নিজের নিজের সম্পত্তি রাখতে চাইবে না। ব্যবহারও করতে চাইবে না। বিকলাঙ্গ সৌখিন জিনিস বিক্রি করে মদ কিন্‌তে চাইবে। খাটিয়ে চাষী মেয়েটি সুন্দর সাজানো বাড়ি, বাগান দিয়ে কি করবে? চাই তার চাষের জমি, চাষের সরঞ্জাম আর মজুর। বিলাসিনীর জমি-জমা চাষের সরঞ্জামের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল তার ভাল ভাল সাজগোজ। সুতরাং তাদের বাবার ইচ্ছেমত সম্পত্তির ভাগ পেয়ে তারা তা ভোগ করতে পারল না। বিক্রি করে দিল এবং বিক্রির ফলে তাদের বাবার নির্দেশ মত তাদের মাকে প্রত্যেকেই এক হাজার পাউন্ড করে দিল।

■ *উপদেশ : অল্প মেধার অসংখ্য লোক যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পায় না, একজন বিচক্ষণ, বিজ্ঞ লোক অতি সহজেই তার রহস্য ভেদ করতে পারেন।*

www.pathagar.com

কুকুরে কামড়ানো মানুষ

একবার একটি লোককে কুকুরে কামড়েছিল। সে এতে দারুণ ভয় পেয়ে যাকেই সামনে দেখে তাকেই জিজ্ঞাসা করে, ভাই আমায় কুকুরে কামড়েছে তুমি যদি এর কোনো ঔষুধ জানো তো আমায় বলো। লোকটির এই কথা শুনে একজন লোক বলল—জানি আমি ঔষুধ, আমি যা বলব, তা করতে পারবে?

লোকটা বলল—নিশ্চয়ই পারব, তুমি বলো—তাহলে শোন, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত তোমার সৃষ্টি হয়েছে, সেই ক্ষতের রক্তে এক টুকরো রুটি ভিজিয়ে—যে কুকুরটা তোমায় কামড়েছে তাকে খেতে দাও, তাহলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।

যাকে কুকুরে কামড়েছে, সেই লোকটি তখন হেসে বলল—ভাই, তোমার এই পরামর্শমত চলতে গেলে রক্তমাখা রুটির লোভে শহরে যত কুকুর আছে তারা সবাই আমাকে তখন কামড়াতে আরম্ভ করবে।

■ *উপদেশ : বিপদে মাথা ঠিক রেখে কাজ না করলে আরও বিপদে পড়বার সম্ভাবনা থাকে।*

ভবিতব্য

এক নিরীহ বৃদ্ধের একটি মাত্র ছেল ছিল। ছেলেটি ছিল তরুণ আর অসীম সাহসী, শিকারে নিপুণ এবং খুবই উৎসাহী।

বৃদ্ধ একদিন স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর একমাত্র ছেলেটিকে সিংহ মেরে ফেলেছে! এই স্বপ্ন দেখে বৃদ্ধটি খুবই ভয় পেয়ে গেলেন, কি জানি কি হয়! স্বপ্নে দেখা ব্যাপার অনেক সময় বাস্তবেও ঘটতে দেখা যায়। যাই হোক, সাবধান থাকাই ভাল মনে করে তিনি মাটির নিচে উঁচু পাঁচিল দেওয়া একটা বড় রকমের ঘর তৈরি করিয়ে ছেলেটিকে সেখানে আটকে রেখে বাইরে প্রহরী মোতায়েন করে দিলেন।

ছেলের আবার খুব শিকারের শখ ছিল। জীবজন্তু দেখলে তার মন ভাল থাকবে মনে করে তিনি ঐ ঘরের দেওয়ালে শিল্পী দিয়ে নানান জীবজন্তুর ছবি আঁকালেন, সিংহের ছবিও অবশ্য বাদ পড়লো না। এই সব ছবি দেখে শিকারী ছেলের মন ছটফট করতে লাগল, কবে ছাড়া পাবে সে—কে জানে? বিশেষ করে সিংহের দিকে নজর পড়লেই তার মেজাজটা রীতিমত খিঁচড়ে যেতে লাগল। সেটাকে লক্ষ্য করে ছেলেটি বলতো—মর, তুই মর, তুই আর আবার দেখা মিথ্যা স্বপ্ন—এই দুই কারণে আমি এখানে গৃহবন্দী। কি করে যে তোকে খতম করব! এই সব ভাবতে ভাবতে সিংহের ওপর রাগ আর সামলাতে না পেরে—দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোর মজা বলে দেওয়ালে আঁকা সিংহের চোখ উপড়ে নেবার চেষ্টায় সজোরে চোখের ওপর নখ ফোটাতে গেল। অমনি দেওয়ালের পলস্তারা খানিকটা ঢুকলো ছেলেটার নখের ভিতর। দারুণ যন্ত্রণা

www.pathagar.com

হতে লাগল। নখের ডগা থেকে কুঁচকি পর্যন্ত যন্ত্রণার চোটে সারা শরীর যেন বিকল হয়ে গেল। শেষে এই অসহ্য যন্ত্রণার ফলে হল জ্বর। বিষম জ্বর। সেই জ্বরে ছেলেটা মারা গেল।

সিংহের হাতে ছেলের মৃত্যু হবে—স্বপ্ন দেখেছিলেন বৃদ্ধ, তাই-ই হল, ছবি হলেও সিংহ তো বটে!

■ *উপদেশ : নিয়তির লিখন খণ্ডানো যায় না।*

অভিযোগ

একদা এক গ্রামে ছিল এক হাতুড়ে ডাক্তার। সেই হাতুড়ে ডাক্তার এক রোগীকে দেখতে এসেছে। অন্যান্য ডাক্তাররা সেই রোগীটিকে দেখে বলে গেছেন অনেক দিন ভোগান্তি আছে বটে তবে ভয় করবার কিছুই নেই। কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলল—তোমার বৈষয়িক কাজকর্ম কিছু যদি থেকে থাকে তো তা সব মিটিয়ে ফেল। কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি বড় জোর কাল অবধি তোমার আয়ু। এই কথা বলে হাতুড়ে ডাক্তারটি বিদায় নিল।

কয়েকদিন পরে অসুস্থ লোকটা বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন। শরীর তার দুর্বল, মুখ ফ্যাকাশে কোনো রকমে সে চলতে পারছিল। তাকে দেখেই হাতুড়ে ডাক্তারটি বলে উঠল—নমস্কার। তা ওখানকার (পরলোকের) খবর-টবর কী বলো?

রোগীকে বলল—খবর সব এক রকম ভালই। কারণ লিথে নদীর মিঠে জল প্রাণ ভরে খাওয়া যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ—একটা কথা—সেদিন—সেদিন যম আর নরকাসুরের মধ্যে যেসব কথা হচ্ছিল তাতে বুঝতে পারলাম এখানকার ডাক্তারদের ওপর তারা বড্ড রেগে রয়েছেন—কারণ ডাক্তাররাই তো লোকদের মরতে দিচ্ছে না। অবশেষে তারা একটা লিস্ট তৈরি করে ফেললেন, যেসব ডাক্তাররা শাস্তি পাবার যোগ্য। তোমার নামটাও সেই লিস্টে উঠতে যাচ্ছিল আর কি! আমি তখন তাদের সামনে নতজানু হয়ে অনেক অনুনয় করাতে তবে তাঁরা তোমার নামটা বাদ দেন। আমি তখন তাদের কাছে দিব্যি করে বললাম, তোমাকে সত্যিকারের ডাক্তার বলে যারা প্রচার করেছে তারা ডাহা মিথ্যাবাদী।

■ *উপদেশ : হাতুড়েদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই।*

www.pathagar.com

গোবর গণেশ

জিউসের মানুষ গড়া হয়ে গেল। হারমিস্‌কে জিউস বললেন এদের মগজে কিছু বুদ্ধি ঢোকাবার ব্যবস্থা কর। হারমিস তখন বুদ্ধি মাপার যন্ত্র নিয়ে, ক্ষুদ্রাকার মানুষের মগজে মেপে মেপে বুদ্ধি ঢালতে লাগলেন। ফলে মানুষরা হয়ে উঠল বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। ঢালতে ঢালতে পাত্রটা যখন একেবারে শূন্য হয়ে গেল তখন বিশালাকায় কয়েকজন তখনও বাকি আছে। কিন্তু এখন কি হবে? বুদ্ধির পাত্র যে একেবারে শূন্য! তাই তাদের আর কিছুই দেওয়া সম্ভব হল না। তাই তারা বুদ্ধিহীন ও মূর্খ হয়ে রইল। দৈত্যরা তাই হল গোবর গণেশ।

■ *উপদেশ : চেহারা বিশাল হলেই যে বুদ্ধি বেশি হবে—এ ধারণা একেবারেই ভুল।*

বিপদে পড়লে

অনেকগুলি যাত্রী নিয়ে একটা জাহাজ ছাড়ল। জাহাজটা বেশ চলছিল। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরে ভীষণ ঝড় উঠল সমুদ্রে, জাহাজ এই বুঝি ডুবে যায়। ভয়ে যাত্রীরা সব নিজেদের জামাকাপড় ছিঁড়ে নিজের নিজের ধর্মের দেবতাদের কাছে মানত করতে লাগল, ঠাকুর রক্ষা কর, ঝড় থামিয়ে আমাকে বাঁচাও, তোমায় খুশি করে নানা উপচারে পূজা দেব।

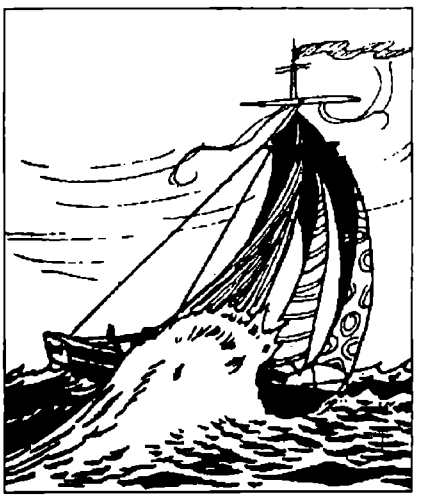

ঝড়ের দাপট অবশ্য একটু পরেই কমে গেল। অবশেষে একেবারেই থেমে গেল। যাত্রীরা তখন আনন্দে নাচগান শুরু করে দিল। দেবতাদের ধন্যবাদ বা পূজা দেবার কথা তাদের একবারও মনে এল না।

জাহাজের চালক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের এইসব কাণ্ড দেখছিলেন। শেষে আর না থাকতে পেরে তিনি বলে উঠলেন, ভাইসব, মুশকিল আসানের পর প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে আমরা আনন্দে মেতে উঠেছি বটে, তবে এ কথাও মনে রাখবেন, আগের চেয়েও বেশি দুর্যোগের মধ্যে আমরা আবার পড়তে পারি।

■ *উপদেশ : বিপদ অবসানেও ঈশ্বরের কথা স্মরণ করতে হয়।*

ভাগ

দুইজন লোক এক সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলছিল। ওদের একজন পথে একখানা কুড়ুল কুড়িয়ে পেতেই অপরজন বলে উঠল, আমাদের আজ যাত্রা শুভ, আমি একটা ভাল জিনিস কুড়িয়ে পেলাম।

www.pathagar.com

এই কথা শুনেই তার সঙ্গী বলে উঠল আমি পেলাম বছল কেন, বল, আমরা পেলাম।

এরপর আবার তারা চলতে থাকল। কিছুদূর এগোতেই যাদের কুড়ুল হারিয়েছিল তারা ছুটে আসছে দেখেই যে কুড়ুল পেয়েছিল সে অমনি বলে উঠল—এই রে, এবার আমরা গেছি। সঙ্গীটি অমনি তার উত্তরে বলে উঠল, 'আমরা গেছি বলছ কেন, বল আমি গেছি। মনে নেই কুড়ুল পাবার সময় তুমি বলেছিলে আমি পেয়েছি। এখন আবার 'আমরা আমরা' করছ কেন?

■ *উপদেশ : স্বার্থপর লোকেরা সৌভাগ্যের ভাগ নিতে চায়, দুর্ভাগ্যের নয়।*

ঢিবি থেকে

খুব সরু একটা পথ দিয়ে হারকিউলিস যাচ্ছিলেন। পথে যেতে যেতে দেখলেন, পথের একধারে মাটিতে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। দেখতে অনেকটা আপেলের মত। কি খেয়াল হতেই হারকিউলিস পা দিয়ে সেটা চেপে দিলেন। আর কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুটা দ্বিগুণ বড় হয়ে গেল। তাই না দেখে হারকিউলিস খুব রেগে গেলেন। বেশ জোরে একটা লাথি মারলেন তিনি তার ওপর। এবং হাতের মুগুরটা দিয়ে এক ঘা কষালেন। এর ফলে সেটা বেড়ে বেড়ে এত বড় হয়ে গেল যে তাতে সারা পথটা গেল আটকে।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে হাতের মুগুর ফেলে দিয়ে হারকিউলিস এক পাশে সরে গিয়ে অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

আর এই দেখে দেবী এথেনা হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন—এ কী করলে তুমি? তুমি না বীর! বীরের এই কি ধর্ম? এই যা তুমি সামনে দেখছ এ হচ্ছে কলহ। বিবাদের বা বিরোধের পরিণাম, রীতি ও তার মতিগতি। ওর সঙ্গে লাগতে না গেলে ও আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনই থাকত আর লাগতে গেলে ও ফুলে ফেঁপে কেমন বাড়তে থাকে তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখলে।

■ *উপদেশ : কলহ ও বিবাদ জগতে সকল অনর্থের কারণ।*

এক চাষী ও তার ছেলেরা

এক গ্রামে এক চাষী ছিল। তার ছেলেগুলো ছিল ভীষণ কুঁড়ে। মরবার আগে চাষী ছেলেদের কাছে ডেকে বলল—শোন পুত্ররা, আমার সময় হয়েছে আমাকে এবার যেতে হচ্ছে। এ পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে কয়েকটি কথা তোমাদের বলতে চাই। ভাল করে মন দিয়ে শোন। তোমাদের আমি যা দিয়ে যেতে চাই, তা ঐ যে আঙুরের ক্ষেত দেখছ, ওর তলায় লুকোনো আছে, খুঁড়ে দেখবে তোমরা। ভাল করে খুঁড়লেই পেয়ে যাবে। এই বলে চাষী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

চাষীর মৃত্যুর পর তার ছেলেরা ভাবল, বাবা যা বলে গেলেন তাতে বোঝায় আঙুর ক্ষেতে তিনি কিছু গুপ্তধন রেখে গেছেন। এই ভেবে গুপ্তধনের খোঁজে তারা

www.pathagar.com

আঙুর ক্ষেত্রের সব জায়গাটাই খুঁড়ে ফেলল। খুব ভাল করেই খুঁড়ে দেখল। কোনো জায়গা বাদ রইল না। কিন্তু গুপ্তধন? কোথাও নেই! সব ভোঁ—ভোঁঃ!

কিন্তু অমন ভাল করে খোঁড়ার ফলে ঐ ক্ষেতে সেবার প্রচুর আঙুর ফলল, এমনটি আর কোনোবার হয়নি।

■ *উপদেশ : পরিশ্রমই সকল সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ।*

নিজে নিজেই চেষ্টা করতে হয়

এথেন্সের এক ধনী ব্যক্তি একবার বাণিজ্য করতে সমুদ্রযাত্রা করলেন। সঙ্গে তার অনেক লোক-লস্কর ছিল। কিছুদূর যাবার পর সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় উঠল। আর সেই ঝড়ে জাহাজ ডুবে গেল। জাহাজডুবির পর লোকেরা সাঁতরে তীরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ধনী লোকটি তা না করে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে দেবী এ্যাথেনার কাছে অনেক কিছু মানত করতে লাগলেন।

পাশ থেকে তাঁর কাছ দিয়ে একটি লোক সাঁতরে যেতে যেতে ধনী ব্যক্তিটিকে বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে গেল, নিজেকে বাঁচানোর ভার কেবল দেবতার ওপর ছেড়ে না দিয়ে বাঁচবার জন্যে নিজেও একটু হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করুন!

■ *উপদেশ : যে নিজে চেষ্টা করে তাকে দেবতা সাহায্য করে।*

অন্যায়ের প্রশ্রয়

একটি ছেলে ছিল। ছোট বেলাতেই সে তার মাকে হারিয়েছিল। ফলে সে তার মাসীর কাছেই বড় হচ্ছিল। তার মা নেই বলে কেউ তাকে কখনও বকাঝকা করতো না। মাসী তাকে খুবই আদর করত।

একদিন ছেলেটি স্কুলের এক সহপাঠীর পেন্সিল চুরি করে এনে তার মাসীকে দেখাল, মাসী তাকে তিরস্কার না করে তার প্রশংসাই করল। ছেলেটি আর একবার তার কোনো বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা ভাল জামা চুরি করে এনে তার মাসীকে দিল, মাসী তাকে আরও প্রশংসা করল। ছেলেটি এরপর ক্রমশ বড় হয়ে যৌবনে উপনীত হলে আরও বড় রকমের সব চুরি করতে শুরু করল। এমনি করতে করতে একদিন সে ধরা পড়ে গেল। তার চুরির বিচার হল আদালতে, তাতে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আগে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো সাধ আছে তোমার? কোনো ইচ্ছে থাকলে বলতে পার।

এদিকে মাসী তার পুত্রবৎ ছেলেটির প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে বুক চাপড়ে কাঁদছিল।

www.pathagar.com

ছেলেটি বধ্যভূমিতে যাবার আগে বলল—আমি আমার মাসীর কানে কানে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

এই অনুমতি মিলল। ফলে সে মাসীর কানের কাছে মুখ নিয়ে তার কানের লতি কামড়ে ছিঁড়ে দিল। তারপর বলল, মাসী, আজ তুমিই আমার প্রাণদণ্ডের কারণ। প্রথম থেকে কু-অভ্যাস ত্যাগ করতে বললে আজ আর আমাকে এইভাবে মরতে হোতো না।

■ *উপদেশ : ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দিতে হয়।*

ব্যাধি

একদা এক সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক ছিল। আর তার স্বামীটি ছিল পাঁড় মাতাল। কিছুতেই তার স্ত্রী স্বামীকে মদ খাওয়া ছাড়াতে পারছিল না। একদিন স্ত্রীটি তার স্বামীর এই বদ অভ্যাসটি ছাড়াতে এক ফন্দি আঁটল। স্বামী পাঁড় মাতাল হবার পর যখন তার জ্ঞানগম্যি বলে আর কিছুই রইল না তখন সে তাকে কাঁদে করে বয়ে নিয়ে এক কবরখানায় রেখে এল।

এরপর যখন তার মনে হল—ঘুমোনোর পর স্বামীর হয়ত এতক্ষণে মদের নেশা কেটে গেছে, তখন সে কবরখানার দরোজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল।

স্বামীর তখন ঘুম ভেঙেছে। সে হুঙ্কার দিয়ে বলল—কে? কে ডাকে আমায়?

স্ত্রীটি শান্ত স্বরে উত্তর দিল—আমি গো, আমি মড়ার পিণ্ডি এনেছি আমি, ওঠো, উঠে খাও।

ধুত্তোরি তোমার খাবার, কোনো খাবারের দরকার নেই আমার, কিছু মদ আনতে পার তো আনো, এছাড়া অন্য কিছুই আমি চাই না।

স্বামীটির এই কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল, আরে আমার পোড়া কপাল, তোমায় শোধরাবার জন্যে আমি এত ফন্দি আঁটলাম, সেসবই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল! তুমি আরও নিচে নেমে গেলে? এই বলে স্ত্রীটি হা-হুতাশ করে শুধুই কাঁদতে লাগল।

■ *উপদেশ : অল্প সময়ের মধ্যে বদ অভ্যাস পরিবর্তন করার চেষ্টা করা বৃথা।*

ঠগ

একদা এক গ্রামে এক চতুর স্ত্রীলোক থাকত। সে ডাইনী সেজে দেবরোষ, অপদেবতার দৃষ্টি রুখতে পারে বলে নানা মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে তুক্‌তাক্ দেখিয়ে জড়িবুটি বিক্রি করে বেশ টাকা রোজগার করত। তার টাকাও হয়ে গেল প্রচুর। অবশেষে সে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে বলে একদিন আদালতে অভিযুক্ত হল। বিচারে

www.pathagar.com

তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল। আদালত থেকে যখন লোক বলে উঠল—কি, গো ভাল মানুষের বেটি, তুমি তুক্‌তাক্ করে নাকি দেবতাদের রোষ রুখতে পার, তা এবার তুমি সামান্য মানুষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলে না?

■ *উপদেশ : লোক ঠকানো বেশিদিন চলে না।*

ডিম খেকো কুকুর

এক যে ছিল কুকুর। সে খুব ডিম খেতে ভালবাসতো। একবার সে ঘুরতে ঘুরতে ডিমের মত দেখতে কঠিন আবরণ যুক্ত একটা ঝিনুক দেখে সেটা ডিম মনে করে মুখে পুরে গপ্ করে গিলে ফেলল। ফলে কিছুক্ষণ পরে তার পেটে দারুণ যন্ত্রণা শুরু হল।

কুকুরটা তখন ভাবল যেমন বুদ্ধি আমার ডিমের মত দেখতে অন্য জিনিসকে ডিম মনে করে খেয়ে ফেলেছি আমি। আর তার ফলেই আমার পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে!

■ *উপদেশ : উপরটা চকচকে দেখলেও ভাল করে যাচাই না করে কোনকিছু গ্রহণ করতে নেই।*

পেট আর পায়ের দ্বন্দ্ব

একদিন পেট আর পায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল—কার শক্তি বেশি তাই নিয়ে। পা, পেটকে বলছিল, কে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়? আমিই তো! তাহলে বলো যে, আমারই শক্তি বেশি।

পেট বলল—বটে? কিন্তু আমি পেট, আমিই খাবার খেয়ে হজম করি, তোমায় পুষ্টি জোগাই, তাই না তুমি হাঁটতে পার—তা হলে?

পা বলল—আমি পায়ে হেঁটে খাবার যোগাড় করি বলেই তো তুমি খাদ্য পাও।

পেট বলল—আমি তো তোমাকে পায়ে হাঁটার শক্তি জোগাই। আমি শক্তি না যোগালে তুমি কেমন করে হাঁটতে?

■ *উপদেশ : নিজে নিজে কেউই চলতে পারে না। বাঁচতে হলে অনেকের সাহায্যই নিতে হয়।*

ভাগ্যের বশে দুর্গতি

একটি লোক সুদীর্ঘ ভ্রমণে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পথ-পার্শ্বে এক কুয়োর ধারে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে গড়াতে গড়াতে সেই কুয়োয় যখন সে পড় পড় তখন ভাগ্যদেবী এসে তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন—এখনই কুয়োয় পড়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছিলে, পড়লে নিজের দোষ না দেখে আমায় দোষ দিতে। বলতে ভাগ্যের দোষেই তো তোমায় কুয়োয় পড়তে হল। বোকার মত কেউ কি কুয়োর পাশে ঘুমোয়?

■ *উপদেশ : মানুষের স্বভাব হল নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।*

মাছ ধরতে জল ঘোলা

একটি লোক নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরতে এসেছিল। ছোট্ট নদী। নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত জাল ছড়িয়ে একটা দড়িতে পাথর বেঁধে সেই দড়ি টেনে মাছ তাড়িয়ে আন্‌তে লোকটি চেষ্টা করছিল। জালের ভেতর তাড়া খেয়ে মাছগুলি কোথায় যাচ্ছে তার আর হিসাব না রেখে জালের মধ্যে ঢুকছিল। এতে নদীর জল ঘোলা হয়ে উঠছিল।

এইসব দেখে পল্লীবাসীর একজন তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ তুমি, আমরা এখানকার জল পান করি। আর সেই জল তুমি এমন করে ঘোলা করছো?

■ *উপদেশ : অপরের অসুবিধা করে নিজের সুবিধা করতে নেই।*

মাটির ও কাঁসার কলসী

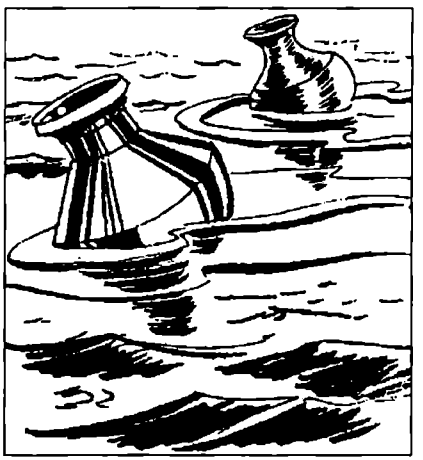

একদা এক কাঁসার কলসী আর মাটির কলসী জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। কিছুদূর যাবার পর কাঁসার কলসী মাটির কলসীকে ডেকে বলল—ভাই, তুমি আমার কাছাকাছি থাক, তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব।

মেটে কলসী উত্তরে বলল—তোমার শুভেচ্ছার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি। কিন্তু যে ভয়ে আমি তোমার কাছাকাছি হচ্ছি না, তোমার কাছে গেলে সেই ভয়ের ব্যাপারটাই ঘটবে। তুমি দয়া করে দূরে দূরে থাকলেই আমি খুশি হবো। বুঝেছো তো? তোমার সঙ্গে আমার একবার ধাক্কা লাগলেই আমি ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে যাবো!

■ *উপদেশ : সবল প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল!*

ধনবৃদ্ধি

একদিন হেরাক্লিস মানুষ থেকে দেবতার শ্রেণীতে উত্তরিত হল। দেবতা জিউস তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেন। এক বিরাট সভা ডাকলেন।

দেবতাদের সেই সভায় সবার শেষে হাজির হল প্লুটাস। তিনি আসা মাত্রই হেরাক্লিস তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নিচু করেই রইলেন।

www.pathagar.com

দেবতা জিউস অমনি তাঁকে বলে উঠলেন—একি, আর সবাইকে সানন্দ অভিবাদন, আর সাদর সম্ভাষণ তুমি জানালে আর প্লুটাস আসতেই তুমি তার দিকে থেকে এমন মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন?

হেরাক্লিস উত্তরে বললেন—যখন আমি মানুষের সমাজে ছিলাম তখন এর রকম-সকম হাবভাব আমি তেমন ভাল দেখিনি। এঁর যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল তারাও তেমন ভাল লোক ছিল না।

■ *উপদেশ : মানুষের ধনবৃদ্ধি হলেও তারা সৎ হয় না।*

আশা

দেবতা জিউস একবার মানুষের জীবনের যা কিছু ভাল তার সবটুকু একটা পাত্রে পুরে তার ওপর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা দিয়ে একটা লোকের হেফাজতে রাখলেন। এদিকে সেই লোকটার খুব কৌতূহল হল পাত্রের ভিতর কি আছে তা দেখবার জন্যে। লোকটি তখন পাত্রের ওপরের ঐ ঢাকনাটা খুলে দেখতে গেল ওর মধ্যে কি আছে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের সব কিছু উড়ে মর্ত্য থেকে স্বর্গে চলে গেল। তলায় পড়ে রইল শুধু আশা। কারণ লোকটা সবকিছু উড়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি পাত্রের মুখটা ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল।

■ *উপদেশ : আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে আছে।*

মিথ্যা

একদা এক গ্রামে দুটি ছেলে ছিল। ছেলে দু'টি একদিন মাংসের দোকানে মাংস কিন্‌তে গেল। কসাই যেইনা তাদের দিকে পিছন ফিরেছে, অমনি ছেলে দু'টির একজন কিছুটা মাংস তুলে নিয়ে অপর ছেলেটির পকেটে পুরে দিল। কসাই মুখ ফিরে তার রাখা মাংস দেখতে না পেয়ে ছেলে দুটিকে ধরল—তোরা নিশ্চয়ই আমার মাংস চুরি করেছিস?

যে ছেলেটি মাংস তুলে নিয়েছিল সে শপথ করে বলল—আমার কাছে কোনো মাংস নেই। আর যা পকেটে মাংস ছিল, সেও শপথ করে বলল—আমি তোমার মাংস চুরি করিনি।

কসাই তখন তাদের চালাকি ধরতে না পেরে বলল—বুঝেছি বাবা, বুঝেছি, এ চালাকি বা শপথ করে তোমরা আমাকে ঠকাতে পারলে বটে, কিন্তু দেবতাদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না।

■ *উপদেশ : শপথ করে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করা যায় না।*

www.pathagar.com

বিধাতার কারিগরি

জনশ্রুতি আছে যে, মানুষ সৃষ্টির আগে বিধাতা পুরুষ পশুপাখি তৈরি করে হাত পাকিয়েছিলেন। পশু-পাখিদের তিনি কাউকে দিলেন গায়ের বল, কাউকে দিলেন অতি দ্রুত চলবার ক্ষমতা, আবার কাউকে দিলেন আকাশে ওড়বার পাখা। মানুষ এ সবের কোনো কিছুই পেল না। তবুও বিধাতাপুরুষ তার ক্ষমতামত মানুষ তৈরি করলেন। মানুষের ক্ষোভ জমতে থাকল। তাই মানুষ একদিন বিধাতাকে বলল—কেন এই প্রভেদ? ওদের যা যা দিলেন তার কোনোটাই তো আমাদের ভাগ্যে জুটল না, কি অপরাধ করেছি আমরা?

বিধাতাপুরুষ বললেন—মিছিমিছি তোমরা দুঃখ পাচ্ছো। তোমাদের যা আমি দিয়েছি তা আর কাউকেই আমি দিইনি। তোমরা আমার কাছ থেকে বিচার করবার শক্তি পেয়েছো। বুদ্ধি পেয়েছো। স্বর্গে মর্ত্যে এই গুণের জুড়ি আর কোথাও পাবে না।

■ *উপদেশ : বুদ্ধিবলেই মানুষ সকলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে।*

জ্যোতিষী

একদেশে এক জ্যোতিষী ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে বেশ ভালই পসার জমিয়ে তুলল। বহুলোকের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সে গুনে বলে দিয়েছে। এমন সময় একটা লোক এসে তাকে বলল—কারা যেন তার ঘরের দরোজা ভেঙে তার জিনিসপত্র সব লুট করে নিয়ে গেছে। কথাটা শুনেই জ্যোতিষী চিৎকার করে এক লাফে উঠে ছুটল তার বাড়িতে কী ঘটছে তাই দেখতে। পাশের একটা লোক অমনি তাকে বলে উঠল, অন্য লোকের কী ঘটতে যাচ্ছে তা নাকি তুমি গণনা করে বলতে পার—কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তুমি আগে থেকে জানতে পার না?

■ *উপদেশ : পরের ভবিষ্যৎ জানার আগে নিজেরটাও জানা উচিত।*

পাটোয়ারি বুদ্ধি

একবার একটি লোক বাড়ি থেকে যাত্রা করল—অনেক দূরের দেশে সে যাবে। পথে যেতে যেতে সে দেবতা হারমিসের কাছে শপথ করল—পথে যদি সে কোনো জিনিস কুড়িয়ে পায় তাহলে সে তার অর্ধেক দেবতা হারমিসকে অর্ঘ্য স্বরূপ নিবেদন করবে।

কিছুদূর যাবার পর পথে সে একটা থলি কুড়িয়ে পেল। সে সেটা কুড়িয়ে নিল। লোকটি ভাবল এর ভেতর নিশ্চয়ই কিছু টাকা-পয়সা আছে। কিন্তু থলিটি খুলে ফেলতেই দেখা গেল, তাতে কিছু বাদাম আর কিছু খেজুর রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকটি তখনই সেগুলো খেয়ে ফেলল। তারপর বাদামের খোসা আর খেজুরের আঁটিগুলো বেদীর ওপর রেখে বলল—ঠাকুর, আমি যে মানত করেছিলাম তোমার কাছে,—এই নাও তুমি! পথে আমি যা কুড়িয়ে পেয়েছি—এই নাও তার অর্ধেক।

■ *উপদেশ : জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষের প্রতিনিয়ত দেবতাকে ঠকানো উচিত নয়।*

খুঁত ধরা

দেবতা জিউস সৃষ্টি করেছিলেন একটা ষাঁড়। প্রমিথিউয়াস সৃষ্টি করেছিলেন একটা মানুষ আর এ্যাথেনা তৈরি করলেন একটা বাড়ি। তিনজন তখন মোমাসকে বললেন—তুমি এবার বিচার করে বলো তো, কারটা সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

এদের কারিগরি দেখে মোমাসের মনে মনে খুব ঈর্ষা হল। তিনি প্রতিটিরই কিছু না কিছু খুঁত বার করলেন। তিনি বললেন—জিউস তার ষাঁড়টাকে যথাযথ তৈরি করতে পারেনি। ষাঁড়ের চোখ দুটো তার শিং-এর ওপরে বসানো উচিত ছিল। তাতে কাকে গুঁতোতে যাচ্ছে সে তা আগে থেকেই দেখতে পেতো।

আর প্রমিথিউয়াসের মানুষ তৈরি করাও নিখুঁত হয়নি। অনেক খুঁত থেকে গেছে! মানুষের মনটা তার বাইরে রাখাই উচিত ছিল। তাতে করে মানুষটা কেমন তা বাইরে থেকে লোকে আগেই ভাল করে বুঝতে পারত। মানুষ তাহলে তার দুষ্প্রবৃত্তি, কু-কর্মের ইচ্ছা লুকিয়ে রাখতে পারত না।

এবার মোমাস, এ্যাথেনার বাড়ি তৈরি সম্বন্ধে বলল—এ বাড়ির চাকা থাকা উচিত ছিল। প্রতিবেশীরা খারাপ লোক বুঝলে বাড়ির মালিক তার বাড়িটা ঠেলে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারত।

মোমাসের এই সব অদ্ভুত সমালোচনা শুনে জিউস খুব রেগে গেল এবং তাকে আলিম্পাস থেকে নির্বাসিত করলো।

■ *উপদেশ : দুনিয়ার সব ভাল জিনিসের মধ্যেও কিছু না কিছু খুঁত থাকবেই।*

প্রতিকার

একবার পৃথিবীতে যেসব নদী আছে তারা সকলেই জোট বাঁধল। তারা একদিন একজোট হয়ে সমুদ্রের কাছে গিয়ে সমুদ্রকে দোষারোপ করে বলল—এ কেমন ব্যবহার আপনার, আমরা পরিষ্কার খাবার জল নিয়ে আপনার কাছে এলেই আপনি তা পান করবার অযোগ্য—লোনা করে দেন কেন?

www.pathagar.com

নদীগুলির এই অভিযোগ শুনে সমুদ্র বলল—এর প্রতিকার তো তোমাদের হাতেই আছে। এক কাজ কর, তোমরা এবার থেকে আর আমার কাছে এসো না; তাহলে তোমাদের জল আর লোনা হবে না।

■ *উপদেশ : সত্যিকারের বন্ধু ও নিকট আত্মীয়দের দোষারোপ করা উচিত নয়।*

সূর্য ও পবন

পবন আর সূর্যের মধ্যে একদিন প্রচণ্ড তর্ক শুরু হল। দু'জনের মধ্যে কার শক্তি বেশি, এই ছিল তর্কের বিষয়। তর্কের শেষ কিছুতেই হয় না। এ বলে আমি বড় ও বলে আমি বড়। কিন্তু কেউই হার স্বীকার করতে চায় না।

অবশেষে দু'জনেই ঠিক করল—এরকমভাবে আমাদের কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখা যাক, কার শক্তি সবচেয়ে বেশি। পবন বলল—ঐ দেখো, রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা শুরু হোক। যে ঐ লোকটার জামা কাপড় জোর করে খোলাতে পারবে—সেই-ই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবে। এবং তারই শক্তি বেশি আছে বলে মেনে নিতে হবে।

প্রথমে পবনকেই শুরু করতে অনুরোধ করল। পবন এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জোরে বাতাস ছেড়ে লোকটার জামাকাপড় ছাড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু বাতাস একটু জোরে বইতেই লোকটা তার জামাকাপড় একটু এঁটে গায়ে জড়াল। বাতাস আরও জোরে বইতে শুরু করলে লোকটা তার গায়ে আরও ভাল করে জামাকাপড় জড়ালো। তারপর বাতাস যখন দারুণ জোরে হাড় কাঁপিয়ে বইতে শুরু করল তখন লোকটা যে জামাকাপড় পরা ছিল তাতে না কুলোনোতে তার ওপর আরও একটা মোটা কোট পরে নিল। ব্যাপার দেখে পবন হাল ছেড়ে দিল। কিছুতেই লোকটার গায়ের থেকে জামাকাপড় ছাড়াতে পারলো না।

এবার সূর্যের পালা। সূর্য তার শক্তির পরিচয় দেওয়া শুরু করল। সূর্য একটু তাপ বাড়াতেই লোকটা গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। এরপর সূর্য আরও তাপ বাড়াতে লাগল। তাপ যখন প্রচণ্ড বাড়লো লোকটি তখন একের পর এক জামাকাপড় খুলতে লাগল। আরও তাপ বাড়াতেই লোকটা আর সহ্য করতে না পেরে অবশেষে গায়ের সব জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে পাশের এক নদীতে গা ঠাণ্ডা করতে নেমে গেল।

■ *উপদেশ : জবরদস্তি করে কোনো কাজ হাসিল করা যায় না।*

www.pathagar.com

আদর

একদা এক রাখালের একটা কুকুর ছিল। রাখালটি সারাদিন ভেড়া চরাতো। আর কোনো ভেড়ার মরা বাচ্চা হলে বা কোনো ভেড়া মরো মরো হলে রাখাল ঐ পোষা কুকুরটাকে তা খেতে দিত। একদিন রাখাল ভেড়াগুলো খোঁয়াড়ে আনবার পর বদমাশ কুকুরটা খোঁয়াড়ে ঢুকে ভেড়াগুলোকে আদর করছিল।

রাখাল এ ব্যাপারটা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলো, সে কুকুরটার পেছন থেকে বলে উঠল—হতভাগা এখানে কী করছিস্? খুব যে আদর দেখানো হচ্ছে! ওরা মরমর হলে তুই খুশি হোস্ তাই না? আমি বলছি তুই মর। তোর বড় নোলা বেড়েছে। আমার ক্ষতি চাইছিস্! দূর হ এখান থেকে।

■ *উপদেশ : মন আর মুখে দুইরকম মানুষের সংখ্যাই এখন বেশি দেখা যায়।*

গলায় বেড়ি

এক ছিল কুকুর। লোক দেখলেই সে তেড়ে এসে কামড়ে দিত। লোকে তাকে রাগ করে দুষ্টু কুকুর বলত। এই কুকুরটাকে নিয়ে তার মনিব হিমশিম খেত। পাড়া প্রতিবেশী কমবেশি সকলেই এই ক্ষ্যাপা কুকুরটির সম্বন্ধে অভিযোগ করতো, আজ একে কামড়াচ্ছে কাল ওকে দৌড় করিয়ে ডোবায় ফেলছে। কখন, কোথায় কাকে এই ক্ষ্যাপা আর বদরাগী কুকুরটা কামড়াবে সেই ভয়েই সবাই তটস্থ হয়ে থাকতো।

এই সব দেখে মনিবটি তার কুকুরটার গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দিলেন। যাতে সে কাছাকাছি আসছে জেনে লোকে সাবধান হতে পারে।

এদিকে এই ঘণ্টা গলায় পেয়ে কুকুরটার খুব গুমোর হল। সে অনেক লোককে এটা দেখাবে, এর বাজনা শোনাবে বলে একদিন ওখানকার বাজারের মধ্যে গিয়ে হাজির হল। খুব অহঙ্কার হয়েছিল তার।

বাজারে একটা বুড়ি কুকুরী থাকতো। সে এই কুকুরটাকে দেখেই বলে উঠল, কি গো, গলার ঘণ্টা দেখাতে বেরিয়েছ আর বাজনা শোনাতে এসেছ? তা ওটা তোমার সৎ স্বভাবের পুরস্কার নয়। তোমার যে বদ স্বভাব তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, মানে তোমার মনিব তোমার গলায় ঘণ্টা বেঁধে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছে। আর তোমার স্বভাবে ঐ ঘণ্টার বাজনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তোমার ওটাকে নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই বুঝলে তো? মাথায় তো গোবর পোরা, তাই এই সব বুঝবে কী করে?

■ *উপদেশ : খারাপ লোকের হামবড়াই ভাবেই তাদের মন্দ-স্বভাব প্রকাশ পায়।*

www.pathagar.com

মুখোশ

এক ছিল বনবেড়াল। সে একবার শুনতে পেল, এক চাষীর খামারে কিছু মুরগীর অসুখ করেছে। সে তখন এক থলে ভর্তি যন্ত্রপাতি নিয়ে বদ্যি সেজে সেই খাবারে হাজির হয়ে বাইরে থেকেই মুরগিদের উদ্দেশ্যে বলল—এই যে বন্ধুরা এখন তোমরা কেমন আছো বল তো? মুরগীদের তরফ থেকে উত্তর এল, তুমি এখান থেকে দূর হলেই আমরা খুব খুশি হবো।

■ *উপদেশ : দুর্জন সাধু সেজে এলেও অভিজ্ঞদের চোখে ধরা পড়ে যায়।*

ঈর্ষা

একবার একটি লোক একটা তোতাপাখি বাড়িতে কিনে আন্‌লো। তোতাপাখিটি ছিল পোষমানা। লোকটি ভাবল, এই পোষমানা পাখিটি অনেক কাজে লাগবে এবং অনেক আনন্দ দেবে।

তখন শীতকাল ছিল। চিমনির ধারে বসে বাড়ির সবাই আরামে আগুন পোহাচ্ছিল। এমন সময় তোতাটা এসে বসল এক উঁচু জায়গায়। বসে বসে অনেক মজার কথা বলে বাড়ির লোকদের আনন্দ দিচ্ছিল।

এদিকে বাড়ির হুলো বেড়ালটা এইসব দেখে আর থাকতে না পেরে এগিয়ে এল। এগিয়ে এসে সে তোতা পাখির উদ্দেশ্যে বলল, কে রে তুই? কোত্থেকেই বা উড়ে এসে জুড়ে বসলি এখানে।

তোতাপাখিটি উত্তর দিল, বাড়ির মালিক আমায় কিনে এখানে নিয়ে এসেছ।

হুলোটি তখন বলল, তোমার সাহস তো কম নয়! আমি এই বাড়িতে জন্মেছি, অনেকদিন ধরে এখানে আছি, তবু আমি একবার মিঁউ করে ডাকলেই বাড়ির লোকেরা আমায় লাঠি নিয়ে তাড়া করে আর তুমি সবে এই বাড়িতে এসেছ? আর এসেই এমন বক্ বক্ শুরু করেছো?

হুলো বেড়ালের এই কথা শুনে তোতা পাখিটি বলল, একটু ঘুরে এসো। তোমার মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। আসল কথাটা তুমি আমার কাছেই শুনে রাখো। আসল কথা হচ্ছে, তোমার গলার আওয়াজ শুনে বাড়ির লোকেরা বিরক্ত হয়। কিন্তু আমার গলার স্বরটা তাদের আনন্দ দেয়।

■ *উপদেশ : মনে ঈর্ষা রেখে কারও সমালোচনা করা উচিত নয়।*

প্রতিশ্রুতি

একবার এক কাক ফাঁদে ধরা পড়ল। ধরা পড়ে কাকটি এ্যাপোলোর কাছে প্রার্থনা করল, ঠাকুর, হে ঠাকুর, আমায় এবারের মত রক্ষা কর। আমি তোমায় ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করব রোজ।

www.pathagar.com

অতএব এ্যাপোলোর কৃপায় কাকটি সে যাত্রা ফাঁদ থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু ঠাকুরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেল। ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করা তো দূরের কথা এ্যাপোলোকে একবার স্মরণও করলো না। বলাবাহুল্য এর কিছুদিন পরেই আবার কাকটি ফাঁদে পড়ল। এবার কাকটি দেবা হারমিসের কাছে মানত করলো, একটা ভেড়া।

হারমিস তার মানত শুনে চটে লাল। বলল, হতভাগা, তুমি এক দেবতার সঙ্গে জোচ্চুরি করে আমার শরণ নিতে এসেছ? আর আমি তোমায় বিশ্বাস করব, তা তুমি ভাবলে কেমন করে?

■ *উপদেশ : বারবার বেঈমানি করা যায় না।*

সৎ পরামর্শ

একবার এক ঈগলের সঙ্গে এক কচ্ছপের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাই কচ্ছপটি একদিন ঈগলকে ধরে বসল, ভাই আমাকে একটু উড়তে শেখাও না। ঈগলটি বলল, সে কি করে হবে ভাই! উড়তে গেলে যে দুটি ডানা লাগে! তা তো তোমার নেই। বিধাতা তোমায় ডানা দেননি। তাই ডানা ছাড়া তোমায় কিছুতেই উড়তে শেখানো সম্ভব নয়।

এদিকে কচ্ছপ কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার গোঁ সে উড়বেই। সে ঈগলকে জেদ ধরে বলল, আমাকে উড়তে তোমাকে শেখাতেই হবে।

অগত্যা ঈগল তার বড় বড় নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে অনেক ওপরের আকাশে কচ্ছপকে নিয়ে এল, তারপর এবার ওড়ো বলে ছেড়ে দিল কচ্ছপকে।

আর কচ্ছপ? কচ্ছপ তখন 'বাপরে মারে' বলে চিৎকার করতে করতে এক পাহাড়ের ওপর আছড়ে পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে মরে গেল।

■ *উপদেশ : বেয়াড়া শখ বিপদ ডেকে আনে।*

বাদুড় ও খাঁচার পাখি

একদা এক পাখি ছিল। সে এক বাড়ির জানলার পাশে ঝোলানো ছিল। পাখিটি রোজ রাতে গান গাইত। এক বাদুড় প্রায়ই সেই গান শুন্‌তে পেত। তার সেই গান খুবই ভাল লাগত। একদিন বাদুড়টি তার কাছে এসে বললো, ভাই, রোজ রাতে তুমি গান গাও তা আমি শুনি, কিন্তু কই দিনে তো একবার গান গাও না, এরকমটা কেন তুমি কর?

খাঁচার পাখিটা বলল, এর অবশ্যই কারণ আছে। একবার দিনে গান গাওয়ার সময়েই তো আমি ধরা পড়েছিলাম এবং তার জন্যেই তো এমন করে খাঁচায় আটকা পড়ে গেছি। সেই থেকে আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। সাবধান হয়ে গেছি।

www.pathagar.com

বাদুড়টি উত্তরে বললো—ভাই, এখন আর সাবধান হয়ে লাভ কী? এই সাবধানটা যদি তুমি ধরা পড়বার আগে হতে তা হলে ভাল ছিল।

■ *উপদেশ : অঘটন ঘটবার আগে সাবধান হতে হয়।*

প্রার্থনা

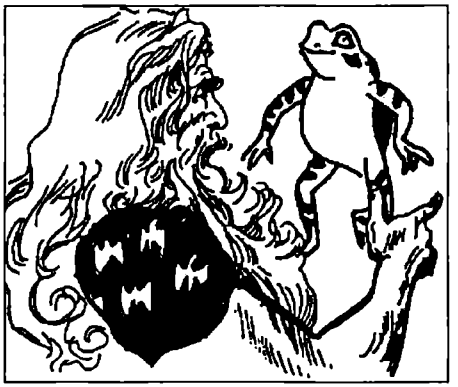

একদা এক দেশে অনেক ব্যাঙ থাকত। তাদের কোনো রাজা ছিল না। ফলে ব্যাঙেদের মনে মনে খুব দুঃখ হতো। একদিন ব্যাঙেরা দলবদ্ধ হয়ে দেবতা জিউসের কাছে গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল, আমাদের শাসন ও পালন করার জন্যে কোনো রাজা নেই, একজন রাজা দিন আমাদের।

দেবতা জিউস ব্যাঙেদের নিরীহ জীব দেখে বেশ বড় একটা কাঠ জলে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমাদের রাজা।

কাঠখানা ঝপ্ করে জলে পড়ার শব্দে ব্যাঙেরা ভয় পেয়ে একেবারে জলের তলায় ডুব দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তারা লক্ষ্য করল কাঠটা কিছু করল না। ফলে তাদের ভয় ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। তারা আস্তে আস্তে সেই কাঠটার কাছাকাছি এল। তাতেও সেটা কিছু করছে না দেখে তারা কাঠটার ওপর উঠে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল। কাঠটি তাতেও নীরব ও নিশ্চল রইল।

ধেৎতেরি! ব্যাঙেরা বললো, এটা কি আবার রাজা! হল হল আবার আমরা যাই জিউসের কাছে। সবাই মিলে তাই আবার দল বেঁধে জিউসের কাছে গেল।

এবার কিন্তু জিউস তাদের আপত্তি শুনে ভারি রেগে গেল। এবার পাঠালো একটা জল ঢোঁড়া সাপ। সাপটা এসেই এক একটা করে প্রায়ই ব্যাঙ ধরতে লাগল আর গপাগপ্ গিল্‌তে লাগল।

■ *উপদেশ : যেমন চাওয়া তেমনি পাওয়া।*

গৃহস্থের একদিন

একদেশে এক রাখাল ছিল। সে মাঠে মাঠে গোরু চরিয়ে বেড়াতো। তার বাড়িতে কতকগুলি পোষা কুকুরের বাচ্চাও ছিল। একদিন পথে সে একটি সদ্যজাত নেকড়ের বাচ্চা কুড়িয়ে পেয়েছিল। রাখাল সেই নেকড়ের বাচ্চাটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে তার বাড়ির কুকুরের বাচ্চার সঙ্গে পালন করতে লাগল। ক্রমে কুকুরের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে নেকড়ের বাচ্চাটিও বড় হয়ে উঠল। আর বড় হবার পর যখনই বাইরের কোনো নেকড়ে এসে পাল থেকে কোনো গোরু ধরে নিয়ে যেত তখন এ নেকড়েটা কুকুরগুলোর সঙ্গে তার পেছন পেছন ধাওয়া করত। বনের নেকড়েটাকে কুকুরগুলো ধরতে না পেরে কুকুরগুলো শেষমেষ ফিরে আসত। কিন্তু ঘরের

www.pathagar.com

নেকড়েটা ফিরতো না। সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে একসময় তার নাগাল পেত। তখন দুইজন মিলে মজা করে সেই গোরুটা খেত।

এছাড়া বাইরে থেকে কোনো নেকড়ে না এলেও ঘরের নেকড়েটা লুকিয়ে প্রায়ই নিজের পালের এক একটা গোরু মেরে কুকুরগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে ভাগ করে খেতো।

রাখাল কিছুতেই বুঝতে পারত না, কী করে তার পাল থেকে গোরু কমে যাচ্ছে। কিন্তু কথায় আছে চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন। রাখাল খুব রেগে গেল। সে কৌশলে নেকড়েটাকে ধরে তাকে একটা গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে মারল।

■ *উপদেশ : দুষ্কৃতিবৃত্তি যার রক্তে মিশে আছে তাকে কিছুতেই সৎলোকে পরিণত করা যায় না।*

এক ব্যাঙ ও এক সিংহ

এক ছিল সিংহ। সে একদিন বনের মধ্যের এক ডোবার ধার দিয়ে যেতে যেতে কি একটা অদ্ভুত রকমের ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল। মনে মনে সিংহটা ভাবল, কি আওয়াজরে বাবা! কার ডাক? কেমন সে প্রাণী? জন্তুটা না জানি কতো বড়? কতো ভয়ঙ্করই না সে? সিংহ আবার মনে মনে বলল, আমি হলাম সিংহ, কি সব যা-তা ভাবছি আমি! আচ্ছা এগিয়েই ভাল করে দেখি না কেমন সে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ব্যাঙ ডোবা থেকে বেরিয়ে ডাঙায় উঠে এল। তখনও সে ডেকে চলেছে। তাকে দেখে সিংহ ছুটে গিয়ে তাকে পিষে মারতে মারতে বলে উঠল, এতটুকু জীব, তার গলার আওয়াজ দেখো না! আমাকে এক্কেবারে ঘাবড়ে দিয়েছিলি!

■ *উপদেশ : দুর্বলের গলাবাজি মৃত্যুর কারণ হয়।*

শূকর আর শেয়ালের গল্প

একদা এক বনে এক দাঁতাল শূকর বাস করত। সে একদিন এক গাছের কাছে দাঁড়িয়ে তার গুঁড়িতে নিজের দাঁত ঘষে ঘষে ধার দিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ সেই পথ দিয়ে একটা শেয়াল যাচ্ছিল। শেয়ালটা শূকরটাকে ঐ রকম করতে দেখে বলল একি করছেন বড়দা? কোনো শিকারী তো তোমার পিছু নেয়নি আর আশেপাশে তোমার কোনো বিপদের সম্ভাবনাও তো দেখছি না। তবু তোমার এই রকম দাঁতে শান্ দেবার কারণ কী?

শূয়োরটি উত্তরে বললো—মানে? হ্যাঁ, মানে আছে বই কি! বিপদ যখন আসবে তখন আমি কি আর আমার দাঁতে শান দেবার সময় পাবো? তাই আগে থাকতেই আমি আমার ব্যবস্থা করে রাখছি।

■ *উপদেশ : বিপদ আসার আগেই প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়।*

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র

একদা এক বনের পশুরাজ সিংহ খুব বুড়ো হয়েছিল। সম্প্রতি সে খুব অসুস্থও হয়ে পড়ল। বেশ কয়েকদিন ধরে সে গুহায় শুয়ে আছে। বেরোবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তার নেই। বনের পশুরা দলে দলে এসে তাদের অসুস্থ মহারাজকে দেখে যাচ্ছে। বনের প্রায় সবাইরই অসুস্থ পশুরাজকে দেখে আসা হয়ে গেল। কিন্তু পাতিশিয়াল এখনও পর্যন্ত পশুরাজকে দেখতে এল না। এক নেকড়ে—সিংহ যাতে শুনতে পায় এমন দূর থেকে বলতে লাগল—আমাদের রাজার এমন ভারি অসুখ আর পাতিশিয়ালটা এখনও পর্যন্ত একদিনের জন্যেও—এক মুহূর্তের জন্যেও মহারাজকে দেখতে এল না? এ কী? এর মানে কী? এবং মনে হচ্ছে, আমাদের রাজাকে সে বিন্দুমাত্র ভক্তিশ্রদ্ধা করে না! এমনকি গ্রাহ্য পর্যন্ত করে না!

নেকড়ে যখন এই কথা বলছিল—ঠিক সেই মুহূর্তে নেকড়ের পিছনে শিয়াল কখন উদয় হয়েছিল তা নেকড়ে টেরই পায়নি। অতএব পাতিশিয়াল নেকড়ের সব কথাগুলি শুনে ফেলেছিল। সিংহ এদিকে নেকড়ের কথায় তেতে উঠে পাতিশয়ালকে নেকড়ের পেছনে দেখেই গর্জন করে উঠল।

পাতিশিয়াল তখন প্রমাদ গুনলো। সে তখন অতি বিনয়ের সঙ্গে হাত জোড় করে বলল মহারাজ, রাগ করবেন না। আমার কথা আগে শুনুন।

এই কথায় সিংহ একটু নরম হয়ে বলল—বলে ফেল্ কী তোর কথা?

তখন পাতিশিয়াল মিষ্টি করে বলল—এই তো দেখতে পাচ্ছি এখানে বনের অনেক প্রজারাই উপস্থিত আছে, তবে আপনিই বলুন না, কে আমার মত আপনার জন্যে মাথা ঘামিয়েছে? আমি, এই আমি, কিসে আপনার অসুখ সারে তাই জানবার জন্যে কতো জায়গায় বদ্যির কাছে যে ঘুরে বেড়িয়েছি তার আর লেখাজোখা নেই, এবং অবশেষে জেনেও নিয়েছি, তাদের কাছ থেকে আপনার অসুখ সারাবার দাওয়াই।

সিংহ তখন শান্ত স্বরে বলল—কি সে দাওয়াই?

পাতিশিয়াল মুখ গম্ভীর করে বলল—বদ্যিরা সবাই বলল, জ্যান্ত নেকড়ের ছাল ছাড়িয়ে গরম থাকতে থাকতে সেই ছাল দিয়ে আপনি গা ঢাকলে নির্ঘাত আপনার অসুখ সেরে যাবে।

এই কথা শোনামাত্র সিংহ নেকড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং নেকড়েকে হত্যা করল।

■ *উপদেশ : অপরের ক্ষতি করতে গেলে নিজেরই ক্ষতি হয়।*

একচক্ষু হরিণ

একদা এক বনে এক হরিণ ছিল। কোনো এক দুর্ঘটনায় তার একটি চোখ অন্ধ হয়ে গেছিল। সেইজন্যে তার মনে খুব দুঃখ ছিল। তার কোনো বন্ধু-বান্ধবও ছিল না। সে একা একা থাকতেই ভালবাসতো।

www.pathagar.com

একদিন সে বনের এক নদীর তীরে ঘাস খেতে এসেছিল। বিপদ যদি আসে তবে তা ডাঙ্গার দিক থেকেই আসবে মনে করে তার ভাল চোখটা নিয়ে ডাঙ্গার দিকে লক্ষ্য রেখে ঘাস খাচ্ছিল। যাতে শিকারী আসতে দেখলে সে পালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু হরিণটি ভাবল এক আর হল আর এক। ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, সেই সময় নদীর ওপর নৌকা করে একদল শিকারী যেতে যেতে হরিণটাকে দেখতে পেয়ে তাকে তীর মারল। অতএব হরিণটি শিকারীদের হাতে মারা পড়ল। মরবার সময় হরিণটি আফসোস করে বলতে লাগল—হায়! বিপদ তো আমি ডাঙার দিক থেকেই আসবে বলে মনে করেছিলাম। তাই ডাঙার দিকেই আমি তাকিয়েছিলাম। আমি সেই দিকে, অর্থাৎ নদীর দিক থেকে যে বিপদ আসতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অথচ মারা পড়লাম আমি সেই দিক থেকে ছোঁড়া তীর থেকে।

■ *উপদেশ : বিপদ দিক ঠিক করে আসে না!*

সহিস ও তার ঘোড়া

এক যে ছিল ঘোড়া। তার ছিল এক সহিস। সহিসটি এক মনিবের অধীনে চাকরি করতো ঘোড়ার পরিচর্যা করার। কিন্তু সহিসের মাথায় একদিন দুর্বুদ্ধি চাপল। সে ঘোড়াটির দৈনিক খাবারের কিছু অংশ গোপনে বিক্রি করে দিয়ে বেশ কিছু টাকা লাভ করতে লাগল প্রতিদিন। ফলে ঘোড়া খাবার না পেয়ে ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, মনিবটিকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে নিয়মিত ঘোড়টাকে ভাল করে দলাই-মালাই করে যেতে লাগল। আর ঘোড়াটার জৌলুশ বজায় রাখবার জন্যে বেশ ভাল করেই তার পরিচর্যা করতো। ফলে মনিবের মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হবারই কথা।

এদিকে ঘোড়াটা দিনদিন দুর্বলই হতে লাগল। আর সহিস আগের চেয়ে আরও জোরে জোরে এবং বেশিক্ষণ ধরে ঘোড়াটার দলাই-মালাই চালিয়ে যেতে লাগল। দুর্বল শরীরে ঘোড়াটার এতে বেশ কষ্ট হতে লাগল।

এবার ঘোড়াটার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তাই সে একদিন বাধ্য হয়েই বলল—ভাই, আমাকে যদি সুশ্রী আর সবল করতে চাও, তাহলে আমায় ভালমত খেতে দিয়ে তবেই দলাই-মালাই কর। আধপেটা খাইয়ে দলাই-মালাইয়ে কি কোনো ঘোড়াকে সুদর্শন করা যায়!

■ *উপদেশ : শরীর ভাল করতে হলে যেমন ব্যায়াম প্রয়োজন, তেমনি পুষ্টিকর খাদ্যও পেট ভরে খেতে হয়।*

www.pathagar.com

সিংহভাগ

একদা এক বনে এক সিংহ বাস করতো। সে ছিল বনের রাজা। আর বনের অপর প্রান্তে তৃণভোজী এক বন্য গাধা বাস করতো। কি জানি কেমন করে যেন সেই সিংহের সঙ্গে গাধার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সিংহ ও সেই বুনো গাধা একদিন তাই শিকারে বেরোলো। সিংহ ও গাধা দু'জনেই শিকার করছিল। সিংহ শিকার করছিল গায়ের জোরে, আর গাধা শিকার করছিল পায়ের জোরে দৌড়ে। এমনি করেই শিকার করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু জন্তু মারল তারা। এবার ভাগের পালা। এ কাজটি সিংহ নিজের হাতে নিল। সিংহ মরা জন্তুগুলোর মোট তিনটে সমান ভাগে ভাগ করল। ভাগ করার পর বলল—আমি বনের রাজা—তাই প্রথম ভাগটা আমিই নিচ্ছি, দ্বিতীয় ভাগটার পাওনা আমার, শিকারে তোমার অংশীদার হিসেবে আর বাদ বাকি যেটা রইল সেটা যদি তুমি নিজে থেকেই ছেড়ে না দাও তাহলে তোমায় মহা বিপদে পড়তে হবে তা আমি আগে থাকতেই তোমায় বলে রাখছি।

■ *উপদেশ : দুর্বলে এবং বলবানে কোনো যৌথ কাজ চলতে পারে না।*

মূল্যায়ন

একদা এক দেশে এক বুনো গাধা ছিল। সে বনেই স্বাধীনভাবে চরে বেড়াত। হঠাৎ তার নজরে একদিন এক পোষা গাধার দিব্যি চকচকে চেহারা চোখে পড়ল। বুনোগাধা দেখল সেই পোষা গাধাটা সোনালী রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ভাল ভাল খাবার খাচ্ছে। দেখে বেশ একটু ঈর্ষা হল তার মনে। আঃ আমার ভাগ্যটাও যদি ওর মত হতো!

আরো কিছুক্ষণ সেখানে সেই বুনো গাধাটা দাঁড়িয়ে রইল। আর একটু পরেই তার চোখে পড়ল আর এক দৃশ্য। পোষা গাধাটার খাওয়া হয়ে গেলেই তার পিঠে একটা ভারী বোঝা চাপিয়ে তার মনিবটি তাকে লাঠি মারতে মারতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পোষা গাধার এই অবস্থা দেখে বুনো গাধাটা তখন তাকে বলল—ভাই, আমি তোমায় মনে মনে ঈর্ষা করে ভুলই করেছিলাম। এখন দেখছি ভাল খাওয়া থাকার জন্য তোমায় মূল্য দিতে হচ্ছে। আমার দ্বারা বাবা এরকমটা করা সম্ভব হবে না।

■ *উপদেশ : অন্যের সুখের পিছনে যে কতো দুঃখ কষ্ট জমা হয়ে আছে, তা না জেনে ঈর্ষা করতে নেই।*

www.pathagar.com

ঠেকে শেখা

একবার এক বাড়িতে প্রচণ্ড ইঁদুরের উৎপাত শুরু হয়ে গেল। তাই দেখে বাড়ির কর্তা এক বিড়াল পুষলো। বিড়ালটি এসেই একটার পর একটা ইঁদুর ধরে মহা আনন্দে খেতে লাগলো। পর পর কয়েকদিন এইরকম হতে দেখে যে সব ইঁদুররা তখনও বেঁচে ছিল তারা গিয়ে তাদের গর্তের ভেতর লুকালো। বিড়াল তখন আর ইঁদুরদের ধরতে পারলো না, তাই খেতেও পারলো না। অথচ বাড়িতে ইঁদুরের উৎপাত ক্রমাগত বেড়েই চললো।

এবার বেড়ালটা ভেবে ভেবে তখন এক ফন্দি বার করলো। ঘরের একটা দেওয়ালের ওপর উঠে একটা বড় গোঁজে মরার ভাণ করে ঝুলে রইলো।

তখন একটা প্রবীণ ইঁদুর তার গর্ত থেকে উঁকি মেরে তাকে এই অবস্থায় দেখে বললো—ও দাদা, তোমার এ চালাকিতে আমরা কিন্তু ভুলছি না, তুমি মরা সেজে গোঁজের মধ্যে ঢুকলেও আমি তোমার কাছে ঘেঁষছি না।

■ *উপদেশ : অভিজ্ঞমাত্রেই চালাকি ধরে ফেলে।*

সমগোত্রীয়

একদা এক ব্যক্তির একটা গাধা কেনার দরকার হল। সেবাজারে গিয়ে ব্যাপারীর কাছ থেকে একটা গাধা নিয়ে যাচাই করে দেখবে বলে বাড়িতে নিয়ে এল। এবং যে ঘরে জাবনা দেওয়া হয় সেখানে তার অন্যান্য গাধাদের সঙ্গে রাখলো। নতুন আনা গাধাটা অন্যান্য গাধাদের দিকে পেছন ফিরে, দলের যে গাধাটা সবচেয়ে বেশি কুঁড়ে আর লোভী তারই কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তারপর আর একটুও নড়াচড়া করলো না।

এই দেখে সেই ব্যক্তিটি গাধাটার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে এল বাজারে তার মালিকের কাছে।

গাধার মহাজনটি বললে—কি, বেশ ভাল করে যাচাই করে দেখা হল তো?

ঐ ব্যক্তিটি বললো—আর দেখার দরকার নেই, আমার ওখানে গিয়ে এটা যে গাধাটা বেছে নিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো তাতেই আমার দেখা হয়ে গেয়ে!

■ *উপদেশ : আচরণ দেখেই বোঝা যায় সে কেমন।*

নেকড়ে বদ্যি

একদিন এক গাধা মাঠে মাঠে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ ঘাস খেতে খেতে তার নজরে এল একটা নেকড়ে তারই দিকে গুটি গুটি আসছে। গাধাটা তখন খোঁড়া হবার ভাণ করলো। নেকড়ে কাছে এসে তার অবস্থা দেখে বললো—কি হল গো তোমার পায়ে, তুমি অমন করে খোঁড়াচ্ছ কেন?

www.pathagar.com

গাধাটা বললো—আর বলো কেন একটা বেড়া ডিঙোতে গিয়ে আমি যেই না লাফ দিয়েছি অমনি আমার বাঁ পা-টায় একটা কাঁটা ফুটে গেল। এই বলে গাধা তার একটা পা নেকড়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো—আমাকে খাওয়ার আগে তুমি আগে কাঁটাটা বার করে দাও তাহলে আর কাঁটা তোমার গলায় লাগবে না!

এইসব কথা শুনে গাধার সেই পা-টার কোন্‌খানে কাঁটা ফুটেছে তা ভাল করে দেখবে বলে যেই না পা-টা তুলে ধরেছে অমনি গাধা তার মুখে ঝাড়লো জব্বর এক লাথি। সেই লাথির চোটে নেকড়ের সব দাঁতগুলি গেল ভেঙে। নেকড়ে তখন মনে মনে বললো—ঠিকই হয়েছে আমার। যেমন কর্ম তেমনি ফল। বাপ-ঠাকুরদার কাছে আমি শিকার করতে শিখেছিলাম, আর তা না করে আমি কিনা করতে গেলাম বদ্যিগিরি! তারই ফল ভোগ করতে হল আমাকে।

আর এদিকে লাথি ঝেড়েই পড়ি মরি করে গাধা ছুটে পালিয়ে গেছিল। এক মুহূর্তও সে ওখানে আর দাঁড়ায় নি।

■ *উপদেশ : নিজের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো কাজ করা উচিত নয়।*

বসে খাওয়া

একদা একটি লোকের দুটি কুকুর ছিল। লোকটি একটি কুকুরকে শিকার করতে শিখিয়েছিল আর একটিকে কোনো কিছু না শিখিয়ে শুধু শুধু বাড়িতে রেখে দিয়েছিল। শিকারী কুকুরটার তাই মনে বড় ক্ষোভ। শিকারী কুকুরটি যা শিকার আন্‌তো তার একটি ভাগ সবসময় দিতে হতো অপর কুকুরটিকে। একদিন মনের জ্বালা আর সামলাতে না পেরে শিকারী কুকুরটি সেই বসে খাওয়া কুকুরটিকে বলেই বসলো এ কেমনতর রীতি তোমার? আমি বনে বনে ঘুরে এত কষ্ট করে শিকার করে আনি আর তুমি কোনো কিছু না করে মজা মেরে বসে বসে খাও!

ঘরের কুকুরটা হাসি মুখে বলল—শুধু শুধু আমার ওপর কেন রাগ করছো ভাই, ভাল করে খতিয়ে দেখো, দোষটা শুধু আমার নয়। মনিব আমায় কোনো কাজ করতে শেখান নি। তিনি শিখিয়েছেন শুধু আমায় অপরের আনা জিনিস খেতে। সুতরাং এতে আমার দোষ কোথায়? দোষ যদি থেকে থাকে তা শুধু আমার মনিবের! আমার এতে তো একটুও দোষ নেই!

■ *উপদেশ : পালিতকে পালকের অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করতে হয়।*

www.pathagar.com

খেলা

অনেকগুলি ছোট ছেলে একটা পুকুরের ধারে খেলা করছিল। হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল পুকুরের জলে অনেক ব্যাঙ ভেসে রয়েছে। ব্যাঙগুলিকে দেখে ছেলেরা এক মতলব করলো এবং অদ্ভুত এক খেলায় মেতে উঠল। ছেলেগুলো অনেক ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাঙদের লক্ষ্য করে ঢিল মারতে লাগলো। ঢিল লেগে কয়েকটি ব্যাঙ মরেও গেল। একটি বয়স্ক ব্যাঙ তখন ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললো—এতক্ষণ তোমরা পুকুর পাড়ে নির্দোষ খেলা খেলছিলে। কিন্তু এবার যা তোমরা শুরু করলে একি একটা খেলা নাকি?—হ্যাঁ, তোমাদের কাছে এটা খেলা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের হচ্ছে এতে জীবননাশ!

■ *উপদেশ : অন্যকে নির্যাতন করে যারা পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে তাদের সাবধান করে দেওয়া দরকার।*

জ্যোতির্বিদ

একদা এক দেশে এক জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তার কাজ রোজ রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখা। একদিন রাত্রে সেই জ্যোতির্বিদ তারা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলেন। তারপর—'তিনি কে কোথায় আছো শিগ্‌গিরি এসে আমায় কুয়ো থেকে তুলে বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। পাশ দিয়ে এক পথিক যাচ্ছিল। চিৎকার শুনে পথিকটি কুয়োর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, কি করে কূয়োর ভেতর পড়ে গেলেন আপনি?

জ্যোতির্বিদ উত্তরে নিজের কুয়োতে পড়বার কারণ যখন জানালেন তখন পথিকটি বলে উঠল—কী আশ্চর্য, আপনি যে পথে হল, তার কোথায় কী আছে তার খোঁজ রাখেন না, অথচ আকাশের কোথায় কী আছে তা জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন।

■ *উপদেশ : নিজের ঘরের কথা বেশি জানা প্রয়োজন, তারপর বিদেশের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়।*

এক মহিষ আর এক সিংহ

একদা এক বনে এক সিংহ আর একটি মহিষ ছিল। তারা দুজনেই খালে জলপান করতে গেছে। কিন্তু কে আগে জলপান করবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ শুরু হয়ে গেল। দুইয়ের জেদ—প্রাণ যায় কিন্তু বিপক্ষকে কিছুতেই আগে জলপান করতে দেবে না।

দুইজনের লড়াই বাধে। এমন সময় ওপরের দিকে চোখ পড়তেই তারা দেখে তাদের মাথার ওপর কতকগুলি কাক আর শকুনি উড়ছে। দেখে বুঝতে আর তাদের

www.pathagar.com

বাকি রইলো না যে লড়াইয়ে যে মারা যাবে তার মাংস খাবার লোভেই ওরা ওখানে উড়ছে। এবার দু'জনের মাথাতেই সু-বুদ্ধির উদয় হল। পরস্পরকে বললো—না ভাই, আর বিবাদে কাজ নেই, অনর্থক কাক-শকুনির আহার হওয়ার চেয়ে বন্ধুর মত জলপান করাই উচিত আমাদের।

■ *উপদেশ : দুইয়ের বিবাদে তৃতীয় শক্তি লাভবান হবেই।*

অস্থির চিন্তা

অনেক অনেককাল আগে এপিসাসে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। একজন নারী তার স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসতো। স্বামী মারা গেলে স্বামীর মৃতদেহের কাছ থেকে কেউ তাকে সরাতে পারলো না। এরপর কবর দেওয়া হলে সে সব সময়ই স্বামীর কবরের ধারে বসে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদতো। এসব দেখে সবাই তার স্বামীর প্রতি ভালবাসা আর সতীত্বের তারিফ করতো।

সেই সময় একদিন ওখানকার জিউসের মন্দিরের অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেল। আর সব চোরই ধরা পড়েছিল। পবিত্র জিনিসের অবমাননা করার অপরাধে অপরাধীদের ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হল—স্থানটা ঐ বিধবা স্বামীর কবরেরই পাশে। আর ক্রুশবিদ্ধ দেহ যাতে কেউ সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে পাহারার ব্যবস্থা করতে কয়েকজন সৈনিক নিযুক্ত করা হল সেখানে।

সেসব সৈনিক ক্রুশবিদ্ধ দেহগুলো পাহারায় নিযুক্ত ছিল একদিন রাতে তাদের একজনের বড় জলতেষ্টা পেল। কোথায় জল পাওয়া যায়? পাশেই বিধবার বাড়ি পেয়ে সে সেখানে গেল। বিধবা অনেক রাত্রি পর্যন্ত স্বামীর কবরের পাশে বসে শোকাশ্রু বিসর্জন করে সবে ঘরে গিয়ে শুয়েছে। ঘরের দরোজাটা অল্প একটু খোলা, দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে বিধবার চাকরানী।

চাকরানীর কাছে তেষ্টায় জল চাইতে গিয়েই ঘরের ভিতরে নজর গেলো সৈনিকের, দেখল সেই বিধবা স্ত্রীলোকটিকে! দেখেই তার মাথা ঘুরে গেল। আঃ কী এর গায়ের রং, কী এর অঙ্গের গঠন! তখনই দস্তুর মত ভালবেসে ফেলল সৈনিক ঐ বিধবাকে।

এরপর নানা অছিলায় আসতে লাগলো সে ঐ বিধবার বাড়িতে। আসে, নানা কথা বলে, আকার-ইঙ্গিতে বিধবাকে সে মনের গোপন ইচ্ছার কথা নিবেদন করে। বিধবাটি প্রথম প্রথম কান দিতো না কিন্তু প্রতিদিন শুনতে শুনতে কি যেন সব হয়ে

www.pathagar.com

গেল বিধবাটির মনের ভিতর। সেও শেষে সৈনিককে ভালবেসে ফেলল। বিয়েও করে ফেলল তাকে।

এরপর সৈনিক বিধবাটির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ ভুলে থাকতে লাগল। ফলে যে মৃত দেহের সে প্রহরী ছিল সে দেহটা একদিন রাতে কে যেন সরিয়ে ফেলল।

এখন উপায়? ভয়ে সৈনিকটি একেবারে আধমরা। তার কথা শুনে আর তার এই অবস্থা দেখে বিধবাটি হঠাৎ বলে উঠল এত ভয় কীসের? কবর থেকে আমার আগেকার স্বামীর দেহটা তুলে নিয়ে ঐ ক্রুশে ঝুলিয়ে দাও।

■ *উপদেশ : স্ত্রীলোকের প্রেমনিষ্ঠা বড় ভঙ্গুর।*

আগে আমাকে তোলো

একটি ছেলে একদিন নদীতে স্নান করতে গেছিল। স্নান করতে গিয়ে কি করে যেন সে নদীতে ডুবে যাচ্ছিল। নদীর তীরে একটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি চিৎকার করে বললো—বাঁচাও বাঁচাও আমি ডুবে যাচ্ছি।

লোকটি বললো—সাঁতার না শিখে একা একা নদীতে নামতে গেছিলে কেন? সাঁতার না শিখে এমনি করে কেউ নদীতে নামে?

ডুবে যাওয়া ছেলেটি তখন বললো—তুমি আমাকে পরে জ্ঞান দিও, এখন আমাকে আগে জল থেকে তোলো, আমাকে আগে বাঁচাও।

■ *উপদেশ : বিপদগ্রস্ত লোককে বিপদ মুক্ত করে তারপর উপদেশ দিতে হয়।*

ভেড়া ও নেকড়ে বাঘ

একদা এক বনে এক নেকড়ে বাঘ বাস করতো। একবার এক কুকুর তাকে কামড়ে দিয়েছিল। ঐ কামড়ের ঘা ক্রমেই বাড়তে থাকলো। বাড়তে বাড়তে শেষে নেকড়েকে এমন কাবু করে দিল যে, সে আর নড়তে পারলো না। আর নড়তে না পারায় তার খাবারও জুটলো না। নিরুপায় নির্জীবের মত সে এক খালের ধারে শুয়েছিল। এমন সময় দেখে একটা ভেড়া যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। ভেড়াটা দেখেই সে অমনি তাকে বলে উঠল, ও ভাই শোন, এদিকে শোন, এই যে তোমাকে বলছি।

ভেড়াটা বললো—কি, আমাকে বলছেন?

নেকড়েটা বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকেই, তোমাকেই বলছি। এই দেখো না, আমি চলবার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়েছি। কয়েকদিন আমি একেবারেই নড়তে না পেরে এখানেই পড়ে রয়েছি। তেষ্টায় আমার বুকের ছাতি পর্যন্ত ফেটে যাচ্ছে। তুমি যদি দয়া করে ঐ খালটা থেকে আমায় জল এনে দাও, তাহলে বড় উপকার হয়। খাবার জোগাড়টা আমি নিজেই করে নেবো। তখন দূর থেকে ভেড়া বললো—তুমি নিজেকে বেশি চালাক মনে কর তাই না? তোমার ফন্দি আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। জল দিতে আমি যেইনা তোমার কাছে যাবো, অমনি তুমি আমার ঘাড়

www.pathagar.com

মটকে দিয়ে তোমার খাবারের যোগাড় করে নেবে। সেটি হতে দিচ্ছি না আমি! এই বলে ভেড়া দ্রুতপদে সেখান থেকে পালালো।

■ *উপদেশ : বিচক্ষণরা দুষ্টের অভিসন্ধি ধরে ফেলে।*

নেকড়ে বাঘ ও রাখাল

একদা এক রাখাল একটা ভেড়াকে জবাই করে তার মাংস রান্না করে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বসে স্ফূর্তি করে খাচ্ছিল। একটা নেকড়ে হঠাৎ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে রাখাল ও তার আত্মীয়-স্বজনদের ভেড়ার মাংস খেতে দেখে নেকড়ে রাখালকে বলে উঠল—আমাকে যদি এই মাংস খেতে দেখতে তাহলে কতো হাঙ্গামাই না তুমি করতে! এখন তোমরাই তো ভেড়ার মাংস বেশ মজা করে খাচ্ছো!

■ *উপদেশ : নিজের দোষ না বিচার করে অন্যের দোষ ধরতে নেই।*

মিথ্যা

মরুভূমির ভেতর দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিল। পথে যেতে যেতে লোকটি দেখলো—এক জায়গায় একটি মেয়ে মাটির দিকে চোখ করে একা একা দাঁড়িয়ে আছে!

লোকটা ঐ অবস্থায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো—কে তুমি? এই নির্জন মরুভূমিতে একা এমন করে দাঁড়িয়ে আছোই বা কেন?

মেয়েটি উত্তর দিল আমার নাম সত্য!

লোকটি বললো—তা তুমি শহর ছেড়ে এখানে আস্তানা গেড়েছো কেন?

মেয়েটি বললো—কেন, নিয়েছি শুনবে? নিয়েছি, কারণ শহরের হালচাল পাল্টে গেছে। আগে শহরে যেখানে মিথ্যা কথা বলতো মাত্র দুই একজন লোক, এখন শহরে তুমি যার সঙ্গে দেখা করতে যাও বা কথা বলতে যাও, দেখবে সেই-ই মিথ্যা কথা বলছে!

■ *উপদেশ : সমাজ-জীবনে উপদেশ এক এক সময় সকলকে ছাপিয়ে ওঠে।*

জাবনার পাত্রে কুকুর

একদা এক গৃহস্থের একটা ঘোড়া ছিল। গৃহস্থটি প্রতিদিন ঘোড়ার জাবনা খাওয়ার পাত্রে তার জন্যে ঘাস ছোলা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখতো। সেদিনও জাবনা পাত্রে ঘোড়ার জন্যে ঘাস ছোলা ইত্যাদি সাজিয়ে রেখেছে গৃহস্থ। কিন্তু দেখা গেল একটা কুকুর গিয়ে সেই ঘোড়ার জাবনার পাত্রে শুয়ে রয়েছে। ঘোড়া খাবার খেতে এলেই সে দাঁত বের করে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে তাকে কামড়াতে যায়, আর ভয়ে ঘোড়া

www.pathagar.com

তখন পালিয়ে যায়। সে তখন মনে মনে ভাবে এমন অদ্ভুত স্বভাব তো কার দেখিনি,—ওর নিজের খাবার এ সব নয়, তাই নিজে খেতে পারবে না,—কিন্তু যার খাবার তাকেও খেতে দেবে না!

■ *উপদেশ : খল স্বভাবের মানুষরা নিজে তো কিছু করবেই না পরন্তু অপরে কিছু করতে গেলে বাধা দেবে।*

সন্তানগর্ব

একদা এক গৃহস্থের পাকা বাড়িতে এক পোষা পায়রা একটা খোপে বাস করতো। তার খুব অহঙ্কার ছিল। সে একদিন তার প্রতিবেশী এক কাককে বুক ফুলিয়ে বললো—আমার মত এত সন্তান-সন্ততি আর কার আছে?

কাকটি এই কথা শুনে পায়রাকে বললো—বন্ধু, এতে এত আনন্দ করবার কি আছে? এতে গর্ব করবার কিছুই নেই। তোমার সন্তান-সন্ততি যত বাড়বে, ততোই তোমার দুঃখ বাড়বে—বন্দীদের সংখ্যা বাড়িয়ে কি লাভ?

■ *উপদেশ : বন্দীদের বংশবৃদ্ধি দুঃখের কারণ।*

বুড়ির মুরগি পোষা

এক পাড়ায় এক বুড়ি বাস করতো। সংসার চালানোর জন্যে সে অনেকগুলো মুরগি পুষেছিল। মুরগিগুলি যা ডিম পাড়তো সেগুলি বাজারে বিক্রি করে বুড়ি যা টাকা পেতো তাই দিয়েই মোটামুটি সংসার চালিয়ে নিতো। মুরগিগুলোর মধ্যে একটি ছিল তার বড় আদরের, কারণ রোজ সকালেই সেই মুরগিটি একটি করে বড় ডিম দিতো। এই জন্যে বুড়ি তাকে অন্যান্য মুরগির চেয়ে একটু বেশি যত্ন করতো, একটু বেশি করে দানাও দিত।

একদিন বুড়ি ভাবল, আমার আদরের মুরগিটাকে আমি যে দানা খেতে দিই তাতেই যদি সে রোজ একটা করে ডিম দেয়, তাহলে ওর খাবার দানা দ্বিগুণ করে দিলে ও নিশ্চয়ই দুটো করে ডিম দেবে, আরো বেশি টাকা আমার ঘরে আসবে! এই ভেবে সেই দিন থেকে বুড়ি মুরগিটির খাদ্যের মাত্রা দ্বিগুণ করে দিল।

আর তাতে মুরগিটি বেশি খাবার খেয়ে খেয়ে প্রথম তিনদিন আগেকার মত ডিম দেবার পর চতুর্থ দিন আর ডিম দিল না। আবার পঞ্চম দিন, সপ্তম দিন, নবম দিন এবং শেষমেষ হৃষ্টপুষ্ট মুরগিটি তিন চার দিন অন্তর অন্তর একটি করে ডিম দিতে লাগল। অবশেষে আরও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলে ডিম দেওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিল। ডিম বন্ধ হতেই বুড়ির চক্ষু চড়কগাছ। বুড়ি নিজের কপালে চাপড়ে বারবার বলতে লাগলো হায়, আমি বুদ্ধির দোষে বেশি লাভ করতে গিয়ে সব হারালাম।

■ *উপদেশ : অতি লোভের ফল খারাপ হয়।*

www.pathagar.com

স্তোক বাক্য

একদা এক কাক মাংসের দোকান থেকে এক টুকরো মাংস নিয়ে একটা গাছের ডালে এসে বসলো। ভাবলো এবার মজা করে মাংসের টুকরোটা ঠুকরে ঠুক্‌রে খাবে। এক শিয়াল সেই গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। কাকের মুখে মাংস দেখে তার মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি গজালো। একটু ভেবে নিয়ে সে কাকের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো সত্যি কী সুন্দর পাখি তুমি, কী সুন্দর তোমার দেহের গঠন, তোমার পক্ষে পক্ষীকুলের রাজা হওয়াই মানায়। অবশ্য তোমার কণ্ঠস্বর যদি তোমার দেহের মতই সুন্দর হয়। তুমি তো অন্য পাখিদের মত গান গাইতে পার না।

শিয়ালের মুখে এই কথা শুনে কাক আর চুপ্ করে থাকতে পারলো না। সে তখনই উহা উল্লাসে কা-কা করে ডাকতে শুরু করলো। আর তখনই তার মুখ থেকে মাংসের টুক্‌রোটি মাটিতে পড়ে গেল। আর শিয়াল অমনি তা মুখে করে নিয়ে ছুটে পালালো।

■ *উপদেশ : মূর্খরা স্তোকবাক্যে ভুলে নিজের সম্পদ হারায়।*

বার্ধক্যগ্রস্ত সিংহ

একদা এক সিংহ ছিল। সে খুব বুড়ো হয়েছিল। ক্রমেই তার মরবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। একদিন তার নাভিশ্বাস উঠল। তার এই অবস্থা দেখে এক দাঁতালো শূয়োর এসে তাকে জব্বর এক দাঁতের ঘা কষালো। সিংহ কবে কোন্ সময়ে তাকে একবার জখম করেছিল, তাই এই প্রতিশোধ। এরপর এল এক ষাঁড়, শিং নিচু করে সিংহের পিঠে মারলো এক খোঁচা। সিংহের পিঠ বেয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে থাকলো।

এদের দেখাদেখি এক গাধাও এগিয়ে এসে মুমূর্ষু সিংহের মাথায় জোড়া পায়ে করে লাথি মারলো।

মৃত্যু পথযাত্রী সিংহের তখন কথা বলার শক্তি ছিল না। তবুও সে কোনোমতে বললো, আমার মরো মরো অবস্থা দেখে শুয়োর আর ষাঁড় যা করে গেল তা সহ্য করাই আমার দায়, আর নিকৃষ্ট জীব হয়ে তুমিও এসে আমায় এমন অপমান করলে? এ যে শুধু আমার একবার মরা নয়, মৃত্যুর আগেই যে আমার আর একবার মৃত্যু হল!

■ *উপদেশ : পাঁকে পড়লে হাতিকেও ব্যাঙে লাথি মারে।*

অসন্তোষ

কথিত আছে, চিলেরা আগে কোকিলের চেয়েও ভাল গান গাইতে পারত। সুন্দর কণ্ঠস্বর, বুলবুলের মত আওয়াজও স্পষ্ট এবং জোরালো ছিল। যত ঝামেলা শুরু হল ঘোড়ার ডাক শুনে। ঘোড়ার গলার আওয়াজ শুনে দারুণ ঈর্ষা হল তাদের— ঐ রকম বাজখাঁই গলা না হলে কি আর চলে!

www.pathagar.com

এই কথা ভেবে তারা ঘোড়ার ডাক অনুকরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি হয়, ঘোড়ার ডাক তো বেরুলোই না গলা দিয়ে বরং মাঝখান থেকে নিজেদেরই যে মিষ্টি গানের গলা ছিল তাও লুপ্ত হল।

■ *উপদেশ : প্রকৃতি যাকে যা দিয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।*

এক সৈনিক ও একটি ঘোড়া

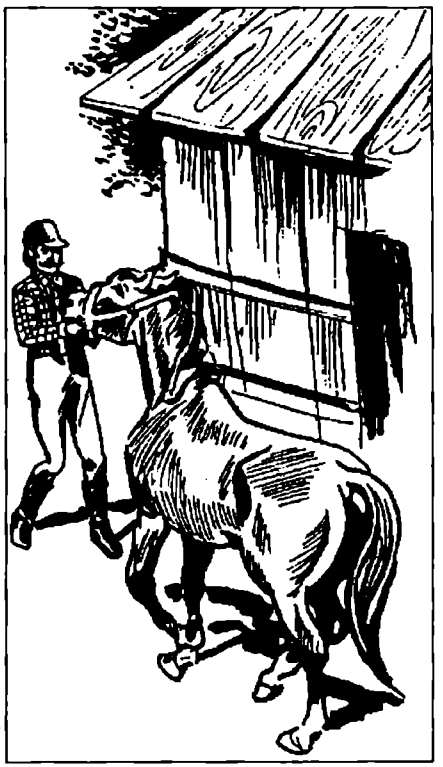

একদা এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার ছিল এক প্রিয় সৈনিক। সেই সৈনিকের ছিল একটা খুব ভাল ঘোড়া। সৈনিককে যখন যুদ্ধ করতে হতো, ঘোড়াটাকেও তাই তখন নানা বিপদ ও ঝঞ্ঝার মধ্যে দিন কাটাতে হতো। অনেক দিন ধরেই সৈনিকের যুদ্ধ চলছিল আর ঘোড়াটারও বিশ্রাম ছিল না।

এক সময় যুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধের সময় ঘোড়াটা যেমন আদর যত্ন পেতো এখন আর তার তেমন আদর-যত্ন রইলো না। গাধার মত বোঝা বইতে লাগানো হল তাকে। খেতে দেওয়া হতে লাগলো শুধু ভুষি।

কিছুদিন পর দেশে আবার যুদ্ধ লাগলো। সৈনিকের আবার ঘোড়াটাকে প্রয়োজন হল। সৈনিক নিজে যুদ্ধের সাজে সেজে ঘোড়াটার মুখে লাগাম পিঠে জিন লাগিয়ে তার ওপর চেপে বসলো, কিন্তু ঘোড়াটার আর আগের মত শক্তি ছিল না। সে তখন সৈনিককে বললো—কী আর করব বলো, আমি আর আগেকার সেই ঘোড়া নেই, তুমি গিয়ে এবার পদাতিক দলে নাম লেখাও। ঘোড়াই আমি ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় গাধায় পরিণত করেছো। এখন আর আমি ঘোড়া হবো কী করে?

■ *উপদেশ : দুঃসময়ে যে সাথী হয় সুসময়ে তাকে অবজ্ঞা করতে নেই।*

কু-পরামর্শ

একদা এক গ্রামে এক ধনী লোক ছিল। লোকটির ছিল একটি গাধা আর একটি নধর ছাগল। গাধাটা অনেক কাজ করতো। তাই মালিক গাধাটাকে ভালমন্দ খেতে দিত এবং বেশি ভালবাসতো। মালিক গাধাটাকে ভালবাসে দেখে ছাগলটির মনে মনে ঈর্ষা হতো। একদিন ছাগলটি গাধাটাকে গিয়ে বললো—সত্যি ভাই, তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। দিন নেই, রাত নেই, কেবল ঘানি ঘোরাও আর বোঝা বও! আমি তোমাকে একটা বুদ্ধি বাৎলে দিই। তুমি এক কাজ কর তোমার যেন মূর্চ্ছা রোগ হয়েছে এই ভাণ করে এক গর্তের মধ্যে পড়ে যাও একদিন। তাহলে অন্তত একটা দিনের জন্যেও তুমি বিশ্রাম পাবে।

www.pathagar.com

গাধা ছাগলের বুদ্ধি মত তাই-ই করলো। ফলে গর্তে পড়তে গিয়ে রীতিমত আঘাত পেল। মালিক তখন গাধাটার চিকিৎসার জন্যে এক পশু-চিকিৎসক ডেকে আন্‌লো। চিকিৎসক এসে গাধাটাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে বললো—ওঃ বুঝে নিয়েছি আমি এর কি অসুখ। ছাগলের কলজে ভাল করে চটকে খাওয়ালেই এর এই অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

মালিক তখন গাধার চিকিৎসার জন্যে বাড়ির ছাগলটাকেই জবাই করলো!

■ *উপদেশ : অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে নিজেকেই বিপদে পড়তে হয়।*

আত্মগৌরব

শেয়াল আর বানরের বন্ধুত্ব চোখে পড়ার মতই। দু'জনে যেন গলায় গলায় ভাব, কিন্তু একদিন পথ চলতে চলতে শেয়াল ও বাঁদরের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল। তর্কের বিষয়টা হচ্ছে—কাদের বংশ বেশি অভিজাত। দু'জনেই নিজেরা নিজেকে নানা কথায় জাহির করতে চাইছিল।

বেশ কিছুদূর যাবার পর পথের ধারে এক জায়গায় কবরখানা দেখে বাঁদর কেমন যেন একটু আর্তনাদ করে উঠল।

শিয়াল তখন জিজ্ঞাসা করলো—কি হে, কি হ'লো তোমার, তুমি অমন করে উঠলে কেন?

বাঁদর তখন মুচ্‌কি হেসে সামনের কয়েকটি কবরের দিকে শিয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, ঐ দেখো,—দেখছো না? আমার পূর্বপুরুষদের আর তাদের ক্রীতদাসদের কবর। দুঃখ লাগবে না আমার? বাঁদরের চোখে জল।

শিয়াল শুনে হো হো করে হেসে বললো—নিশ্চিন্ত থাক ভায়া, তোমার কথার প্রতিবাদ করতে কেউ আর ওখান থেকে উঠে দাঁড়াবে না! আবার তুমি অভিনয় কর।

■ *উপদেশ : মড়া মুখ খোলে না কখনও।*

নেকড়ে বাঘ ও ভেড়ার বাচ্চা

একদা এক ভেড়ার বাচ্চা ছিল। সে একদিন এক পাহাড়ী নদীতে জল খাচ্ছিলো। দূর থেকে তাকে এক নেকড়ে বাঘ দেখতে পেল। নাদুস্-নুদুস্ ভেড়ার বাচ্চাটিকে দেখে নেকড়ের জিভ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কিন্তু লোভ হলে কি হবে, ভেড়ার বাচ্চাটাকে ধরতে হলে একটা অজুহাত তো থাকা চাই! মনে মনে এক ফন্দি আঁটলো নেকড়ে! হ্যাঁ, একটা অজুহাত তার মাথায় চট্ করে এসে গেল।

নেকড়ে তখন ভেড়ার বাচ্চাটাকে ডেকে বললো—এই, তুই আমার জল ঘোলা করছিস্ কেন?

www.pathagar.com

ভেড়ার বাচ্চাটি বললো—বারে! আমি তো শুধু নদীতে মুখ লাগিয়ে জল খাচ্ছি, তাছাড়া আপনি রয়েছেন নদীর উপরে আর আমি রয়েছি ভাটিতে, এতে আপনার খাবার জল ঘোলা হবে কি করে?

নেকড়ে বললো—ওঃ তাই বুঝি! তা তুই গত বছর আমার বাবাকে গালাগালি করেছিলি—কেন? তাই বল?

ভেড়ার বাচ্চাটা উত্তর দিল—একি বলছেন আপনি! আমার বয়স তো মাত্র ছয় মাস। গেল বছর তো আমি জন্মাই-ই নি!

নেকড়ে তখন মুখ খিঁচিয়ে বললো জন্মই হয়নি! আবার বড়দের মুখে মুখে তক্ক করা! খুব ডেঁপো হয়ে গেছিস্ তাই না! তা ও সব কথাতে ভুলছি না আমি, তোকে আমি খাবোই। এই বলে নেকড়ে ভেড়ার বাচ্চার ওপর লাফিয়ে পড়ে কচ্‌মচ্ করে কচি মাংস চিবিয়ে খেতে লাগলো।

■ *উপদেশ : দুর্জন ব্যক্তি মাত্রেই নানা ছল করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে।*

মোরগ ও চোর

কয়েকটি চোর এক গৃহস্থের বাড়িতে চুরি করতে এসে মাত্র একটি মোরগ ছাড়া আর কিছুই পেল না। মোরগটিকে নিয়ে এসে যখন সেটা জবাই করতে গেল সে তাদের কাকুতিমিনতি করে বললো—আমাকে মেরো না তোমরা, আমি লোকের অনেক উপকার করি। মানুষ বেশি কাজ করবার সুযোগ পাবে বলে ভোর হ'বার আগেই আমি ডেকে তাদের জাগিয়ে দিই।

একটি চোর বললো—আরে উজবুক, সেই জন্যেই তো তোকে খতম করা আমাদের বেশি দরকার। তারা জাগলে যে আমরা চুরি করার সুযোগই পাবো না।

■ *উপদেশ : ভাল কাজের নমুনা দেখিয়ে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।*

স্বার্থপর ঘোড়া

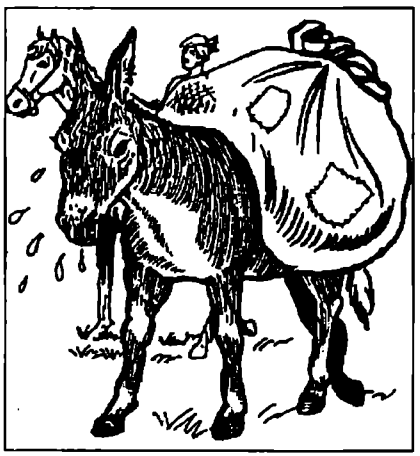

একদা একটা ঘোড়া আর একটা গাধা নিয়ে একটি লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। গাধাটার পিঠে ছিল মস্ত দু'টো ভারী বোঝা। সে আর বইতে পারছিল না। সে তখন ঘোড়াকে বলল, ভাই, আমি যে আর পারছি না, আমি যে মারা যেতে বসেছি। আমাকে বাঁচাতে চাও তো এ বোঝার কিছুটা মাল তুমি তোমার পিঠে নাও।

ঘোড়া এ প্রস্তাবে রাজি হল না।

একটু পরেই বোঝার ভার সইতে না পেরে গাধাটা পথের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে মারা গেল।

www.pathagar.com

লোকটি তখন গাধা যে বোঝা বইছিল তা তো ঘোড়ার পিঠে চাপালোই, উপরন্তু মরা গাধার ছাল ছাড়িয়ে সেটাও ঘোড়ার পিঠে চাপালো।

এবার ভারের চোটে ঘোড়া কোঁকাতে কোঁকাতে করুণ সুরে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলো আমার দুর্মতির জন্যে আজ এই দশা হল। গাধার বোঝার খানিকটা আমি বইতে রাজি হইনি, তাই এখন তা পুরো বোঝা—এমনকি তার চামড়া পর্যন্তও আমাকে বইতে হচ্ছে।

■ *উপদেশ : অল্প দায়িত্বের ভার এড়িয়ে গেলে অনেক সময় বড় দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে এসে পড়ে।*

এক ব্যাধ ও পোষা পায়রা

একদা এক ব্যাধ ছিল। সে একবার বনে জাল ফেলল আর সেই জালে ব্যাধটি বেঁধে রেখেছিল কয়েকটা পোষা পায়রা। ব্যাধটি একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল কোনো বুনো পায়রা তার জালে ধরা পড়ে কি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকটা পায়রা এসে ধরা পড়ল তার সেই জালে।

ব্যাধ ছুটে এসে যেই না বুনো পায়রাদের ধরতে আরম্ভ করলো অমনি তারা ব্যাধের পোষা পায়রাদের তিরস্কার করে বলতে লাগলো—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমাদের জাতভাই হয়েও, আমরা ফাঁদে পা দেবার আগে তোমরা আমাদের সমাধান করে দিতে পারলে না?

পোষা পায়রাগুলি তখন বললো—আরে ভাই, আমাদের মত তোমাদের যদি অবস্থা হতো তা হলে বুঝতে। জাতভাইদের সাবধান করার চেয়ে মনিবের মন জোগানো আমাদের বেশি প্রয়োজন।

■ *উপদেশ : ক্রীতদাসদের দরদ দেখানো শোভা পায় না।*

কাঁটার ঝোপে শেয়াল

একদা এক শিয়াল ছিল। সে একবার একটা বেড়া ডিঙোতে গিয়ে পা ফস্‌কে পড়ে যাচ্ছিলো, সামলাতে গিয়ে ধরলো সে এক কাঁটা গাছের ঝোপ। ঝোপের কাঁটায় তার পা গেল রীতিমত ছড়ে। যন্ত্রণায় সে কাঁটাঝোপ্‌কে বলে উঠল—এ কি কাণ্ড, তোমার শরণাপন্ন হ'লাম আমি আর তুমি কিনা আমার এমন দুরবস্থা করে ছাড়লে?

কাঁটাগাছ বললো—বন্ধু, আমাকে ধরতে গেছো তুমি, এইখানেই যে তুমি মস্ত বড় ভুল করেছো। আমি নিজেই যে যাকে পাই তাকে ধরি।

■ *উপদেশ : শত্রুর শরণ নিলে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায়।*

www.pathagar.com

স্বজাতির গুণ

একদা কী করে যেন, একটি মানুষের সঙ্গে এক সিংহের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একদিন দু'জনে পথ চলছিল। আর দু'জনেই নিজেদের আত্মগৌরবের কথা, শক্তির কথা হাট করে বলছিল। কেউই কম যায় না। কেউই ছোট হতে রাজি নয়।

বেশ কিছুদূর যাবার পর রাস্তার ধারে দেখা গেল একখানা চৌকো পাথর আর তার উপর একটা পাথরের মূর্তি। মূর্তিটি হল মহাবলশালী একটা লোক দুর্দান্ত একটা সিংহের গলা টিপে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ফেলেছে।

ঐ মূর্তির দিকে সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লোকটা বললো—এবার নিজের চোখে দেখলে তো—কার গায়ে জোর বেশি?

লোকটির এই কথা শুনে সিংহ হো হো করে হেসে ফেলল। তারপর হাসি থামিয়ে বললো—ভাই হে, সিংহেরা যদি মূর্তি গড়তে পারত তা হ'লে দেখতে মানুষকে মাটিতে ফেলে একটা সিংহ তার বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন লাগতো তোমার তখন?

■ *উপদেশ : কিছু বলার আগে ভেবে বলা উচিত।*

ভাইবোন

অনেক কাল আগেকার কথা। এক দেশে এক ধনী লোক বাস করতো। লোকটির একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। ছেলেটি ফুটফুটে সুন্দর কিন্তু মেয়েটি ততোটা সুন্দর ছিল না। আগে তাদের বাড়িতে আয়না ছিল না। বাবা যেদিন আয়না কিনে নিয়ে এল বাড়ির সকলেই সেদিন খুব খুশি হল। সবচেয়ে বেশি খুশি হল ছেলেটি। আয়নায় নিজের মুখ দেখে বলে উঠল আহাঃ আমি কী সুন্দর দেখতে! বোনটির দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বললো—তোর চেয়ে আমি অনেক সুন্দর! আমাকে দেখ্! ভাইয়ের কথা শুনে বোনের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। খুব রাগ হল তার। সে ভাইকে ধাক্কা দিয়ে বললো—দূর হয়ে যা তুই আমার সামনে থেকে—

বাবা পাশের ঘরেই ছিল। সে দুইজনের কথা শুনে তাদের কাছে এগিয়ে এসে ছেলেকে বললো—শোন, তুমি দেখতে যেমন ভাল, লোকের সঙ্গে তেমন ভাল ব্যবহারও কোরো। আর মেয়েকে বললো তুই মন খারাপ করিস্ নারে মা, লক্ষ্মীটি আমার—তুই সাধ্যমত লোকের ভাল করবি, তাহ'লে দেখবি সকলেই তোকে ভালবাসবে। দেখতে তুই ভাইয়ের মত সুন্দর হোস্‌নি তাতে তখন কিছুই এসে যাবে না। আমার কথাটা তুই ঠিক ঠিক পরে মিলিয়ে নিস্।

■ *উপদেশ : ভাল চেহারার চেয়ে ভাল আচরণ বা ব্যবহারই শ্রেয়।*

www.pathagar.com

বড়াই

একদা একটি লোক তার বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরের দেশের একটা জায়গায় বেড়াতে গেছিল। পুরো একটা বছর সে সেখানে কাটালো। অবশেষে বাড়ি ফিরে এসে নিজের গ্রামের লোকের কাছে দিনরাত কেবলি সে জায়গাটার কথা বলে প্রশংসা করতো, বক্ বক্ করে যেত।

গ্রামের লোকেরা এসব শুনে বলাবলি করতো—আচ্ছা কে শুন্‌তে চাইছে ঐ সব কথা? ফালতু বক্ বক্ করার স্বভাব।

বিরক্ত হয়ে একদিন একজন তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো—জায়গাটা এতোই যদি তোমার ভাল লেগেছিল তো সেখানে থেকে গেলেই তো পারতে? এখানে মরতে এলে কেন?

লোকটি বললো—এলাম কেন? এলাম তোমাদের কাছে জায়গাটার কথা বলবো বলে—না হ'লে আসতামই না। ওখানকার লোকেরা কি দারুণ লাফ দিতে পারে জানো? এমন লাফ দেওয়া তোমরা বাপের জন্মেও দেখোনি! একদিন ওখানে লাফ দেওয়ার প্রতিযোগিতা হল। কে সবচেয়ে বেশি লাফাতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় আমি এমন লাফ দিলাম সব্বাই তা দেখে এক্কেবারে অবাক হয়ে গেল। কেউই আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলো না। তোমরা যদি সেখানে হাজির থাকতে তাহ'লে দেখতে কী দারুণ আমার সে লাফ!

শুনে একজন অমনি বলে উঠল—তোমার লাফ দেখতে অতো দূরে আমাদের যাবার দরকার নেই; তুমি একবার এখানে লাফ দিয়ে দেখিয়েই দাও না, দাদা।

বলা বাহুল্য লোকটি তেমন লাফ দিতে পারলো না।

এরপর থেকে সে আর নিজেকে নিয়ে বড়াই করতো না আর বকবক্ করাও তাঁর বন্ধ হয়ে গেল।

■ *উপদেশ : বাক্‌চাতুরী বেশিদিন চলে না।*

পেট ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ

একবার হাত-পা, কান, চোখ—শরীরের সবকটি মিলে একটা দল গড়ে আন্দোলন শুরু করলো। তারা শ্লোগান দিতে লাগলো—যার মানে হল এইরকম—আমরা সবাই সব সময় কাজ করি, পরিশ্রম করি। কিন্তু পেট কোনো কিছু না করে নিশ্চিন্তে কুঁড়ের মত বসে থাকে, আর আমরা বোকার মত তার সেবা করে থাকি, এটা চলতে দেওয়া হবে না। এসো আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি পেটকে আর আমরা সাহায্য করব না।

এই আন্দোলনের ফলে তারা সকলেই কর্মবিরতি পালন করতে লাগলো। পা আর খাবারের জায়গায় যায় না, হাত আর মুখে খাবার তুলে দেয় না। মুখ আর খায় না। দাঁত আর খাবার চিবোয় না, এরা সবাই মিলে পেটকে জব্দ করতে তিন-চার দিন একই রকম বয়কট আন্দোলন করতেই নিজেরা সব নিস্তেজ হয়ে পড়ল। কার আর নড়বার শক্তিটুকু পর্যন্ত রইলো না।

www.pathagar.com

অবশেষে আন্দোলন উঠিয়ে নিল তারা। বুঝতে পারলো পেট বাইরে কোনো পরিশ্রম করে না বটে, কিন্তু সেও দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাকে সেবা না করলে নিজেরাই দুর্বল হয়ে শক্তিহীন হতে হয়। পেট কাজ করে বলেই শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সচল ও সক্রিয় থাকে।

■ *উপদেশ : বিধাতার সৃষ্টির সব কিছুরই এক একটি উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন আছে।*

গাধা আর ঘোড়া

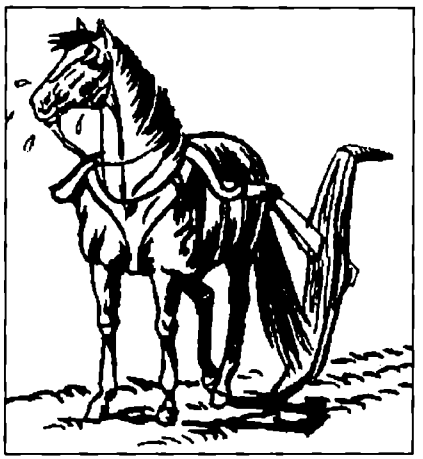

এক গাধা ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে অতি কষ্টে পথ চলছে, এমন সময় এক লড়াইয়ের ঘোড়া খট্‌খট্‌ করে সেই পথে এসে গাধাকে বললো—এই গাধা, জলদি পথ ছেড়ে দে আমায় নইলে এক লাথিতে তোকে শেষ করে দেব।

গাধাটি ঘোড়ার হুমকি শুনে তখনই তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল আর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে দুঃখ করতে লাগলো।

কিছুদিন পরে ঐ ঘোড়াটা যুদ্ধ থেকে এমন আহত হয়ে ফিরলো যে তাকে আর যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া চললো না। এমনকি তার ওপরে আর চড়াও চললো না। ঘোড়ার মালিক তখন তাকে চাষের কাজে লাঙল টান্‌তে লাগিয়ে দিল।

একদিন বেলা দু'টো নাগাদ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রোদে ঘোড়া লাঙল টানছিল, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিল। আর ঘোড়াটা চলতে একটু ঢিলে দিলেই তার পিঠে পড়ছিল চাবুক। সেই সময় গাধাটা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াটাকে সে এই অবস্থায় দেখে নিজের মনে মনে বলতে লাগলো, আরে কপাল, একেই তো একদিন আমি ঈর্ষা করেছিলাম ওর সৌভাগ্যের জন্যে আর এখন তো ওর অবস্থা দেখে চোখের জল আসছে। আহা বেচারা! মূর্খ, নিজের সৌভাগ্যের সময় অকারণে আমাকে অপমান করেছিল। এখন তো এর অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়।

■ *উপদেশ : সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নয়। তাই সৌভাগ্যগর্বে স্ফীত হয়ে কাউকে তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়।*

গোরুর গাড়ির চাকা

এক গাড়োয়ান একদিন তার গোরুর গাড়িতে অনেক মাল বোঝাই করে গ্রাম থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিলো। ভারী বোঝা সমেত গাড়ি টান্‌তে বলদ দু'টির খুবই কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু এর জন্যে টুঁ শব্দ বেরোচ্ছিল না বলদ দু'টির মুখ দিয়ে। গাড়ির চাকা দু'টি কিন্তু নীরব ছিল না মোটেই—অবিরাম ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে তার

www.pathagar.com

চালকের কান একেবারে ঝালাপালা করে তুললো। একটু তেল দিলেই বুঝি ক্যাঁচর কোঁচর বন্ধ হবে এই ভেবে গাড়োয়ান চাকায় চাকায় বেশ করে তেল লাগালো, তাতেও গাড়ির চাকার ক্যাঁচর-কোঁচর বন্ধ হল না। এবার গাড়োয়ানটা খুব রেগে গেল। বললো—হতভাগারা যারা এত কষ্ট করে এত মালসমেত গাড়িখানা টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মুখে টুঁ শব্দটি নেই আর তোরা ক্যাঁচর-কোঁচর করে আমার কান ঝালাপালা করে দিলি?

■ *উপদেশ : অল্প পরিশ্রমে বেশি লাভের আশা করতে নেই।*

গাছ ও কুড়ুল

একবার একটি লোকের ঘর তৈরি করবার জন্যে প্রচুর গাছের দরকার হয়ে পড়লো। গাছ কাটতে গেলে কুড়ুল দরকার। কুড়ুল তার কাছে কিন্তু কুড় লটার হাতল নেই। কী করবে?

সে জঙ্গলের দিকে চললো। সেখানে পৌঁছে দেখল অনেক গাছ রয়েছে। লোকটি গাছদের উদ্দেশ্যে বললো এখান থেকে একটা গাছ পেতে পারি কি?

লোকটি কেন গাছ চায় সে কথা অবশ্য খুলে বলল না। লোকটির কথা শুনে গাছেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো। লোকটা যখন একটা গাছ চাইছে তখন তাকে দিয়েই দেওয়া হোক না—ছোট্ট একটা গাছ পেলেই তো ওর চলে যাবে।

এরপর ছোট্ট একটা গাছ নিয়ে লোকটা বাড়ি এল। এসেই সেই গাছ দিয়ে তার কুড়ুলের হাতল তৈরি করে নিল। আর কি—এবার সেই হাতল লাগানো কুড়ুল কাঁধে করে হাজির হল সেই জঙ্গলে। সেখানে লোকটির মনের মত বড় বড় সব গাছ ছিল। গিয়েই একে একে কাটতে শুরু করলো সব গাছ।

তাই না দেখে গাছগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো—লোকটাকে যদি আমরা ছোট্ট গাছটা না দিতাম তা হ'লে আমাদের আজ আর এমন দশা হ'তো না। কিন্তু এখন আর এসব বলে লাভ নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই লোকটার কুড়ুলের ঘায়ে গাছগুলি সব সাবাড় হয়ে গেল।

■ *উপদেশ : কোন কাজ করার আগে ভেবে করা উচিত, নয়তো বিপদ হতে পারে।*

www.pathagar.com

স্যামোসের লোকসভায় এক অত্যাচারী শোষকের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে কি না তাই নিয়ে বিচার হচ্ছিল। সেই সভায় ঈশপ এই গল্পটি বলেছিলেন—

একবার এক শেয়াল নদী পার হতে গিয়ে স্রোতের টানে এক খাদের ভেতরে গিয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও সে কাদা থেকে উঠতে পারলো না। সেই খাদে অনেক জোঁক থাকতো। ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক শেয়ালের গায়ের রক্ত চুষতে লাগলো। সেই সময় সেই পথ দিয়ে এক শজারু যাচ্ছিলো। শেয়ালকে ঐ অবস্থায় দেখে শজারুর মনে খুব দুঃখ হল। শজারুটি বললো—ভাই শেয়াল, তোমার গা থেকে ঐ পোকাগুলি তুলে দিই কেমন?

শেয়াল বললো—না না ভাই, তা করতে যেও না।

শজারু বললো—না বলছ কেন?

শেয়াল—না বলছি এই জন্যে যে এগুলি আমার রক্ত এতক্ষণ অনেক খেয়েছে, আর বেশি এরা টানতে পারবে না। এদের সরিয়ে নিলে, আর এক নতুন ঝাঁক এসে আমার গায়ে লাগবে। তখন যে রক্তটুকু আমার এখনও আছে, তাও আর থাকবে না। এই গল্প শেষ করে ঈশপ স্যামোসের লোক সভায় উপস্থিত স্যামোসের লোকদের বললেন—এখন বুঝলেন তো আপনারা, এই শোষক লোকটি আর আপনাদের তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। যতটা শোষণ করবার এ তা করে এখন ধনী হয়েছে। এর আর শোষণ করার ক্ষমতা নেই, প্রয়োজনও নেই কিন্তু একে মেরে ফেললে ধনলোভী অন্য শোষকের হাতে পড়ে আপনাদের যে ধনসম্পদ অবশিষ্ট আছে তাও আপনাদের হারাবেন।

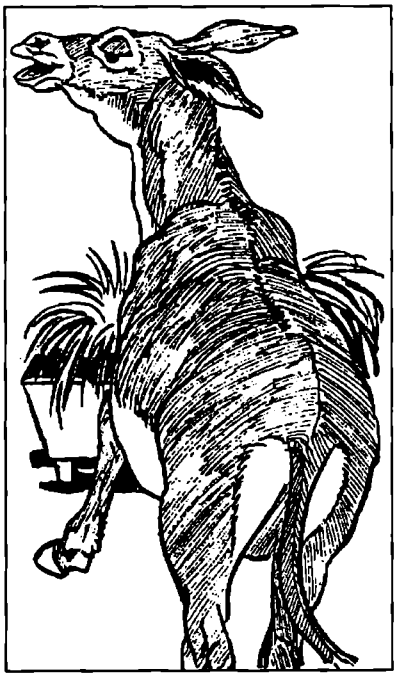

■ *উপদেশ : ভাবিয়া করিও কাজ।*

এক ছিল গাধা আর ছিল বলদ

অনেক দিন আগেকার কথা। এক ছিল ধনী পশুপালক। সে বাস করতো এক নদীর ধারে এক বিস্তীর্ণ উর্বর শস্য ক্ষেতের পাশে। তার ছিল একটা বলদ আর গাধা।

একদিন বলদটা গোয়ালে ঢুকে দেখে, গাধাটা যবের ভুসি মাখানো খেয়ে, পেটটা ডাঁই করে, বিচালি পাতা গদির ওপর শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে।

রোজ গাধাটার পিঠে চড়ে ক্ষেতের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসতো মনিবটি। তারপরই গাধার ছুটি। খেয়ে দেয়ে ঘুমোনো ছাড়া তাকে আর কোনো কাজ করতে হয় না।

www.pathagar.com

বলদের আসাতে গাধার ঘুম ভেঙে গেল। বলদটা দুঃখ করে বললে—তোমার কি সুখ ভায়া। দিব্যি খাচ্চো-দাচ্চো আর ঘুমাচ্ছো। এরকম সুস্বাদু দানাপানি আমরা চোখেও দেখি না।

এই সময় ওদের মনিব গোয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বলদের কথা শুনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে সে কান খাড়া করে রইল। বলদ বলতে লাগল আমার মত তো তোমাকে খেটে খেতে হয় না ভাই। এই দ্যাখো খেটে খেটে শরীরটা আমার কেমন হাড্ডিসার হয়ে গেছে। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার দেহটা কেমন নাদুস নুদুস হচ্ছে। কখনও-সখনো তোমার পিঠে চেপে একটু-আধটু ঘুরে আসে মনিব। তারপর সারাদিন তোমার ছুটি। আর আমার দ্যাখো, সেই যে সাত সকালে ঘাড়ে জোয়াল চাপায়, সন্ধ্যের আগে আর রেহাই পাই না।

বলদের কথা শুনে গাধার বড় দুঃখ হল। বলল—শোন, তোমাকে আমি একটা ফন্দি শিখিয়ে দিই। কাল সকালে চাকরটা যখন তোমাকে হালে নিয়ে যেতে আসবে তখন তুমি কিছুতেই উঠবে না। কিন্তু চাকরটা খুব মারবে। তা মারুক, তুমি সহজে যেতে চাইবে না। কিন্তু চাকর ব্যাটা তোমাকে ছাড়বে না। মেরে ধরে মাঠে নিয়ে যাবেই। তুমি কিন্তু জোয়াল ঘাড়ে নেবে না। জোর করে চাপাবে চাকরটা। কিন্তু দু এক পা টেনেই ধপাস্ করে মাটিতে শুয়ে পড়বে। চাকরটা আবার খুব মারবে। তবু তুমি উঠবে না। তখন ওরা ভাববে। তোমার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে। দেখবে তখন তুমি রেহাই পেয়ে যাবে।

ওদের সব কথাবার্তাই গোপনে শুনে নিল মনিব। আর পরদিন লক্ষ্য করলো, গাধা যেসব ফিকির শিখিয়ে দিয়েছিল বলদটা ঠিক ঠিক সেইভাবেই অভিনয় করে যেতে থাকলো। দানাপানি খেলো না। লাঠিপেটা করেও তাকে মাঠে নেওয়া গেল না। জোয়াল কাঁধে চাপাতেই মাটিতে শুয়ে পড়লো। মনিব তখন চাকরটাকে ডেকে বলল—মনে হচ্ছে, বলদটার কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে। তুই এক কাজ কর্, বলদটাকে গোয়ালে রেখে গাধাটাকে নিয়ে এসে জোড়।

মনিবের কথামত, গাধাটাকে এনে হালে জুড়ে সারাদিন ঠা ঠা রোদে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটালো চাকরটা। দিনের শেষে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে যখন গোয়ালে ফিরে এল, তখন বলদ তাকে দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাতে থাকে। আল্লাহ তোমার ভাল করবেন, ভাই। তোমার বুদ্ধিতে আজ একটু আরাম পেয়েছি।

গাধা কিন্তু গম্ভীর। কোনো জবাব দিলো না। নিজের বোকামির জন্যে নিজেই জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল।

www.pathagar.com

পরদিন চাকরটা এসে আবার গাধাকে নিয়ে গিয়ে হালে জুড়লো। সারাদিন ধরে আবার সেই হাড়ভাঙা খাটুনি। জোয়ালের ঘসায় ঘাড়ের ছাল উঠে ঘা হয়ে গেল। সারা শরীর অসহ্য ব্যথায় টনটন করতে লাগল। হালের জোয়াল টানতে টানতে তার চোখে জল এল। গাধা ভাবছিল তার নিজের দোষে সে সুখের দিনগুলি হারিয়েছে। এখন তাকে সারাটা জীবন এই জোয়াল টানতে হবে। না না, এর একটা উপায় বের করতেই হবে।

সন্ধ্যেবেলায় গোয়ালে ফিরে গাধাটা কোনো কথাবার্তা না বলে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লো। বলদ কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বলে, কী ভায়া, অমন মন মরা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন? এসো, একটু গপ্পসপ্প করি।

গাধা বলল, কি আর বলব ভাই! তোমার দুঃখে আমি মুষড়ে পড়েছি। এতকাল একসঙ্গে আছি আমরা। কিন্তু আজ যা শুনলাম...মনিব আর রাখবে না তোমাকে।

—সে কি! রাখবে না মানে? বলদটা আঁতকে ওঠে। তবে কী করবে আমাকে? মেরে টেরে ফেলবে না তো? কী শুনেছো, বলো না, ভাই—

—কসাই-এর কাছে বেচে দেবে! লোকটাকে বলছিল মনিব, বলদটা বোধহয় বাঁচবে না। ওটা যদি মরে যায় আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে। তার চেয়ে কসাই-এর কাছে বেচেই দিই, কি বলো? তবু যা হোক মোটামুটি ভালই দাম পাওয়া যাবে। মনিবের এই কথা শুনে অবধি আমি কাঁদছি ভাই। কী করে এত বড় দুঃসংবাদ দেব আমি তোমাকে, তাই ভেবে আমি কিনারা করতে পারছিলাম না। এতকাল আমরা একসঙ্গে আছি। এতদিনের প্রাণের ভালবাসা আমাদের। আজ যদি তোমাকে ওরা কসাই-এর হাতে তুলে দেয়, তাহলে আমি বাঁচবো কী নিয়ে? এবার বাঁচার একটা উপায় বার কর ভাই।

বলদ কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, খবরটা জানিয়ে তুমি আমার জান বাঁচালে ভাই। কী বলে যে তোমাকে শুকরিয়া জানাবো, ভেবে পাচ্ছি না। কাল সকালেই আমি টগবগিয়ে উঠে দাঁড়াবো। আজ থেকেই আমি পেট পুরে দানাপানি খাবো। ফুর্তিসে হাল টেনে মনিবকে বুঝিয়ে দেব অসুখ-বিসুখ সব আমার সেরে গেছে।

এই বলে বলদটা উঠে গিয়ে জাবনা খেতে শুরু করলো। এদিকে গোয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে মালিক বলদ আর গাধার কথাবার্তা সব শুনে নিল।

পরদিন সকালে চাকরটা গোয়ালে ঢুকে তো অবাক। বলদটা উঠে দাঁড়িয়ে চন্‌মন্ করছে। গাধাকে রেখে আজ আবার সে বলদটাকে নিয়ে মাঠে চলল। গাধা হাসলো মনে মনে।

■ *উপদেশ : বিপদে মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি খাটিয়ে বিপন্মুক্ত হতে হয়।*

www.pathagar.com

একটি বাচ্চা শূকর ও ভেড়ার পাল

একবার এক শূকরের বাচ্চা কী করে যেন ভেড়ার পালের মধ্যে ঢুকে গেল। এবং শূকরটি ভেড়ার পালের সঙ্গেই চরে বেড়াত, ঘুরতো, খেতো—আর বড় হতে লাগল। রাখাল ভেড়ার পালের সঙ্গেই তাকেও একই খোঁয়াড়ে রাখতো। একদিন রাখাল এসে যেই না তাকে ধরেছে, অমনি সে হাত-পা ছুঁড়ে মাথা নেড়ে ছট্‌ফট্‌ করে কেঁউ কেঁউ করে দারুণ চিৎকার শুরু করে দিল।

তাই না দেখে ভেড়াগুলো বিরক্ত হয়ে তাকে বলল—তুমি অমন করছো কেন? মনিব তো আমাদের কতোবার ধরেন, কই আমরা তো ছটফট করি না, চিৎকার করে কাঁদি না?

শূকরের বাচ্চাটি উত্তরে বলল—তোমাদের ধরা আর আমাকে ধরার মধ্যে ঢের পার্থক্য আছে ভাই! মনিব তোমাদের ধরে গায়ের পশম নেবার জন্যে আর দুধ দুইবার জন্যে! আমায় আজ ধরেছেন, জবাই করে মাংস খাবার জন্যে।

■ *উপদেশ : প্রাণ বাঁচাতে চেঁচাতেই হয়।*

www.pathagar.com

ঈশপের শ্রেষ্ঠগল্প

বইপড়া